CONTENT

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the ASSEMBLY HOUSE, Agartala on Thursday, the 14th February, 1991 at 11 A. M.

PRESENT

Hon'ble Speaker, Shri Jyotirmoy Nath, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, Seven Ministers, Nine Ministers of State and 34 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে, তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীলকুমার চাকমা।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেঁচারথল) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।
শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকাধীন মাছমারা বাজারটি উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। থাকিলে, কবে নাগাদ কার্য্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। বাজার উন্নয়নের পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের কাজ আগামী ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে, এ' বাজারে ১৯৭৮-৮৯ সালে দুইটি শেড এবং কিছু ড্রেনের কাজ করা হয়েছিল। বর্তমানে ঐ ড্রেনগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে সমস্ত বাজার এলাকায় জল জমে যায়। অথচ সেই জল নিষ্কাশনের আদৌ কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই বর্ষাকাল আসার আগেই যাতে ড্রেনগুলি পরিষ্কার করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ঐ বাজারে ১৯৭৮-৮৯ সালে দুইটি মার্কেট শেড করা হয়েছে এবং আগামী আর্থিক বছরে আর একটা শেড ও রিং-ওয়েল করার পরিকল্পনা আছে। আর ড্রেনের সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যে অসুবিধার কথাটা বলেছেন, সেটা যদি উনি লিখিতভাবে আমাকে জানান তাহলে আমি তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই মাছমারা বাজার সহ কাঞ্চনপুর ব্লক অধীন অন্যান্য বাজারগুলির উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে পেচারথল বাজারটির উন্নয়নের জন্য আগামী ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা অনুগ্রহ করে জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে হয়তো আমি স্পেসিফিক উত্তর দিতে পারতাম যে, ১৯৯১-৯২ সালে কোন কোন বাজারগুলি উন্নয়ন করা হবে। কিন্তু তিনি যেভাবে প্রশ্নটা উঠিয়েছেন তার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে এক্ষুণি সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শান্তির বাজার সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারগুলির ড্রেইন বর্তমানে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। কাজেই, সেগুলির সহসা সংস্কার করে বাজারগুলি যাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন বাজারগুলির ড্রেন অকেজো হয়ে আছে, তা এক্ষুণি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে শান্তির বাজারে ইতি-মধ্যে একটা বিরাট গুদাম তৈরীর কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও মার্কেট কমপ্লেক্সেরও কিছু কিছু কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজেই, ড্রেনের সমস্যাটা কি ধরনের, তা জানিয়ে যদি মাননীয় সদস্য আমাকে লেখেন, তাহলে আমি সেটা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জিরানীয়া বাজারে মৎস্যজীবিদের জন্য যে একটা শেড করা হয়েছিল, সেটা আর, সি, সি পিলারের উপর করা হয়েছিল, এখন সেটা ভেঙ্গে গিয়েছে এবং নীচের দিক থেকে বাঁশের ঠেশ দিয়ে কোন মতে সেটাকে রক্ষা করা হয়েছে, যে কোন সময়ে সেটা ভেঙ্গে পড়তে পারে। কাজেই অতি সত্বর সেই শেডটা সংস্কার করা হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু জিরানীয়া নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বাজার শেডগুলির করুণ অবস্থা। এই বছর সরকারী ভাবে আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে রিপেয়্যারিং এর কাজগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চলে। কতগুলি আছে যেগুলি অন গয়িং কনস্ট্রাকশন। তার পরে রিপেয়ারিং-এর কাজ সমানতা যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা করব। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি জরুরী যে রিপেয়ারিং-এর কাজ করতে হবে সেগুলি যেন আমার দপ্তরের দৃষ্টিতে আনেন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মোহনপুর বাজারে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কিছু শেড তৈরী করা হয়েছিল এবং সেগুলি পরের বছরই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দোকান শেডগুলি এমন একটা অবস্থায় আছে যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে যেতে পারে এবং শেডে যারা কাজ করেন তাদের বিপদ হতে পারে। এগুলি তাড়াতাড়ি রিপেয়ার করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বাজার শেড্ গুলি রিপেয়ার করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি যে, শেডগুলি অতি সত্বর রিপেয়ার করতে হবে সেগুলি যেন আমার দপ্তরের দৃষ্টিতে আনেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বাজার শেডগুলির কথা বলছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি যে এই গত তিন বছরে উনারা ক্ষমতায় এসে কয়টা নুতন শেড তারা করেছেন ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য হঠাৎ করে এই প্রশ্নটা করেছেন, আলাদা ভাবে করলে সুন্দর করে জবাব দিতে পারতাম। তবে আমি অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে গোডাউন, বাজার শেড এবং স্টল অনেক নতুন শেড করেছি। তার মধ্যে শুধু বিলোনীয়া বাজারেই ১৭টা শেড এবং স্টল করেছি। এতেই প্রমাণ হয় যে ওদের আমল থেকে আমরা অনেক বেশী করেছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং —৯০।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং —৯০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠন বিশেষ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর, এস, এস, আনন্দমার্গী এবং বি, জে, পি, উগ্রসাম্প্রদায়িকতা প্রচারমূলক ভিডিও ক্যাসেট প্রদর্শনী এবং টেপরেকর্ডে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার দ্বারা হিন্দু জনগণের মধ্যে উস্কানি ও প্ররোচনা দিচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে রাজ্য সরকার তার বিরুদ্ধে নিবারণমূলক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১ ও ২। এইরূপ সাম্প্রদায়িক প্রচার ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে করা হচ্ছে বলে সরকারের গোচরে নেই তবে পুলিশ এই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, ধর্মনগরে এইরূপ ৪০ টা ক্যাসেট বাজারে প্রকাশ্যে বিকাল বেলা প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ? শুধু ধর্মনগরে নয় কুমারঘাট, মনু, সোনামুড়া এবং সাউথ ত্রিপুরাতেও এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি এই প্রচার চালাচ্ছে। এই ক্যাসেটের মাধ্যমে বলছে যে, হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করতে হবে ভারতবর্ষে। হিন্দুরা জেগে উঠুন।

ভারতবর্ষের মুসলমান শত্রু। ওনারা ২/৩টি বিবাহ করছে। প্রতি বছর দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ছে। ভারতবর্ষে মুসলমানরা বেড়ে যাবে। অসি ধারণ করতে হবে। স্যার, এই ধরনের অত্যন্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক কথা ওনারা প্রচার করছে, জনসাধারণের মধ্যে ক্যাসেটের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। স্যার, এখানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করার পেছনে বি, জে, পি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য শক্তিগুলি এখানে যে চেষ্টা চালিয়েছে তারই পরিণতি হিসাবে ধর্মনগরে আগুন জ্বালিয়ে মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, উদয়পুরে হয়েছে, খোদ আগরতলায় প্রতিদিন সাম্প্রদায়িক শক্তি নতুন নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করছে সংখ্যা-লঘুদের বিরুদ্ধে। তার আলোচনা শান্তি কমিটিতে হয়েছে, প্রতিটি মহকুমায় এস, ডি, ও, এর নেতৃত্বে হয়েছে, এমন কি ডি, এম, পর্য্যন্ত

করেছেন। স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এ তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ? যদি থাকে, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কিনা যে, এ ব্যাপারে সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ ধরনের প্রচার যারা করেন তাদের এই কার্যকলাপে আমরা তীব্র নিন্দা করি। এখানে যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য করেছেন, উনাকে বলতে চাই, এ ধরনের কথা ক্যাসেট এর মাধ্যমে এ রাজ্যে দেখান হয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। তবুও পুলিশ এ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখছে এবং এ ধরনের ক্যাসেটের যদি সন্ধান পায়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে সীজ করা হবে। আমি মাননীয় সদস্যদের এ ব্যাপারে অনুরোধ করব, এই ধরণের কোন তথ্য মাননীয় সদস্যদের কাছে থাকলে সরকারকে সহযোগিতা করবে এবং বিষয়টি পুলিশের দৃষ্টি গোচরে আনবেন। স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন—অর্থাৎ বি, জে, পি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা অন্যান্য যাদের কথা বলেছেন তাতে বলতে পারি, এই রাজ্যে উনারা ততটা ক্রিয়াশীল নয়। তবে আমাদের কাছে সঠিক খবর আছে যে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের কিছু সমর্থককে বেনামে বি, জে, পি, সাজিয়ে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। স্যার, এর পেঁছনে একটা গ্রামের প্রবাদ মনে পড়ছে। 'পাগলা সাঁকো নাড়িস না'। স্যার, ব্যাপারটি হচ্ছে, এক ব্রাহ্মণ গ্রাম থেকে পূঁজা দিয়ে ফিরছিলেন। তার সঙ্গে অনেক জিনিস রয়েছে। গ্রামে ছড়া থাকে। সেই ছড়া পার হবার জন্য থাকে সাঁকো। ব্রাহ্মণ যখন সাঁকো পার হচ্ছিলেন সে সময় একজন পাগলও এই সাঁকো পার হচ্ছিল। ব্রাহ্মণ ভাবলেন, পাগলকে সাবধান করে দেবেন। কারণ সাঁকো নাড়ালে জিনিসগুলি পড়ে যেতে পারে। তাই বললেন, পাগলা সাঁকো নাড়াস না। পাগল এতক্ষণ ঠিকই যাচ্ছিল। এ কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে সে সাঁকো নাড়াতে লাগল। স্যার, উনাদেরও এই সমস্ত উদ্দেশ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছেন। এই ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল-নন ট্রাইবেল, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান সবাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে বাস করছে। যা দেখে উনাদের ভাল লাগছে না। কাজেই এইসব প্রচার করছে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ এর দ্বারা প্ররোচিত হবে। কাজেই মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন যদি সত্যিকারের ত্রিপুরার মঙ্গল চান।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ২রা নভেম্বর তারিখে ধর্মনগর শহরের চিলড্রেন্স পার্কে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যে সম্মেলন পুলিশ পাহারায় হয়েছিল, সেই সম্মেলনে যে সমস্ত বক্তব্য বক্তারা রেখেছিলেন তা ভি, ডি, ও, কেসেট করে প্রচার করা হয়েছে। এই সরকার এই ধরনের

সম্মেলন করার অনুমতি দিলেন কি করে ? ঠিক সেই মুহূর্তে যখন বাবরি মসজিদ এবং রাম জন্মভূমি ইস্যু নিয়ে সারা ভারতবর্ষে আগুন জ্বলছে ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ধরনের উত্তর দিয়েছেন তাতে বুঝা যায় যে একটা ঘৃণ্য গভীর চক্রান্ত এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক এবং সাংঘাতিক বিপজ্জনক খেলা তিনি খেলছেন। স্যার, যতগুলি মসজিদ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু কোন গ্রেপ্তার করেনি। কাজেই আমি বলতে চাই ধর্মনগর শহরে যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা হয়েছিল সেই বক্তব্যগুলি ভি, ডি, ও, ক্যাসেট করে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সেগুলি প্রচার করছে। অবিলম্বে সেটা বন্ধ করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, জানাবেন কি ? তিনি নিজেও যাগ-যজ্ঞের মধ্যে বসে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, ১৪৪ ধারা যদি জারী না থাকে, তাহলে সেখানে কোন সম্মেলন বন্ধ করার কোন রীতি আছে কিনা আমার জানা নেই। উনারা মানুষকে মিছিল-মিটিং করতে দিতে চান না। মিছিল মিটিং করার অধিকার সবারই রয়েছে। এই সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। তবে সরকার এদিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন যদি কেউ সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকার প্রস্তুত এবং মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, আমি আগেই বলেছি যে মন্দির মসজিদ ইস্যু নিয়ে আমরা কিছু লোককে এরেষ্ট করেছি। মাননীয় সদস্য ধর্মনগরের কথা বলেছেন, সেখানে দুই জন বিধায়ক ছিলেন. আমি গতকালও বলেছি যে তাঁরা সেখানে মিছিল-মিটিং করে এই সমস্ত উস্কানি দিয়েছেন।

(শ্রীসমর চৌধুরী :— সম্পূর্ণ অসত্য, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখছেন)

(ইন্টারাপশ্যন)

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার ভূতের মুখে রাম নাম শুনে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। কেন্দ্রে ভি, পি, সিং ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং বি, জে, পি সাপোর্ট দিয়ে সাহায্য করেছে। এই ভি, পি, সিং ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিম বাংলার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে এল, কে, আদবানী এবং জ্যোতি বসু হাতে হাত মিলিয়ে শ্লোগান দিয়েছিলেন যে হিন্দু-কমিউনিষ্ট ভাই ভাই। এবং তাঁদের এই ছবি গণশক্তি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল। এবং তার সুর এখানকার মাননীয় সদস্যদের মুখে শোনা গিয়েছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেবার চেষ্টা হয়েছিল কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

জানাবেন কি? দ্বিতীয়তঃ, বিজয়রাজে সিদ্দিক্কার এখানে আসার ব্যাপারে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ মদত ছিল কিনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি জানি না। গত কালকেও আমি বলেছি যে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন এবং বিগত ১০ বছর উনারা খুন করেছেন। স্যার, তাঁরা খুন করে হঠাৎ করে হাত ধুয়ে স্নান করে উনারা এখন সাধু হয়ে গেছেন। স্যার, আমরা দেখছি উনারা হাতে খান না ঠিকই কিন্তু চামচ দিয়ে তো খান। স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই যে, একই প্ল্যাট ফর্মে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মিলিয়ে বি. জে, পির সঙ্গে উনারা সভা করেছেন। আমি আপনাদের বলছি, উনারা মুখে বলছেন সাম্প্রদায়িকতা নয় কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় উনারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে চাইছেন। বিগত লোকসভার নির্বাচনের সময় আমি নিজে ধর্মনগর গিয়েছিলাম, তখন দেখেছি উনাদের প্রচার কি ছিল? রাজীব গান্ধী বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছেন এসব আপনারা প্রচার করেননি, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন কি? স্যার, উনারা তখন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ভি, পি, সিংহের সঙ্গে ঘাট বেধে সরকার গঠন করেছিলেন। দেশে তখন সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলছিল। ভি. পি, সিং দুটি বিয়ে করেছিলেন 'একটি কালসাপ আর একটি দুধ সাপ' তার জন্য দেশের একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে। কংগ্রেস এবং রাজীব গান্ধী এই দেশকে বাঁচিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে। ভি, পি, সিং লড়াই করে ঐ ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সাম্প্রদায়িকের বিরুদ্ধে লড়াই করেই ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন এইজন্য রাজীব গান্ধী কৃতিত্ব দাবী করতে পারে, কংগ্রেস দাবী করতে পারেন।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা এই যে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আনন্দমার্গী, এবং বি, জে, পি তাদের সাথে সি, পি, এমের বিধায়ক বিরোধী দলনেতা, উপনেতা তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাজস আছে কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বামফ্রন্ট যখন এই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন, তখন এই রাজ্যে একটা সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল। তার নাম আমরা বাঙ্গালী। বহু তথ্য আছে নৃপেনবাবুর সাথে আমরা বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করেছেন, বহু সম্পর্ক ছিল ওদের, আনন্দমার্গীর সাথেও ওদের সম্পর্ক রয়েছে। দ্বিতীয় কথা হল বি, জে, পির সঙ্গে তারা কতবার ঘর করেছে তারাই বলতে পারবেন। ১৯৭৭ সালে একবার, ১৯৮৯ সালে একবার। আগামীদিনও করবে। ওরা রাজনীতির জন্য এমন কোন রাস্তা নেই ওরা করতে পারে না।

শ্রীবিভাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চোরের মুখে রামনাম। ঠিক তদরূপ রাজীব গান্ধী রাম মন্দিরের শিলান্যাস করেছেন, মসজিদ ভেঙেছেন, আমরা কখনও এই কথা বলিনি। তিনি এখানে অসত্য ভাষণ দিয়েছেন, হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য। কাজেই এইগুলি অ্যাকসপানজড করা হোক্।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি আবারও বলছি, জোর দিয়ে বলছি বিগত নির্বাচনের আগে তারা সেটা প্রচার করেছে, প্রচার করে ভোট পেয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কালীপদ দত্ত এবং বিশ্বনাথ তাদের বাড়ীতে এই সমস্ত ভি, ডি, ও ক্যাসেট দেখানো হয়েছে, এইটা সত্যি কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— সত্যি নয়।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ধর্মনগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিটিং-এ ২ জন বিধায়ক ছিলেন, সেখানে মিটিং, মিছিল করে তাদের উস্কানী দেওয়া হয়েছিল সেই ২ জন বিধায়ক কে ছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ধর্মনগরে ২ জন বিধায়ক সবাই জানে, তারা হলেন ফৈজুর রহমান, সুবোধ দাস।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং —২৭৪

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৭৪

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে এ, টি, টি, এফ চুক্তকারীদের সঙ্গে রাজ্যের সি, পি, এম, নেতাদের যোগাযোগ আছে, এবং

২। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কোন্ কোন্ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাদের নাম কি ?

উত্তর

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ সিধাই থানার অন্তর্গত শ্রীচিত্ত দেববর্মা রাজ্যে এ, টি, টি, এফ-এর কার্য্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। উক্ত চিত্ত দেববর্মা এবং তাহার কিছু সঙ্গী সি-পি-আই (এম) এর সদস্য ছিলেন বলে প্রকাশ পায়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই উদয় শংকর দেববর্মা যে এ টি, টি, এফ-এর নেতা, তার একজন সঙ্গী সহ ১৪-১২-৯০ ইং কাঠালছড়ার সি, পি, এম, নেতা সোনাকান্ত দেববর্মা সহ গিয়েছিলেন এ, টি, টি, এফ,-এর সদস্য চাঁদা সংগ্রহ করার জন্য এবং সেখানে যখন সেখানকার গ্রামবাসী কয়েকজন সি, পি, এম, সমর্থক যুবক সহ তারা মিটিং করছিলেন বা মিটিং করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন সেখানকার গ্রামবাসী সূর্য্য দেববর্মা সহ কয়েকজন যুবক গিয়ে সেখানে সেই উদয় শংকর দেববর্মাকে ধরার জন্য চেষ্টা করেছিল এবং সেই চেষ্টা করতে গিয়ে উনাকে না পেয়ে এই সোনাকান্ত দেববর্মা এবং তার সহযোগীরা তাকে পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছিল। যাই হোক উনাকে না পেয়ে তারা সেই বাড়ীতে একটা লাভা নামের মেগাজিন পায়, সেই মেগাজিন ছাপা হয়েছিল নিরঞ্জন দেববর্মা দ্বারা জনশিক্ষা কোপারেটিভ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড থেকে, গণমুক্তি পরিষদের সপক্ষে সেটা ছাপানো হয়েছে এবং মেগাজিনের মাধ্যমে নানাভাবে ত্রিপুরার আইন শৃংখলার অবনতি করার জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য উত্তেজক ট্রেনিং নেওয়ার কথা লেখা ছিল এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইটা সত্য যে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিল এবং পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তারা পালিয়ে গেলেও তাদের কিছু কাগজপত্র পুলিশ চিজ করেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ঐ জায়গাতে আরও একটা এক্সারসাইজ বুকও পাওয়া গেছে এবং তাতে দুইটা চিঠি পাওয়া গেছে, যে চিঠিগুলিতে নিরঞ্জন দেববর্মাকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি এবং তাতে বলা আছে এই উদয় শংকর দেববর্মার জন্য কোন চিন্তা না করার জন্য, কেননা উনি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে আসবেন এবং উনি কৈলাশহরের বিধায়ক বৈদ্যনাথ মজুমদার এবং কমলপুরের বিধায়ক বিমল সিনহার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই ধরনের একটা চিঠির কথা আমি এই সভায় উল্লেখ করেছিলাম অনেক দিন আগে এবং এইটা পাওয়া গেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কি যে, যখন নাকি এই সরকারটা দেউলিয়া হয়ে গেছে, যখন মানুষকে কোন রকমেই কোন সাহায্য করতে পারে না, অনাহার মৃত্যু শুরু হয়ে গেছে তখন মুখ্যমন্ত্রী নিজে তার নিজের যে ক্ষমতা তাকে ব্যবহার করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে দিয়ে এই সমস্ত ষড়যন্ত্র তৈরী করছেন এবং এই চিঠি পত্রগুলি তৈরী করে, নাটক

তৈরী করে, সাবেওারের নাটক তৈরী করে, বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত তৈরী করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন এ, টি, টি, এফ,-এর নাম করে, এইটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, উনি যেটা বলেছেন এইটা সত্য নয়, অচিরেই উনাদের আরো কিছু বের হবে এবং এগুলি বের করে জনস্বার্থে আরও অনেক কিছু বলা যাবে না। কারণ এ, টি, টি, এফ, আমি বলেছি উনারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে টি, ইউ, জে, এস-কে খতম করা। এই এ, টি, টি, এফ, যারা করছেন তারা কি করছেন, তারা প্রত্যেকটা বাড়ীতে গিয়ে ধমক দিচ্ছে, বলছে তোমরা কেন টি, ইউ, জে, এসকে এ, ডি, সি, তে ভোট দিয়েছ, তার মজা দেখাচ্ছি এবং তাদের আক্রমণ আরও তীব্র হয়েছে এবং এইটা টি, ইউ, জে, এসকে ধ্বংস করার জন্য সি, পি, এম,-এর প্রত্যক্ষ মদতেই এইটা সৃষ্টি হয়েছে এবং এইটা প্রকাশিত হয়ে গেছে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন যে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র নিতে হবে। এ কথার মধ্য দিয়েই এইটা প্রকাশিত হয়ে গেছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার এইটা আরো প্রকাশিত হয়ে গেছে যে, বিরোধী দলনেতা যেটা বলছেন যে, তারা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে নেবেন এইটা আজকে পাবলিশড হয়ে গেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তথ্য আছে কি না-যে, গত আশ্বিন মাসে কমলপুরে সদয় মোহন ত্রিপুরার বাড়ীতে এ, টি, টি, এফ,—এর সেক্রেটারী রবীন্দ্র রিয়াং এর বাড়ীতে একটি গোপন মিটিং হয়। সেই মিটিং-এ সি, পি, এম এর নেলী গাঁওসভার প্রাক্তন প্রধান দ্বিজেন্দ্র দেববর্মা, সম্পরাই দেববর্মা, এবং কাটালুৎমার প্রাক্তন প্রধান কুসুম দেববর্মা সহ স, পি, এম-এর ছয় সাত জন সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। এবং সেই মিটিং-এ খোয়াই অঞ্চলে, সিমনা অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় খুন এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে এই এ টি, টি, এফ,-এর সঙ্গে সি, পি, এম, নেতাদের যোগাযোগ রয়েছে। এমনকি এই সভায় আমি বলেছিলাম যে, পার্থ ত্রিপুরা—উনি সি, পি, এম,-এর প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন—তার সঙ্গে, এই এ, টি, টি, এফ,-এর যোগাযোগ রয়েছে। তাছাড়া আরো যে সমস্ত জায়গায় — ছামনুতে যেখানে এই ধরনের কার্য্যকলাপ চলছে — সব জায়গায়ই সি, পি, এম, নেতাদের যোগাযোগ রয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না—এই এ, টি, টি, এফ,-এরা যারা সারেণ্ডার করেছে তারা সকলেই টি, ইউ, জে, এস, এর লোক ?

এবং এইটাও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই এ, টি, টি, এফ,-এর যারা সারেণ্ডার করেছে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় কি ?

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটাও জানাবেন কি না যে, এই কমলপুর, ছামনু, গণ্ডাছড়া, অমরপুরে এবং সাব্রুমের একটা অংশে ইতিমধ্যে তিনি (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী) একটা ট্রাইবেলদের নামের তালিকা তৈরী করেছেন—এই বিধানসভার সেসনের পরে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং গণমুক্তি পরিষদের নেতা এবং কর্মীদের নামে একটা অভিযান চালাবেন। এবং তারই প্রস্তুতি হিসাবে ইতিমধ্যেই আটটি থানা আসাম রাইফেলস্-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবং যে সমস্ত ট্রাইবেলদের নামের তালিকা তৈরী করে একটা গভীর ষড়যন্ত্র তৈরী করেছেন—যেহেতু উপজাতি অঞ্চলে আজকে দুর্ভিক্ষ-খাদ্যাভাব এবং অনাহার চলছে। সেই উপজাতিদের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ সংঘটিত করার জন্য এবং বর্তমানে স্যার, চেষ্টা করা হচ্ছে উপজাতিদের বিরুদ্ধে উপজাতিদের লাগানো যায় কি না। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সায় দিয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। আজকে সেইজন্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই উপজাতিদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ সংগঠিত করার জন্য রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাহায্যে এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের সাহায্যে এই গভীর ষড়যন্ত্র তৈরী করেছেন। আমাদের কাছে তার ব্লু প্রিন্ট আছে স্যার—আপনি চাইলে তা দিতে পারি-এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সভায় উনি ষড়যন্ত্র করেছেন তা আমি বলেছি—কোথায় কি ষড়যন্ত্র করেছেন খুনের ষড়যন্ত্র করেছেন তার তথ্য আমি দিয়েছি। প্রত্যেককে কি করেছেন সমস্ত তথ্য আমি দিয়েছি। এবং এইটা আমি আবার বলতে চাই যে, যারা এই এ, টি, টি, এফ, সৃষ্টি করেছেন এবং উপজাতিদের প্রাণ নষ্ট করার জন্য, উপজাতিদের ধ্বংস করার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করছেন তাদের কড়া হাতেই মোকাবিলা করা হবে এবং সেই ব্যবস্থাই সরকার নেবেন।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-১৮৩।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৮৩।

প্রশ্ন

১। চলতি অর্থ বছরে (১৯৯০ ইং এর ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) রাজ্যে মোট কতজন খুন হয়েছে,

২। এরমধ্যে রাজনৈতিক খুন কত ?

৩। সবগুলি খুনের ক্ষেত্রে আসামী গ্রেপ্তার হয়েছেকি ?

উত্তর

১। মোট ১৪৪ জন।

২। ২৬ টি।

৩। মোট ২০৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিছু ঘটনায় ১৩৫ জন আসামী অজ্ঞাতনামা থাকায় এবং পলাতক বিধায় এখনো গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এড মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১৭।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এড মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ২১৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে প্রত্যেকটি থানায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ না থাকার ফলে থানাগুলির পক্ষে অনেক সময় পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে অসুবিধা হচ্ছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে তার কারণ কি,

৩। ইহাও কি সত্য যে প্রত্যেকটি থানায় গাড়ী না থাকার ফলে থানাগুলিতে কাজ করতে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে,

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে সমস্যাগুলি সুরাহা করার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে, সব থানায় পর্য্যাপ্ত পুলিশ নেই। ইহাতে কিছুটা অসুবিধা হলেও পুলিশ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যাচ্ছে।

২। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে ৩০ কোম্পানী কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী ছিল। কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ২০ কোম্পানী সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। বর্তমানে রাজ্যে কেবলমাত্র ১০ কোম্পানী কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী আছে যাহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কাজেই কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ

বাহিনীর অপ্রতুলতার জন্য অনেক সময় থানাগুলিতে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে অসুবিধা হচ্ছে ।

৩। ইহা সত্য নহে। প্রত্যেকটি থানাতে অন্ততঃ ১টি করে একটি করে গাড়ী দেয়া হয়েছে ।

৪। থানাসমূহে শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ১৫ কোম্পানী কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে । তাহা ছাড়া রাজ্য সরকার ও টি. এস. আর-এর দ্বিতীয় বাহিনী যত সম্ভব তাড়াতাড়ি গঠন করে থানা সমূহের শক্তি পুনর্বিন্যাস করার বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছেন ।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, রাজ্যে বর্তমানে মাত্র ১০ কোম্পানী কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বাহিনী আছে। তিনি বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও বাহিনী চাওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই যে, কবে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? কারণ, বিরোধীদের উস্কানীতে এ. টি. টি. এফ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রত্যেকটি থানাতে পুলিশের অপ্রতুলতার জন্য সেই সমস্ত মদতদাতা ও চক্রান্তকারীদের ঠিকভাবে ধরা যাচ্ছে না। তাছাড়া যে সমস্ত থানাতে গাড়ী আছে, তার অনেকগুলিই আবার নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। গাড়ী ভাড়া নিতে পারছেন না। আগে সেগুলি করতেন ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ। এখন ডি. জি-র পারমিশন ছাড়া এটা হয় না। ফলে থানাগুলিতে গাড়ী ও পুলিশের অপ্রতুলতার জন্য থানাগুলি ঠিকভাবে কাজ করতে পারছেনা। এ ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি সিদ্ধান্ত নেবেন জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বাহিনী সম্পর্কে আমরা লিখেছি, আলোচনা করেছি যে, আরো পনের কোম্পানি সি. আর. পি. এফ. দেওয়ার জন্য। নিশ্চয়ই আমাদের সেটা উপলব্ধি করতে হবে। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে কম্যুন্যাল হাঙ্গামা রয়েছে। তাছাড়া কাশ্মীর, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, আসাম সেখানেও উগ্রপন্থী দমনের প্রশ্ন রয়েছে। এই সমস্ত কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা থাকলেও ত্রিপুরার জন্য বাহিনী দিতে এখন সক্ষম হচ্ছেন না। এই অসুবিধার কথা প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে যেটা এই রাজ্যের বিশেষ করে এ. টি. টি. এফ.-কে দমন করার জন্য মোকাবিলা করার জন্য বলা হয়েছে। আসাম রাইফেলের যে সমস্ত কোম্পানি এখানে আছে তাদের ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। ফর এ স্পেসিফিক পারপাস্। দুই নাম্বার হচ্ছে গাড়ীর অসুবিধা। কিছু কিছু জায়গা আছে বিশেষ করে ছামনুতে যখন এ. টি. টি. এফ এর গোলমাল হয়েছে। তখন এখান থেকে আমরা গাড়ী পাঠিয়েছি।

এডিশন্যাল গাড়ী দিয়েছি। তাছাড়া কাঞ্চনপুরে দিয়েছি, এবং মাননীয় সদস্য যেসমস্ত অসুবিধার কথা বললেন, আমি তদন্ত করে দেখবো এবং গাড়ীর অসুবিধা দূর করার জন্য আমি চেষ্টা করব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দেখা যায় বা সময়ে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে সারা ত্রিপুরায় আইন শৃংখলা ঘটনা, এবং বিভিন্ন ঘটনার মোকাবেলা করার সঠিক সময়ে বাহিনী প্রেরণ করা যায় না। এই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে নিজস্ব যে ফাস্ট ব্যাটালিয়ান, সেকেণ্ড ব্যাটালিয়ান আছে। এই ধাচে তৃতীয় কোন পুলিশ ব্যাটালিয়ান খোলার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপাততঃ তৃতীয় ব্যাটালিয়ান খোলার কোন পরিকল্পনা নেই। তবে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ান গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা, এই জোট সরকার গত তিন বছরে উপজাতি বিরোধী কার্য্যকলাপের জন্য গোটা ট্রাইবেল অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, টি, এস, এফ এর সম্মেলন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। টি, এস, এফ সম্মেলনে এই হাউসের মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মাও বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতা করে বলেছেন যে, এই সরকার উপজাতি বিরোধী কাযকলাপের জন্য একদিনও তার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। স্যার, এইসব বক্তৃতা দিচ্ছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ধরণের বক্তব্য আমি কোনদিন রাখিনি।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, টি, এস, এফও এই সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেছে। আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। অন্যান্য উপজাতি সংগঠনগুলিও এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সাবিকভাবে যখন এই সরকার বুঝতে পেরেছে যে উপজাতিরা এইসব দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপজাতি ঐক্য গড়ে উঠছে। তখন সেই ঐক্যকে ভাঙ্গার জন্য সুনির্দিষ্ট চক্রান্ত করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাহিনী এই উপজাতি অঞ্চলগুলির মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে লাগাবার জন্য ব্যাপকভাবে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এটা উপজাতিদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষনার সামিল। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন যে দেখলাম আসল বিষয়টা বেরিয়ে পরেছে। মাননীয় সদস্য আমারই বিয়াই। নিজের আসল ব্যাপারটা আর চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি তাই বের করে দিয়েছে। স্যার এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে -এ, টি, টি, এফ, যারা ট্রাইবেলদের নিধন করছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উনি

বলছেন,—না ওটা ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে। ট্রাইবেলদের রক্ষা করার জন্য এ, টি, টি, এফ, এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। স্যার, তাহলে আজকে স্বীকার করে নিলেন যে এ, টি, টি, এফ, উনাদেরই সৃষ্টি। এবং ট্রাইবেলদের ধ্বংস করার জন্য তারা এটা সৃষ্টি করেছেন। স্যার, একটি কথা আমি বলব যে, কিছু কিছু বিড়াল আছে যে কখন শিকেটা ছিড়ে পড়বে। স্যার, কিন্তু শিকে ছিড়ে পড়ে না। আর বিড়ালটারও ভাগ্যে জুটেনা।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩১৮।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩১৮।

প্রশ্ন—১নং

১। সরকার অবগত আছেন কি সম্প্রতি দমকল অধিকর্তা এক নির্দেশে বলেছেন যে, নতুন পোষাক দেওয়ার নির্দ্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেও পুরানো পোষাক নিয়েই দমকল কর্মীদের ডিউটিতে আসতে হবে ?

২। সত্য হলে নির্দেশটি প্রকৃতপক্ষে কি এবং কেন এরূপ নির্দেশ দেওয়া হল ?

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর

এমন কোন সুনির্দিষ্ট আদেশ দেওয়া হয়নি। তবে দমকল অধিকর্তা কিট্ ইনস্পেক্‌শান সম্পর্কে তাহার একটি আদেশে মন্তব্য করেন যে, কোন দমকল কর্মী নতুন পোষাক পাওয়া যায় নাই এই অজুহাতে পোষাক ছাড়া ডিউটিতে আসতে পারবেনা।

পোষাক ছাড়া ডিউটিতে আসা নিয়মানুবর্ত্তিতার পরিপন্থী।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কি যে, কোন একটা পোষাকে সময় সীমা থাকে, এর পরে সেটা ছিড়ে যায় বা পরার মত অবস্থায় থাকেনা। কাজেই, এই অবস্থায় নতুন পোষাক না দিলেও পোষাক পরে আসতে হবে, এই ধরনের তুঘলকী নির্দ্দেশ যাতে না থাকে, তার ব্যবস্থা করবেন কিনা ? তাছাড়া, ধোলাই ভাতা আগে দেওয়া হত ৩৫ টাকা করে, এখন সেটাকে কমিয়ে আনা হয়েছে ১৫ টাকায়। বর্তমানে এই ১৫ টাকা যুক্তিসঙ্গত কিনা, এটা বিবেচনা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি এবং সাধারণ একটা পোষাক নিয়ে যে একটা অবিচার চলছে, সেটা অবিলম্বে বন্ধ করা হবে কিনা, আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার আমি বলেছি যে, দমকল বাহিনীতে যারা কাজ করে, তাদের পোষাক পরে আসতে হবে। কারণ, এটা একটা ডিসিপ্লিন কোর্স হবে। কিন্তু যারা নতুন পোষাকের অজুহাত দেখিয়ে, অন্য পোষাক পরে আসবে, এটা হতে দেওয়া যায় না। তবে পোষাক দিতে অনেক সময়ে কিছুটা সময় লাগে। তাহলে তাদের পোষাক পরে আসাটা বাধ্যতামূলক। তারপর, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে ৩৫ টাকা থেকে ১৫ টাকা ধোলাই ভাতা করা হয়েছে, এটা ঠিক নয়। কারণ, দমকলে যারা ৩য় শ্রেণীর তাদের ৩৫ টাকা করে ধোলাই ভাতা দেওয়া হচ্ছে এবং যারা ৪র্থ শ্রেণীর তাদের ১৫ টাকা দেওয়া হচ্ছে, এই ৪র্থ শ্রেণীর যারা পোষাক পরে আসবে, তারাই ১৫ টাকা করে পাবে। আর যারা পোষাক পরে আসবে না তাদের টাকা দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি। ANNEXURES 'A' & 'B'.

REFERENCE PERIOD

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই রেফারেন্স এবং কলিং এটেন্‌শান নোটিশ ইত্যাদি সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের সংগে আমার এবং ট্রেজারী বেঞ্চের চীফ হুইপের আলোচনা হয়েছে। কারণ এই বিষয়ে তিনি আমাদের মতামত চেয়েছিলেন। আমরা দুই জনই মতামত দিয়েছি যে প্রত্যেকটি রেফারেন্স বা কলিং এটেনশান নোটিশের জন্য যিনি নোটিশ দিয়েছেন, তাঁকেই একটি করে পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান চাইতে দেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— স্যার, এই ব্যাপারে আমার মতামত হল রুলিং পার্টির থেকে একজন এবং অপোজিশান পার্টি থেকে একজনকে পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান চাওয়ার সুযোগ দেওয়া হউক।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি মনে করি এই দুটোর জন্য যে এক ঘন্টা সময় দেওয়া আছে, তার মধ্যে যতগুলি সম্ভব হয় হবে, বাকীগুলি হাউসের টেবিলে লে করে নেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রেফারেন্স এবং কলিং অ্যাটেনশন যেগুলি অ্যাডমিটেড এবং বিজনেসে এসেছে সেগুলির উপর ক্লেরিফিকেশন চাওয়া আমাদের অপজিশন দলের অধিকার। সেটাকে কার্টেইল করা যাবে না।

মিঃ স্পীকার :— রেফারেন্স এবং কলিং অ্যাটেনশন মিলিয়ে ১৪ টা। এগুলি শেষ করে ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হবে। আবার ডিমাণ্ডের উপর অনেকগুলি কাট মোশন এসেছে। এগুলির উপরও ডিসকাশনের সুযোগ দিতে হবে। কাজেই আমাদের হাতে যে সময় আছে তার দ্বারা সম্ভব হবে না। কাজেই আমি এক ঘন্টার বেশী সময় এই কলিং অ্যাটেনশন এবং রেফারেন্সের জন্য দিতে পারব না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি মনে করি প্রত্যেকটা রেফারেন্সে এবং কলিং অ্যাটেনশনেরই গুরুত্ব আছে। কিন্তু সময় কম। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এক ঘন্টা এগুলি চলবে এবং তারপর যেগুলি বাকী থাকবে সেগুলি লে করা হবে। এটাই ঠিক।

মিঃ স্পীকার :— আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি বিচার বিবেচনা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনার বিষয়টি উত্থাপনের জন্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো "গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা দর্পন পত্রিকায় প্রকাশিত, 'পুড়ে যাওয়া ছাউনিগুলি মেরামত হয় নি, খোলা আকাশতলে করবুক শরণার্থীরা শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুণি প্রস্তুত না থাকেন, তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তিনি বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত রেফারেন্সের উপর আগামী ১৫-২-৯১ ইং এই হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আগামী ১৫-২-৯১ ইং এই হাউসে বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিকের নিকট হতে একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে তার নোটিশটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— "বিলোনীয়া মহকুমার মির্জাপুর লাউগাং রাস্তায় লাউগাং নদীর উপর জনস্বার্থে কাঠের সেতু তৈয়ারী করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুণি প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তিনি বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ১৫-২-৯১ ইং এই সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৫-২-৯১ ইং এই হাউসে বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের নিকট হতে একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে তার নোটিশটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হল :— গত ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং খোয়াই থানাধীন পশ্চিম বারবিল গ্রামের ভূষণ দেবের পুত্র শ্রীঅনাথ দেব বাড়ী হইতে মোহরছড়া বাজারে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুণি প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তিনি বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৫-২-৯১ ইং এই ব্যাপারে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৫-২-৯১ ইং এই সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্য সূচীতে ৭টি (সাতটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি দেওয়ার কথা অন্তর্ভুক্ত আছে।

উল্লেখ্য বিষয়গুলোর প্রথমটি গত ৫-২-৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়টি হলো ?

"গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং 'স্যন্দন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফের অফিসে ঢুকে হামলা। শাসকদলীয় দুষ্কৃতিদের হাতে লাঞ্ছিত বিলোনীয়ার কৃষি সুপার'। এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, 'গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ইং "স্যন্দন" পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফের অফিসে ঢুকে হামলা, শাসক দলীয় দুষ্কৃতিদের হাতে লাঞ্ছিত বিলোনীয়ার কৃষি সুপার' 'এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মাননীয় বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাওয়ার পর উপরোক্ত বিষয়ের তদন্তের জন্য বিলোনীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে নির্দেশ দিলে জানা যায় যে, দুষ্কৃতিদের হাতে বিলোনীয়ার সুপার লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে ৪-২-৯১ ইং স্যন্দন পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার কোন সংবাদ কেহ থানায় জানায় নাই। তবে স্থানীয় তদন্তেও ঐ অফিসের উক্ত সংবাদ সম্পর্কে কেহ কোন তথ্য দিতে পারে নাই। তদন্তকালে জানা যায় যে, বিগত ৩০-১-৯১ইং আনুমানিক ১১টার সময় কৃষি সুপারের সঙ্গে শ্রীসুজিত দত্ত, ভাইস চেয়ারম্যান, বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া, উনার সঙ্গে আরো ৪/৫ জন কিছু কাজের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। উহাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, এই ঘটনা ঘটেছিল। বাঁশ খেদোয়ায় একটি নারিকেল বাগানের সীমানায়। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর, এখানে ৬৫ জন শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছিল। ৩০ তারিখ, মুঙ্গ দত্ত, ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতির নেতৃত্বে আরো কিছু লোক একটি লিষ্ট—২৭ জন নামের লিষ্ট নিয়ে কৃষি সুপারের অফিসে যায়। মাননীয় বিধায়ক অমল মল্লিক তাকে জানবেন। খুব কাছের লোক। তারা গিয়ে সুপারকে বলে ঐ ২৭ জন শ্রমিককে এক্ষুণি ছাটাই করতে হবে। উনি বলেন, ওনারা পুরানো লোক, ওদের ছাড়া চলতে পারে না। তাছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ যে, আমি তাদের ছাটাই করব ? এই ঘটনার জন্য অফিসের মধ্যে তাকে নিগৃহীত করা হয়। এই ঘটনা নিয়ে শাসিয়ে এসেছে, থানায় গেলে জীবন শেষ করে দেবে, পরিবার শুদ্ধ শেষ করে দেবে। তার ফলে হয়ত উনি থানায় জানাতে পারেন নি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি স্নাতকরা মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। এটা কৃষি মন্ত্রীও জানেন। আমি জানতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এ ব্যাপারে হাউসে কোন তথ্য দেবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে, উনি পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ করেন নি। না করলেও সেখানে তদন্ত করা হয়েছে এবং তদন্তে প্রকাশ যে, সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ৫-২-৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক নিম্নে উত্থাপিত উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো "গত ১৪-১০-৯০ ইং দুপুর ৩টা, সাড়ে তিনটার সময় পি. আর বাড়ি থানাধীন সিদ্দিনগর গ্রামের বাসিন্দা গোপাল দেবনাথ খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনিত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ১৪-১০ ৯১ ইং পি. আর বাড়ী থানাধীন সিদ্দিনগর গ্রামের বাসিন্দা গোপাল দেবনাথ ধানী জমি হতে ঘাস তুলিবার জন্য ভারতবাংলাদেশ সীমান্তের নিকট ভারতীয় ভূমিতে যান। আনুমানিক দুপুর ৩-১৫ মিনিটের সময় কতিপয় অজ্ঞাত বাংলাদেশী দুষ্কৃতকারী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গোপাল দেবনাথকে আক্রমণ করে নিহত করে এবং দুষ্কৃতকারীরা বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। উপরোক্ত ঘটনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ১(১০) ৯০ ইং মামলা পি, আর বাড়ী থানায় নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে। সীমান্তের বি. এস এফ. বি. ও. পি-র সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া অপর পাড়ের বি ডি আর বি. ও পির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই বর্ডার অঞ্চলগুলিতে প্রায় সময়ে বিভিন্ন কারণে দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। যে জায়গাতে গোপাল দেবনাথকে খুন করা হয়েছে। সেখানে ঐ গ্রামের ২০০-৩০০ একর জমি আছে। এবং সেখানেই ঐ গ্রামের সমস্ত উৎপাদনমূলক জায়গা। গ্রামের বাসিন্দারা এই জমিগুলি থেকে ফসল আনতে গেলেই ঐ অঞ্চলে উত্তেজনা দেখা দেয়। সুতরাং সেখানে বি, এস, এফ এর টহল বাড়িয়ে ঐ অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বর্ডার অঞ্চলের এই সমস্ত ঘটনার বিষয় নিয়ে আমি অনেক সময় বি এস. এফ কর্তৃপক্ষের সাথেও আলোচনা করেছি এবং এগুলি বন্ধ করার জন্য বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আমাদের বর্ডার অঞ্চল এত বিস্তৃত যে, যে পরিমাণ বি. এস. এফ আছে, সবটা জায়গা কভার করে না। তবুও মাননীয় সদস্য যখন বলছেন তখন বি. এস. এফ. কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেবার জন্য বলব।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ৮-২-৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় মুদ্রণ দপ্তরের মন্ত্রী

মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুদ্রণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো "গত ৩রা জানুয়ারী স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত" সরকারী ছাপাখানা কর্মীদের আর্জি উপেক্ষা করে এবারো বেসরকারী প্রেসে পাঠ্য পুস্তক দেবার চক্রান্ত "এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৮-২-৯১ ইং সনে বিধায়ক শ্রীবাদল চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক আনিত রেফারেন্স পিরিয়ড-এ গত ৩রা জানুয়ারী "স্যন্দন" পত্রিকায় প্রকাশিত সরকারী ছাপাখানা কর্মীদের আর্জি উপেক্ষা করে এবারও বেসরকারী প্রেসে পাঠ্য পুস্তক দেবার চক্রান্ত" এই শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কের জবাবে বলিতেছি যে, পাঠ্য পুস্তক ছাপানোর দায়িত্ব শিক্ষা দপ্তরের তাই সরকারী ছাপাখানার কর্মীদের আর্জি উপেক্ষা করে এবারও বেসরকারী প্রেসে পুস্তক দেবার চক্রান্ত সম্পর্কে সরকারী ছাপাখানা অবহিত নয়।

পাঠ্য পুস্তক ছাপানোর ব্যাপারে গত ২৯-১০-৯০ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সরকারী ছাপাখানায় ৫ (পাঁচ) টি বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু শিক্ষা দপ্তর এ পর্য্যন্ত ৩ (তিন) টি বই ছাপানোর দায়িত্ব সরকারী ছাপাখানায় দিয়েছে ও যথারীতি ছাপানোর কাজ চলিতেছে।

বাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কিনা যে, উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় এই সরকারী প্রেস। ৩৭৫ জন শ্রমিক কর্মচারী এখানে কাজ করেন। তারা সম্মিলিতভাবে মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত স্মারক পত্র দিয়েছেন যে, তারা এখানে ঠিক মত কাজ পান না। স্যার, এই বিধানসভার মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীও এটা স্বীকার করেছেন যে, ১৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার ছাপার কাজ রাজ্যের বাইরের প্রেসগুলিতে করা হয়েছে। এই টাকা রাজ্যের হাতে থাকছে না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষা বিভাগ হতে পাঠ্য বই এই প্রেসে ছাপানো হতো। এই কর্মচারীরা তারা অভার টাইম খেটে পার্ট টু বই ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং সময়ে ছাত্রদের হাতে বই পৌঁছে যেত। ৬/৭ মাস পরেও এখনও অনেক জায়গায় বই পাওয়া যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, এখানকার শ্রমিকদের বেকার রেখে অর্থাৎ কাজ না পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমার দ্বিতীয় পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান হচ্ছে যে, একটা অব্‌স্যাট মেশিন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বসানো হয়েছে। সাত জন কর্মচারী তারা সেখানে কর্মরত

ছিলেন। কিন্তু তারা এখন কোন কাজ পাচ্ছেন না কারণ, সেই মেশিন সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে। স্যার, এখন ব্লক তৈরী করা হয় "স্যন্দন" পত্রিকার অফিস থেকে এবং প্রেসের যিনি অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট বিজন রায় উনার বাড়ীতে একটা ব্লক মেশিন কিনেছেন। সেখান থেকে ব্লক করা হয় কিন্তু শ্রমিকদের সেখানে বসিয়ে রেখেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি তো পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান করছেন না। এটা ডিসক্যাশন হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গড়ে এখানে ৩৭৫ জন কর্মচারী কাজ করতেন যাদের এখন কোন কাজ নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২ লক্ষ, ২০ হাজার ইমপ্রেশ্যান হতো দৈনিক গড়ে কিন্তু এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯০ হাজার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি সংক্ষেপ করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এখন এন, এস, ইউ, আই এবং কংগ্রেস (আই)-এর সমস্ত কাগজপত্র এই প্রেসে ছাপানো হয়। এমনিতে অর্ডার পাওয়া যায় না কিন্তু রেজিষ্টার খুললে পরে সেখানে পাওয়া যায়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই প্রেসে কোন গ্রিটিংস কার্ড ছাপানো হতো না কিন্তু জোট সরকারের আমলে মন্ত্রী এবং বিধায়কদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই প্রেসে গ্রিটিংস্ কার্ড ছাপানো হচ্ছে। এখানে এই শ্রমিক কর্মচারীদের কাজ না দিয়ে অচল করে এই দেশটাকে ধ্বংস করছেন এবং দেশটা ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এত বড় প্রেস উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় প্রেস। এই সম্পর্কে মাননীয় মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি প্রশ্ন করতে গিয়ে ধান ভাঙতে শিবের গীত গাইছেন। ব্যাপার হয়েছে উনার প্রথম প্রশ্নটা হল সরকারী ছাপাখানার কর্মীদের কাজ না দিয়ে বাইরে বই ছাপানো হয়। স্যার, সরকারী ছাপাখানার দায়িত্ব হল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের কাছে রিকুইজিশান আসে সেটার কাজ আমরা করি। এখন কোন্ ডিপার্টমেন্টে কোথায় কি কাজ করানো সেটার জবাবদিহি দায়িত্ব নিশ্চয়ই সরকারী ছাপাখানার নয়। যেমন রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টে ছাপাখানা আছে, জেল ডিপার্টমেন্টে ছাপাখানা আছে, অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে ছাপাখানা আছে। কাজেই এগুলিও সরকারী। আমাদের ডিপার্ট-মেন্টে যেগুলি দেওয়া হচ্ছে সেগুলির জবাব আমি দিচ্ছি, আমরা সেগুলি যথাসময়ে দিচ্ছি, আমাদের কর্মীরাও বেকার বসে থাকছে না। কর্মীদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না, তা না। আমাদের হাতে বর্তমানে যা আমরা সেটাই দায়িত্ব নিতে পারি, অতিরিক্ত কাজ যদি আমাদের চাপিয়ে

দেওয়া হয় সেই কাজটা করার মত এবিলিটি আমাদের আছে কিনা সেটাও আমাদের দেখতে হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, অফসেট মেশিনটা অকেজো হয়ে আছে। এইটা সত্যি কথা এই মেশিন সারাই করার মত লোক ত্রিপুরাতে নেই। যে কোম্পানী এই মেশিনটা সরবরাহ করেছিল সেই কোম্পানীকে বার বার লিখেছি। কিছুদিন আগে পাসেজ কনফারেন্স হয়েছিল কলকাতায়, সেখানেও কোম্পানীর সাথে কথা বলেছি তারা ইঞ্জিনীয়ার পাঠাবেন, সেই অনুসারে খুব তাড়াতাড়ি সারাবার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি। আর "স্যন্দন" পত্রিকা এবং তার একজন কর্মচারী বিজন রায় উনার ঐখানে এগুলি করা হচ্ছে, এই ধরনের তথ্য আমার জানা নেই। তবু আপনাদের অবগতির জন্য বলছি বামফ্রন্টের আমলে সরকারী ছাপাখানা একটা দলীয় আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল। এখন ওর বিরোধীতা যারা করছে আজকে আক্রমণের কেন্দ্রস্থল তারাই হচ্ছে। সুতরাং মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা সম্পুর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এবং অসত্য তথ্য। আমরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি সরকারী ছাপাখানাকে একেবারে নিষ্ক্রিয় রেখে কোন কিছু বাইরে ছাপানো হয় না। সরকারী ছাপাখানার যতটুকু কাজ করার ক্ষমতা আছে, সরকারী সমস্ত কিছু ছাপানো হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের ৪টি গত ৮-২-৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি স্বীকৃতি হয়েছিলেন। বিষয়বস্তুটি হল, "গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অরুণ কর মহাশয়ের বাসভবনের সামনে বেকার যুবকদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জের ঘটনা সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি উক্ত বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅরুণ কর মহাশয়ের সরকারী বাসভবনের সামনে বেকার যুবকদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জের ঘটনা সম্পর্কে।'

বিগত ৭-২-৯১ ইং বেলা ১০ ঘটিকার সময় পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ খবর পান যে, ৪০/৫০ জন বেকার যুবকযুবতী চাকুরীর দাবীতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅরুণ কর মহাশয়ের অফিসার কোয়ার্টার লেনস্থিত বাসভবনের সামনে রাস্তার উপর জড়ো হইয়া বিভিন্ন প্রকার শ্লোগান দিতেছে। উক্ত খবর ৭-২-৯১ ইং তারিখ পশ্চিম আগরতলা থানায় ২১০ নং ডাইরীভুক্ত করিয়া পুলিশকে আইনশৃংখলা রক্ষার জন্য তথায় পাঠানো হয়। পরে বেলা আনুমানিক ১১ ঘটিকার সময় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবন থেকে বিধানসভায় চলিয়া গেলে বিক্ষোভকারীরা স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠি চার্জ বা বল প্রয়োগের কোন ঘটনা ঘটে নাই।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি গত ১১-২-৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয়া সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়া একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়াকে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ১০ই ফেব্রুয়ারী "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থে বেকারদেরকে বঞ্চিত করে বাঁকা পথে পূর্ত্ত এবং পঞ্চায়েতের অবৈধ নিয়োগকে অবৈধ পথে প্রলেপ" এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীমতী বিভারানী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সটি হলো— "গত ১০ই ফেব্রুয়ারী "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থে বেকারদেরকে বঞ্চিত করে বাঁকা পথে পূর্ত্ত এবং পঞ্চায়েতের অবৈধ নিয়োগকে অবৈধ পথে প্রলেপ এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।" আমার বক্তব্য হলো আই, সি, ডি. এস, প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের দ্বারা আই, সি, ডি, এস, প্রকল্প ১৯৭৫ ইং সাল হইতে অদ্যাবধি ব্লকে রূপায়িত হচ্ছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগবিধি সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকার আই, সি, ডি, এস এর বিভিন্ন পদ পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

রাজ্য অর্থ দপ্তর নিয়োগ সম্পর্কে কিছুটা পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী এইটা জানাবেন কিনা যে, ২রা জানুয়ারী, ১৯৯১ অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব সেখানে নির্দেশ দিয়েছেন সোস্যাল ওয়ার্কার ডাইরেকটারকে এই যে ৬টা আই সি ডি এস প্রকল্প রূপায়িত হবে তা হল জিরানীয়া বগাফা, মেলাঘর, বিশালগড অমরপুর ব্লক এবং আগরতলা শহর এই ৬টি প্রকল্প, আই, সি, এস, বর্তমান আর্থিক বছরে চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিয়েছেন। এরজন্য ৬টি প্রকল্পে ১৫২৮টি শূন্যপদের অনুমোদন ও কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন।

অর্থ দপ্তরের যুগ্মসচিব আর কে মজুমদার ২রা জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং সমাজ শিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন — In so for LDC/peon, attempt should be madeto accomandate some of the recruit adhoc appointment in other Departments like PWD and panchyat.

As regards filling-up the posts of Anganwadi workers/Helpers it has decided that against their posts of surplus employees of Agartala Miniciplity may be considered for adjustment in Agartala project, for other project those

persons who have been given offer of appointment without obtaining of the competent authority, could be considered for absorption, it otherwise fulfill the requirement. This would be in respect of the offer given by P. W. Department/Panchayet.

নোটিশ নাম্বার হচ্ছে ২৩ এবং ২৪, পৃষ্ঠা হচ্ছে ২৫, এখানে সি ডি পি ও স্টেটিসটিক্যাল এসিস্টেন্ট এবং সুপার ভাইজারের যে পোষ্টগুলি আছে সেগুলি যাতে শিক্ষা দপ্তর থেকে বিক্রয় করা হয় এবং সেখানে আমি এইটা বলতে পারি স্যার, ইতিমধ্যেই সেখানে সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার ডাইরেকটরীয়েট থেকে সেখানে মোভও করেছে, ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের নির্দেশের ভিত্তিতে যারা এল ডি সি বেআইনীভাবে ও অবৈধভাবে যারা নিয়োগ হয়েছিল এই সমস্ত দপ্তরে, মাননীয় মন্ত্রী ইচ্ছা করলেই ঢুকে নিতে পারেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— ফাইল নং এক ৩(১৬) ডি, এস, ডবলিউ, ই.। ই, এস, টি, টি,। ৮৫ এইখানে সুপারভাইজার এর পদ সহ সমস্ত পোষ্টগুলিতে এ্যাপয়েন্ট করার জন্য ফাইল মুভ করেছেন যেটা এপ্রোভ্‌ড হয়ে গেছে—আমি যতদূর জানি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না এই যে, কেন্দ্রিয় সরকারের প্রকল্পগুলি যেগুলির জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের একটা গাইড লাইন আছে তারমধ্যে অধিকাংশ হচ্ছেন মহিলা ওয়ার্কার্স্ বা হেলপার সেখানে মহিলারা সুযোগ পাবেন। সেই জায়গার মধ্যে পূর্ত্ত ও পঞ্চায়েত দপ্তরের এই যে, অবৈধ নিয়োগ হয়েছে সেগুলি বৈধ করার জন্য ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট যে নির্দেশ দিয়েছেন এইটা ঠিক কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে, নোটটা এখানে মাননীয় সদস্য দেখিয়েছেন সেটা নির্দেশ নয় সেটা একটা এড্‌ভাইস। কারণ যে সমস্ত পোষ্টগুলি যেমন সি, ডি, পি ও পোষ্ট সেগুলি দপ্তর থেকে নিউ না নিয়ে অন্য দপ্তর থেকে নেওয়া যায় কিনা সেটারই একটা সাজেস্‌সান—কাজেই ইট ইজ নট এ্যান অর্ডার, অর ডাইরেকটিভ ইট ইজ এ সাজেসান্। এই অঙ্গনওয়াদি ওয়ার্কার্স—ইট ইজ্ এ ভলান্টারী সার্ভিস্ উ্যিথ্ মিনিমাম রেমিউনারেশন সেগুলি নেওয়া হবে তাদের যে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্ট মেণ্ট সেই সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে নেওয়া হবে। কাজেই এইরূপ কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই যে, এই রকম এইটা মানতে হবে এই ধরনের কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আদার পোষ্টগুলি যেমন সি. ডি. পি, ও, এবং এল, ডি সি, সেগুলি ডাইরেক্ট না নিয়ে যাতে অন্য ডিপার্টমেণ্ট থেকে যাতে নেওয়া যায় তার জন্য একটা সাজেসান দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার : উল্লেখ্য বিষয়ের ৬ষ্টটি গত ১২-২-২১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়

একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিয়োক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— গত ২৫শে জানুয়ারী দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় "স্টাইপেণ্ড না পাঠানোয় রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠরত ছাত্ররা ফিরে আসতে বাধ্য হল" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হচ্ছে "গত ২৫শে জানুয়ারী দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় "ষ্টাইপেণ্ড না পাঠানোয় রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠরত ছাত্ররা ফিরে আসতে বাধ্য হল" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

১৯৮৯-৯০ ইং এবং ১৯৯০-৯১ ইং সালে ১৪জন উপজাতি ছাত্রকে রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে নিম্নলিখিত বিদ্যালয় সমূহে পাঠানো হয়। তাহার মধ্যে দুইজন ছাত্র বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আগেই চলে এসেছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা নিম্নরূপ :—

নরেন্দ্রপুর .... ৩ জন।
দেওঘর .... ৪ জন।
পুরুলিয়া .... ৫ জন।

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠরত উপজাতি ছাত্রদের সর্বপ্রকার খরচ রাজ্য সরকার কর্তৃক বহন করার কথা। এই বাবদ বর্তমান অর্থ বৎসরে ১,১৪,৪৬৭ টাকা বরাদ্দের জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয় ২৬-৬-৯০ ইং তারিখে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এই ব্যাপারে কিছু তথ্য জানানোর জন্য শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করে ৪-৯-৯০ ইং তারিখে পত্র দেয়। এই জন্য মঞ্জুরীতে বিলম্ব হয়।

যাহাতে টাকা পাঠাতে দেরীর জন্য ছাত্ররা কোন প্রকার অসুবিধায় না পড়ে সেজন্য শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের নিকট যথাসময়ে পত্র দিয়ে জানানো হয়। এবং ১৯-১২-৯০ ইং তারিখে সমস্ত খরচ শিক্ষাবিভাগ থেকে বহন করার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত পত্র প্রেরণ করে। ইতিমধ্যে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ চারজন ছাত্রকে সময়মত অর্থ জমা দিতে না পারার জন্য বিদ্যালয় থেকে ফেরৎ পাঠায় (১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে)।

এখানে উল্লেখ থাকে যে ইতিমধ্যেই শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ (মোট ১,১৪, ৪৬৭ টাকা) রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত তিনটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করায় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ গত ১-২-৯১ তারিখে প্রাপ্য ৩২,৩৯২ টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করে পত্র দিয়েছে। বর্তমানে ফেরত চলে আসা ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাপারে আর কোন অসুবিধার কারণ নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে নরেন্দ্রপুর এবং পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক টাকা দেবার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এই দুই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ফেরৎ পাঠান নাই।

বর্তমানে উক্ত ছাত্রদের পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়াশুনা চালাইয়া যাইতে আর কোন বাধা নেই।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারীফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, বিগত দুটি আর্থিক বছরে ছাত্রদের টাকা ঠিকভাবে পাঠানো সম্ভব হয় নাই। এবং এটা ঠিক যে, রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় বিশেষ করে নগেন্দ্রবাবুর প্রচেষ্টায় তাদেরকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে টাকা পাঠানোর জন্য বার বার রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছিল আর শিক্ষা বিভাগ উত্তর দিয়েছিল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা টাকা পাঠিয়ে দেব। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছর শেষ হয়ে গেল, গত ৯ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সেক্রেটারী রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগকে চিঠি দিতে বাধ্য হন। বিহারের দেওঘরের যে চারজন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিল, তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার শেষ লাইনটি আমি এখানে পড়ছি হাউএভার নোট দ্যাট উই সেল নট বী গিভ্ হোস্টেল একোমোডেশান টু দি এস. টি. বয়েজ টিল লাস্ট ইয়ার আউটস্টেণ্ডিং চার্জেস্ আর নট পেইড ইন ফুল।

স্যার, এটা ঠিক যে, আজকে তারা শিক্ষাবিভাগ এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের দ্বৈরথের ফলে আজকে তারা এইভাবে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এখন স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে তারা একবার এল গেল এবং আবার যাবে তার খরচা এবং তাদের যাওয়ার সময় (যেহেতু তারা শিশু) এসকর্টের ব্যবস্থা সরকার নিবেন কিনা এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের কোন ঘটনা না ঘটে সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন অ্যাশুর‍্যান্স দেবেন কিনা?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, দেওঘরের মোট চারজন ছাত্রের মধ্যে চার জনকেই ফেরৎ পাঠানো হয়। চারজনের মধ্যে দুইজন ফেরৎ আসে। একজন নিজের থেকে টাকা জমা দিয়ে বিদ্যালয়ে থেকে যায় অপরজন দেওঘরে তার আত্মীয়ের বাড়ীতে রয়েছে। ফেরৎ আসা দুইজন ছাত্র এখনো দেওঘরে ফেরৎ যায়নি। তবে এটা অনস্বীকার্য যে টাকা পাঠাতে বিলম্ব হয়েছে, বিভিন্ন কারনে। যে দুইজন এসেছে সরকারের বিধি অনুসারে তাদেরকে পাঠানো হবে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের সপ্তমটি গত ১২-২-৯১ ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ৭ই ফেব্রুয়ারী সদর মহকুমার এয়ারপোর্ট থানাধীন সিঙ্গারবিল পঞ্চায়েতে মাধবী মালাকারের মৃতদেহ উদ্ধার করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ৭ই ফেব্রুয়ারী সদর মহকুমার এয়ারপোর্ট থানাধীন সিঙ্গারবিল পঞ্চায়েতে মাধবী মালাকারের মৃত দেহ উদ্ধার করার ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ৭-২-১৯৯১ ইং তারিখ এয়ারপোর্ট থানাধীন গান্ধী গ্রাম নিবাসী শ্রীউত্তম আচার্য্য এয়ারপোর্ট থানায় লিখিতভাবে জানায় যে, ঐ দিনই সকালে একটি রাখাল বালকের মাধ্যমে ঐ গ্রামেরই শ্রীহারাধন আচার্য্যের কাঁচা কুয়ার মধ্যে একজন অপরিচিত মহিলার মৃত দেহ পরে থাকার কথা জানতে পেরে তাহার পিতা শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্য এবং গ্রামের অন্যান্য লোকজন সহ ঘটনাস্থলে গিয়ে ৩০, ৩৫ বৎসরের একজন অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ দেখতে পান। উক্ত মহিলা আত্মহত্যা করেছে বলিয়াই তাহার ধারণা। শ্রীউত্তম আচার্য্যের লিখিত সংবাদমূলে এয়ারপোর্ট থানায় ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৭৪ ধারায় ২ (২) ৯১ নং অপঘাত মৃত্যু মোকদ্দমা নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে মৃতার মাতা শ্রীমতি বাসন্তী মালাকারের সনাক্ত মতে মৃতার নাম মাধু মালাকার, পিতা-মৃত রসিক মালাকার, নিবাস পূর্ব নারায়ণপুর বলে প্রকাশ। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ময়না তদন্তের রিপোর্ট এখনো পাওয়া যায় নাই। কাজেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও নিরূপণ করা যায় নাই।

তদন্তে ইহাও প্রকাশ যে, মৃতা মাধু মালাকার প্রথমে উষাবাজার নিবাসী জনৈক রঞ্জিৎ মালাকারকে প্রায় ৮ বৎসর পূর্বে বিবাহ করে এবং ২ বৎসর তাহার সহিত বসবাস করে স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্ত হয়। পুনরায় ৭০ নং কলোনীর শ্রীহরিপদ কর নামে জনৈক ব্যক্তিকে বিবাহ করে এবং বছর খানেক পূর্বে দ্বিতীয় স্বামীও তাহাকে ত্যাগ করে। বর্তমানে সে রাজ যোগালীর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছিল।

মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মাধু মালাকার স্বামী পরিত্যাক্ত হয়েছিলেন। এবং খুব অসহায় ভাবে তিনি রোজযোগালীর কাজ করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার বাড়ি ছিল না। এই অবস্থায় যারা তার মৃতদেহ দেখেছেন, যারা প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন এবং আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখেছি তার মুখে ক্ষত ছিল। মেয়েটি আত্মহত্যা করেনি। এইটা খুন, এবং তার উপর পাশবিক অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে। এই রকম সন্দেহ বা এই রকম অনুমান করা হয়েছে। তার মৃতদেহ যারা প্রত্যক্ষ দেখেছেন। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাননি। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাবেন কি করে? কারণ তাহলে যে এটা বলাৎকারের ঘটনা প্রমাণ

হয়ে যাবে। এই কারণেই ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। কাজেই কোন আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা, কারা খুন করেছে, কিভাবে এইরকম একটি নারী নির্য্যাতনের ঘটনা ঘটল। তার সম্বন্ধে একজন আসামীকে দায়ী করে এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করেছেন বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন না। কারণটাও বলতে পারলেন না। কাজেই এটা একটা পাশবিক অত্যাচার এর ঘটনা। তার পরিপ্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যিনি রিপোর্ট করেছেন থানাতে, তিনি বলেছেন এবং তার ধারণা এটা আত্মহত্যা তবু আমি বলছি যে আমরা ময়না তদন্তের পর, এটা যদি অন্য কোন ঘটনা হয় তাহলে দোষীকে বের করার চেষ্টা করা হবে। বের করে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। তার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিযটির বিষয়বস্তু হল,, "পুলিশ কর্মচারীদের স্পেশাল সি, এ, প্রত্যেক বৎসরই জানুযারী মাসের শেষে নতুবা ফেব্রুয়ারী-এর প্রথম সপ্তাহে পাওয়ার কথা, এই বৎসরে এখনো না পাওয়ার সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তার বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তবে তিনি কবে এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এর বিষয়ে আগামী ১৫-২-৯১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। তার দৃষ্টি আকর্ষণী বিষয়বস্তু হল, "গত ১৩-২-৯১ ইং 'স্যন্দন" পত্রিকায় প্রথম পাতায় প্রকাশিত "ফাইল নোট দিয়েছে সমাজ কল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী সেই মত চাকুরীর অফারও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয়াভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়াকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তার বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে তিনি কবে এই বিবৃতি দিতে পারবেন অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

শ্রীমতি বিভারানীনাথ :— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উক্ত বিষয়টি নিয়ে আমি আগামী ১৫-২-৯১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "গত ১৯শে জানুয়ারী ৯১ ইং সালেমা থানাধীন বড়লুতমা গ্রামের দিনমজুর শ্রীচন্দন গৌড়কে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসের ভিতর আটক করে হত্যার উদ্দেশ্যে শারীরিক নির্যাতন করে গুরতর আহত করার, ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯ শে জানুয়ারী ৯১ ইং সালেমা থানাধীন বড়লুতমা গ্রামের দিনমজুর শ্রীচন্দন গৌরকে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসের ভিতর আটক করে হত্যার উদ্দেশ্যে শারীরিক নির্যাতন করে গুরুতর আহত করার ঘটনা সম্পর্কে। স্যার, গত ১৯-১-৯১ ইং আনুমানিক দ্বিপ্রহর ১১-৩০। বড়লুতমা সাখিনের শ্রীচন্দন গৌড় তার নিজ বাড়ীর ধারে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তখন ঐ সাখিনের শ্রীলালবাবু সাহেবের নেতৃত্বে দশ বার জনের একটি দল জোরযবরদস্তি করে শ্রীচন্দন গৌড়কে সেখানের স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসের ভিতর নিয়ে যায় এবং মারধোর করে এবং বলে শ্রীগৌড় যথমপ্রাপ্ত হয়। উক্ত ঘটনা সালেমার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৪৮, ১৪৯, ২২৫, ৩৪২ ধারায় মকদ্দমা নং ৪-১-৯১ নথিভুক্ত করে। তদন্তকালে তার সুচিকিৎসার জন্য ঐ দিকে কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাকে ভর্তি করা হয়। এবং পরদিন ২০-১-৯১ ইং ছারা পান। তদন্তে প্রকাশ পায় যে ঘটনাটি পূর্ব শত্রুর ফলস্বরূপ। আসামী পলাতক কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। তথাপি তলাসী চলিতেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন যে, মারধোর করেছে, এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখিছি শ্রীচন্দন গৌড় একজন দিনমজুরী এখন পর্যন্ত যে কাজ করতে পারেনি। তাকে আর্থিক অনুদান দিয়ে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেছেন কি আমি তা জানতে চাই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : - স্যার, আমি এখানে বলেছি, ঐ দিন কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। এবং পর দিন ২০-১-৯১ ইং ছাড়া পান।

মিঃ স্পীকার :— স্যার, আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। তিনি যেন

মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়ের কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর একটি বিবৃতি দেন। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "গত ৮-৯-৯০ ইং রাত আনুমানিক ২-৩০ মিঃ ব্রজমোহন জমাতিয়ার ছেলে ঈশ্বর জমাতিয়াকে দেশী বন্দুক সহ বিলোনিয়া বিভাগের, শান্তির বাজার থানাধীন পশ্চিম মনু জমাতিয়া পাড়ায় নিজ বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিগত ৮-৯-৯০ ইং রাত্রি অনুমান ১১-৩০ মিঃ সময় শান্তির বাজার থানার পুলিশ এক গোপন সূত্রের সংবাদ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৮/৫০৬ ধারায় ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মকোদ্দমা নং ২'৯'৯০ নথিভুক্ত করে উক্ত থানাধীন পশ্চিম মনু সাকিনের অভিযুক্ত শ্রীবিকাশ রিয়াংকে গ্রেপ্তার করার জন্য যান। উক্ত পুলিশ দলটি পশ্চিম মনু সাকিনের শ্রীবিজয়কুমার জমাতিয়ার বাড়ীর সামনে পৌছলে কিছু লোককে দেশী বন্দুক, দা, তীর, ধনুক ইত্যাদি সহকারে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরাফেরা করিতে দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলেন। পরে শ্রীঅন্দোলন জমাতিয়ার নিকট হইতে একটি দেশী বন্দুক এবং শ্রীঈশ্বর জমাতিয়া, আনন্দ জমাতিয়া, বিষ্ণু জমাতিয়া, প্রমোদ জমাতিয়া ও লক্ষণ দেবনাথের নিকট হতে তীর, ধনুক, দা ইত্যাদি সীজ করেন এবং অবৈধ অস্ত্র রাখার অপরাধে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

উপরোক্ত ঘটনা শান্তির বাজার থানায় মকোদ্দমা নং ৩(৯)৯০ নথিভুক্ত করা হয়। মকোদ্দমাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, ঐ দিন পুলিশের গাড়ী করে যে আসামীদের নিয়ে আসা হচ্ছিল, সেই গাড়ী থেকেই লক্ষণ দেবনাথ নামে একজন আসামী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং ব্রজমোহন জমাতিয়ার বাড়ীতে এই ধরনের বন্দুক তৈরী হয় অর্থাৎ বে-আইনী বন্দুক আছে। কাজেই সেইটা সহসা ঐ ধরনের বন্দুকগুলি উদ্ধার করা হবে কিনা এবং এই ব্রজমোহন জমাতিয়াকে, তা এই হাউসে জানাবেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, লক্ষণ দেবনাথ বলে কোন আসামী পালিয়ে গেছে, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে দেখছি যে সব আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। কাজেই, এই ব্যাপারে অতিরিক্ত কোন খবর থাকলে মাননীয় সদস্য সেটা তদন্তকারী পুলিস অফিসারকে জানাতে পারেন এবং পুলিশ সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আর, ব্রজমোহন জমাতিয়া হলেন, আমাদের বিরোধী সি, পি, এম দলের বিধায়ক, অবশ্য তিনি এখন হাউসে নেই।

শ্রীদীপক রায় ও শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, এই হাউসের একজন বিধায়ক এই ধরনের কাজের সংগে জড়িত থাকবে বা তাঁর বাড়ীতে বন্দুক তৈরী করা হবে, এটা খুবই নিন্দনীয়। কাজেই আমরা মনে করি এই ব্যাপারে একটা নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া হউক।

শ্রীমতিলাল সরকার :— স্যার, এ সবই বানানো গল্প।

(ইন্টারাপ্‌শান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, বিধায়কের কাছ থেকে তার বন্দুক পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেছে তাঁর ছেলের কাছ থেকে, কাজেই এতে উত্তেজিত হওয়ার কি আছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এমন কোন ট্রাইবেল নেই, যার বাড়ীতে গাঁদা বন্দুক নেই। এমন কি আমাদের নগেন্দ্র বাবু এবং দ্রাউ বাবুর বাড়ীতেও গাঁদা বন্দুক আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, বিধায়কের কাছে পাওয়া যায়নি, কিন্তু তাঁর ছেলের কাছেই তো পাওয়া গেছে। কাজেই, যার কাছেই এই ধরনের বে-আইনী অস্ত্র পাওয়া যাক না কেন, সে নিন্দনীয়, এটা বিরোধী দলের সদস্যদের স্বীকার করা উচিত।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য, হিয়ার ইজ এ ল পয়েন্ট। যার কাছেই পাওয়া যাক না কেন, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে, কাজেই আদালত সেটার বিচার করুক, আমরা আর এটা নিয়ে এগুচ্ছি না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসে একজন বিধায়কের এই আচরণে এই হাউস উদ্বেগ প্রকাশ করছে। স্যার, আমি আরও তথ্য দিতে পারি অন্য আরও কয়েকজন বিধায়ক সম্পর্কে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবি রইল।

AFTER RECESS AT 2.00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মন মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২৩ শে নভেম্বর বিলোনীয়ার বনকরে বিধায়ক কম: বাদল চৌধুরীর উপর আক্রমণের ঘটনা সম্পর্কে ।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, গত ২৩শে নভেম্বর বিলোনীয়ার বনকরে বিধায়ক কম: বাদল চৌধুরীর উপর আক্রমণের ঘটনা সম্পর্কে ।"

ঘটনায় প্রকাশ যে, গত ২৩-১১-৯৩ ইং তারিখ সকাল অনুমান ৮-৩০ মিঃ এর সময় বিলোনীয়া মহকুমার পতিছড়ি ও বীরচন্দ্রনগর গ্রামের কিছু সংখ্যক সি. পি আই. (এম) সমর্থক টি. আর. টি. ৩০০৪ নং গাড়ীতে করে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে বিলোনীয়া আসার পথে বনকরে শ্রীবাবুল মজুমদার এবং ৩০/৩৫ জনের একটি দল ঐ গাড়ীতে ভ্রমণকারী শ্রীউত্তম দাস নামে এক ব্যক্তিকে খুনের মামলার আসামী সন্দেহে গাড়ীটিকে আটক করে। উপরোক্ত সংবাদ পেয়ে বিদায়ক বাদল চৌধুরী কতিপয় সি. পি. আই. (এম) সদস্য সহ বিলোনীয়া সি. পি. আই. (এম) পার্টি অফিস থেকে গাড়ী করে বনকরে পৌঁছে ঘটনায় বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়ার সময় শ্রীবাবুল মজুমদার ও কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক অন্যান্য পুলিশ এবং সি. আর পি, এফ. সহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার পূর্বেই বিধায়ক শ্রীবাদল চৌধুরীকে পুলিশের গাড়ী করে সহরে পাঠিয়ে দেয় এবং শ্রীউত্তম দাসকে ঘটনাস্থল থেকে থানায় নিয়ে আসে। শ্রীউত্তম দাসকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করার সময় দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে ধাকা ধাকি হয়। তবে কেহই জখম হয় নাই। ঘটনাটি শ্রীবাদল চৌধুরীর অভিযোগ-মূলে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/১৪১/৩৪/৩২৩/৫০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ১০ (১১) ৯০ নথিভূক্ত করা হয়। তদন্তে প্রকাশ যে, উপরোক্ত ঘটনায় বিধায়ক শ্রীবাদল চৌধুরীর উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (নলছড়) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে স্বীকার করেছেন. পতিছড়ির কিছু সি, পি, আই, (এম) কর্মী কোর্টে হাজিরা দেবার সময় যেতে পথে বনকরের কাছে তারা আক্রান্ত হয়। উত্তম দাস, সে সি, পি, আই. (এম) এর বিভাগীয় কমিটির সদস্য তাকে আক্রমণ করার খবর পেয়ে বিধায়ক শ্রীবাদল চৌধুরী সেখানে যান । বাবুল মজুমদারের নেতৃত্বে বেশ কিছু লোক বাদল চৌধুরীকে আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে যদি না যেতেন কিংবা ও, সি., বি, এস, এফ, এর সাহায্য না চাইতেন, তাহলে বাদল চৌধুরীকে খুন করা সম্ভব হত। এই নিয়ে ৭ (সাত) বার বাদল বাবুকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে স্যার, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা তা জানাবেন কিনা এই হাউসেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর

বিভিন্ন বিবৃতি থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি বুঝতে পারছি, বাদল বাবুকে খুন করার জন্য ব্লু প্রিন্ট তৈরী করা হচ্ছে তার খবর সত্য কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি, বাদলবাবুকে কোন আক্রমণ করা হয়নি। সুতরাং মাননীয় সদস্য এখানে যে-সব উদ্ভট কথা বলেছেন তা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার : আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "৩১শে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং কল্যাণপুর থানাধীন অমরপুর পাড়ার ককবরক শিক্ষক শ্রীগিরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে ঐ পাড়ার নিবাসী শ্রীকুঞ্জমোহন দেববর্মা জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ৩১-১-৯১ ইং তারিখ কল্যাণপুর থানাধীন আমপুরা নিবাসী শ্রীকুঞ্জমোহন দেববর্মা কল্যাণপুর থানায় এই মর্মে এজাহার দেন যে, ঐ দিনই অর্থাৎ ৩১-১-৯১ ইং সন্ধ্যায় তাহার মেয়ে প্রমীলা দেববর্মাকে যন্ত্রনায় ছটপট করতে ও মুখ দিয়ে লালা পড়তে দেখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে জানায় যে, বিষ পান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলা দেববর্মাকে কল্যাণপুর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হলে পথের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

শ্রীকুঞ্জমোহন দেববর্মার উপরোক্ত লিখিত বক্তব্যমূলে কল্যাণপুর থানায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৪ ধারায় ২(১) ১১ নং অপঘাত মৃত্যু মোকদ্দমা নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্ত কালে মৃত্যু প্রমিলা দেববর্মার পক্ষের লোকজনদের নিকট থেকে জানা যায় যে, ফাল্গুনা পাড়া নিবাসী শ্রীগিরীন্দ্র দেববর্মা মৃতা প্রমিলা দেববর্মার প্রাইভেট শিক্ষক ছিল এবং তাহার সহিত মৃতার প্রনয়ঘটিত ব্যাপার ছিল। অপর দিকে শ্রীগিরীন্দ্র দেববর্মা পক্ষের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, শ্রীগিরীন্দ্র দেববর্মা মৃত প্রমিলা দেববর্মার প্রাইভেট শিক্ষক ছিল বটে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার প্রনয়ঘটিত ব্যাপার ছিল না তদন্তকালে তথ্যভিত্তিক প্রমাণ হিসাবে তাহাদের কোন প্রকার ফটো বা চিঠি পত্র পাওয়া যায় নাই। মৃতার দেহটি ময়না তদন্তে ডাক্তার বিষপানে আত্মহত্যা বলেই অভিমত দেন। তদন্তে প্রমিলা দেববর্মার আত্মহত্যার পিছনে প্রণয়ঘটিত ব্যাপার ছিল বলে ধারণা।

মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই গিরীন্দ্র দেববর্মা প্রমীলা দেববর্মার বাড়ীতে তাঁর মৃত্যুর আগে এক সপ্তাহ ধরে তাঁর বাড়ীতে ছিল ? দ্বিতীয়তঃ, গিরীন্দ্র দেববর্মা এবং প্রমীলা দেববর্মার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটা যোগসূত্র ছিল এবং কি কারণে তার মৃত্যু হলো, এই সমস্ত তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, গিরীন্দ্র দেববর্মা প্রমীলা দেববর্মার বাড়ীতে ছিল কিনা এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই। গিরীন্দ্র দেববর্মা প্রমীলা দেববর্মার প্রাইভেট শিক্ষক ছিলেন এবং সকলের ধারণা যে প্রমীলা দেববর্মা বিষ খেয়েছে। এর পেছনে প্রনয়ঘটিত ব্যাপার ছিল।

মিঃ স্পীকার : — আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "১১-২-৯১ ইং তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় উক্ত জেলার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে তীব্র খাদ্যাভাব চলছে "এই শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, গত "১১-২-৯১ ইং তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় উত্তর জেলার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে তীব্র খাদ্যাভাব চলছে" --এই শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"। —মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য শস্য উৎপাদনে দেশের ঘাটতি রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। বিপুল পরিমাণ খাদ্য শস্য ভারত সরকারের মাসিক বরাদ্দ অনুযায়ী ভারতীয় খাদ্য নিগম হইতে আমদানী করিয়া গণবন্টন ব্যবস্থায় ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ বন্টন করিয়া উক্ত ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। এই গণবন্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে রূপায়ন করিবার জন্য পার্বত্য ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ রাজ্যব্যাপী ১১৯১টি ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ নির্দিষ্ট মূল্যে খাদ্য শস্য সরবরাহ করা হইতেছে। বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলের বিশেষ করিয়া জেলা পরিষদ এলাকার অধিবাসীগণের সীমিত ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া সরকার স্বাভাবিক রেশন বরাদ্দের অতিরিক্ত হারে ভর্তুকিতে মে মাস হইতে অক্টোবর, ১৯৯০ পর্য্যন্ত চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী উত্তর জেলার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও বর্দ্ধিত হারে এবং স্বাভাবিক ভর্তুকিতে উক্ত সময় পর্য্যন্ত চাউল সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া জম্পুই পাহাড় ও আনন্দবাজারসহ কাঞ্চনপুর ব্লকের ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ দেড়গুণ হারে ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং হইতে চাউল বন্টন করা হইতেছে। ইহা ছাড়াও সম্পুর্ণ গণ্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় ডাবল রেশন চালু আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় দুর্গম এলাকা চিহ্নিত-করণের কাজে হাতে নিয়েছে যাহাতে প্রয়োজন বোধে অভাবগ্রস্ত এলাকাতে বর্দ্ধিত হারে রেশনের চাউল বন্টন করা যায়। উপরন্তু উল্লেখ করা যায় যে, সমগ্র আই, টি, ডি, পি এলাকাতে অর্থাৎ এ, ডি, সি, ও টি, এস, পি এলাকায় বিশেষ ভর্ত্তুকিতে চাউল বন্টন করা হয়।

উপরন্তু সরকার অভাবগ্রস্ত এলাকায় কর্মসংস্থানের জন্য এস, আর, ই, পি খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের কথাও চিন্তা করিতেছেন।

গণবন্টন ব্যবস্থায় ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে দেয় চাল ছাড়াও গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প খাতে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও চাউল সরবরাহ করার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি সহ সমগ্র উত্তর ত্রিপুরা জেলার খাদ্য গুদামগুলিতে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার খুবই সন্তোষজনক। বর্ত্তমানে চালের মজুতের পরিমাণ নিম্নরূপ—

ক্রমিক নং	গুদামের নাম	মজুত সংখ্যা	মাসিক চাহিদা	বর্ত্তমান চালের মজুতের পরিমাণ
১	চন্দ্রপুর	৩৯৫	৬৯০	১৩২
২	কাঞ্চনপুর	২৫০	২১০	২৬৮
৩	দামছড়া	১৬৪	৭০	৮৬
৪	খেদাছড়া	৫০	২৫	৫৬
৫	আনন্দবাজার	৫০	৩০	৩৩
৬	জম্পুই	৫০	৩৫	২৮
৭	গৌড়নগর	৫৭০	৪২০	৬৬
৮	কুমারঘাট	১১২৫	৬৩৫	৯৮৯
৯	মনুক্রসিং	৫১৫	৩৬০	৪২১
১০	ছামনু	২১৫	৯৫	২৯
১১	কমলপুর	৩৭০	১৯০	৪০৩
১২	হালাহালি	২৫০	১৭৫	৫০৯
১৩	আমবাসা	১০০০	২২০	১২৮৭।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১১-২-৯১ ইং "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় নাম দেওয়া হয়েছে, মানিকপুর, রামগড়, নাতিনমনু, ঠাঁর লংতরাই, মালিধর, দেবদারু গোবিন্দ বাড়ী, পূর্ব ছাওমনু প্রত্যেকটা জায়গায় খাদ্যাভাব চলছে। তা মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা, যদি সত্যি সত্যি খাদ্যাভাব দেখা যায় তাহলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি খাদ্য শস্যের কোন অসুবিধা নেই। তবু মাননীয় সদস্য যখন বলছেন এই সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে দেখব। যদি প্রয়োজন হয় সরকার সেটা গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেবে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং প্রবল বর্ষণে উদয়পুর বিভাগের হরিজলার বন্যার ফলে বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে।"

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং প্রবল বর্ষণে উদয়পুর বিভাগের হরিজলায় বন্যার ফলে বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

স্যার, গত ২রা, ৩রা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং উদয়পুরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথাক্রমে ৪.২০ মিঃ মিঃ, ৫০.৬০ মিঃ মিঃ ও ৫০.৮০ মিঃ মিঃ এই বৃষ্টিপাতের ফলে গোমতী নদীতে কোন বন্যা হয় নাই। তবে হরিজলার নীচু এলাকায় বৃষ্টির জল জমে যায়।

হরিজলা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নিম্নাঞ্চলে বোরো ফসল করা হয়। এইসব এলাকায় কিছুদিন পূর্বে বোরো ধানের চারা লাগানো হয়। কিন্তু এই অঞ্চলে প্রবল বর্ষণের ফলে এই এলাকার নীচু জায়গায় জল জমে যাওয়ার ফলে প্রায় ৩০০ হেঃ জমির চাষের ক্ষতি হয়। কৃষি বিভাগ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সম্ভাব্য সাহায্যের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "১৩-২-৯১ ইং তারিখে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় অধ্যাপক মানিক দেব সম্পর্কে বিধানসভায় অসত্য তথ্য পেশের প্রতিবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, ১৩-২-৯১ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় "অধ্যাপক মানিক দেব সম্পর্কে বিধানসভায় অসত্য তথ্য পেশের প্রতিবাদ" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে মাননীয় এম, এল, এ শ্রীরতন ঘোষ আনীত ১৩-২-৯১ ইং তারিখের দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি।

মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় সরকারের দুর্নীতি সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রসঙ্গে রিডার শ্রীমানিক দেব সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সভায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন রিডার শ্রীদেবের স্ত্রী গত বি এড, পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীনি ছিলেন, ৮৩ পারসেণ্ট মার্কস পেয়ে বি, এড, পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন এবং উক্ত বি, এড, পরীক্ষার অ্যাকৃজামিনার ছিলেন অধ্যাপক দেব। তিনি আরও বলেছিলেন যে আইন অনুসারে একজন পরীক্ষকের নিকট আত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকলে তাকে নির্দিষ্ট ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। অধ্যাপক দেব পরীক্ষক হিসাবে নিকট আত্মীয় কেউ পরীক্ষার্থী নেই বলে সইও করেছিলেন।

মাননীয় সদস্যের উত্থাপিত অভিযোগটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে যে, অভিযোগটি তথ্যভিত্তিক নয়। প্রকৃত তথ্য নিম্নরূপ :—

অধ্যাপক শ্রীদেব ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি কাউন্সিলের একজন সদস্য। এই ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি কাউন্সিল ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি অ্যাক্ট, ১৯৮৭ অনুসারে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি কাউন্সিল পরীক্ষাদি গ্রহণের জন্য যে একজামিনেশান কমিটি করেছেন অধ্যাপক দেব-এর একজন অন্যতম সদস্য। এই একজামিনেশান কমিটির কোনও সদস্যের নিকট আত্মীয় কেউ পরীক্ষার্থী হিসাবে থাকলে তাকে নির্দিষ্ট ফর্মে ঘোষনা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাবার কোনও বিধি না থাকলেও অধ্যাপক শ্রীদেব ১৯৯০ ইং বি, এড, পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনও মিটিং বা বৈঠকে যোগ দেননি যেহেতু উনার স্ত্রী বি, এড, পরীক্ষার্থী রয়েছেন এবং এই ব্যাপারে শ্রীদেব পূর্বাহ্ণেই বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করে রেখেছেন।

এখানে এটা উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক শ্রীদেব ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এড, তিনি কোনও পরীক্ষারই একজামিনার পূর্বেও ছিলেন না এবং এখনও অ্যাকজামিনার নন। একমাত্র অ্যাকৃজামিনারদেরই নিজস্ব নিকট আত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখিতভাবে তা জানাবার বিধি রয়েছে।

অনুসন্ধানে আরও জানা গিয়েছে যে, অধ্যাপক শ্রীদেবের স্ত্রী শ্রী বাসবী পাল চৌধুরী বি, এড-১৯৯০ সনের টেস্ট পরীক্ষায় যেখানে থিওরেটিক্যাল পেপারস ৭০০ নম্বরের উপর পরীক্ষা গৃহীত হয়ে থাকে তাতেও ৬৩ পারসেণ্ট নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। ফাইন্যাল বি, এড পরীক্ষায় থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল মিলিয়ে ১০০০ নম্বরের মধ্যে গৃহীত পরীক্ষায় ৬৯ ৮ পারসেণ্ট মার্কস পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। এটাও জানা যায় যে শ্রীমতী বাসবী দেবী হায়ার সেকেণ্ডারী (ক্লাস টুয়েলভ) থেকে শুরু করে বি, এ (অনার্স) ইন ইংলিশ ও এম, এ ইন ইংলিশ এ একটানা ভাল ফল করেছেন।

১৯৭৭ ইংরেজী থেকে তিনি নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের একজন ছাত্রী শিক্ষিকা। এখানে এটাও উল্লেখ করা যায় যে ১৯৯০ সালে ১৯৮ জন বি, টি, পরীক্ষা দিয়েছিলেন এর মধ্যে ৩৬ জন ফাস্ট ক্লাস পেয়েছেন। শ্রীমতি দেব ফাষ্ট ক্লাস ফাস্ট হয়েছেন।

উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে, অধ্যাপক শ্রীমানিকদেবকে জড়িয়ে দুর্নীতির যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে সেগুলি সত্য নয়। এই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন রাজনৈতিক নৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চ শিক্ষার এই সর্বোচ্চ পবিত্র প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি জন সমক্ষে বিনষ্ট করার এক সুচতুর প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।

অবশ্য মাননীয় সদস্য বিমল বাবুদের এই ধরনের ভূমিকার বেশী আর কি আশা করা যায়। এই ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকলে ত্রিপুরার মত এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের অগণিত জন সাধারণের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে শিক্ষার এই সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান এবং আগামী প্রজন্মের একমাত্র আশা ভরসার পীঠস্থান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় স্তরেও অবমূল্যায়ণের যে সম্ভাবনা রয়েছে তার ফল হবে সুদূর প্রসারী। আমি আহ্বান জানাবো মাননীয় সদস্য এই ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ব্যক্তিগত চরিত্র হননের অপপ্রয়াস থেকে বিরত থেকে গঠনমূলক কাজে সরকারের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ত্রিপুরার বিশ্ববিদ্যালয় এই রাজ্যের শিক্ষার পীঠস্থান এবং সারা ভারতবর্ষেও তার একটা সুনাম রয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানিক দেব যিনি জাতীয়তাবাদী কলেজ শিক্ষক এসোসিয়েশানের কর্মচারী, ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি কাউন্সিলের সদস্য উনাকে রাজনৈতিক আক্রমণ করার জন্য এই মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছেন কি না এবং সামনে যে সিনেট নির্বাচন সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে শ্রী দেবের চরিত্র হনন করার জন্য এইটা করছেন কি না এবং এইটার পেছনে কলেজের তথাকথিত বামপন্থী শিক্ষকদের কোন মদত আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না। দ্বিতীয়তঃ সারা ভারতবর্ষে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামকে ক্ষুন্ন করার চক্রান্তের পেছনে তথাকথিত বামপন্থী যারা রয়েছেন তারা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) : — স্যার, মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন, আমি বিস্তৃতভাবে আমার বক্তব্যে যা উত্থাপন করেছি তাতে স্পষ্ট যে মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য ব্যক্তিগত চরিত্র হননের জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবোধকে নষ্ট করার জন্যই এই অপ-প্রয়াস নিয়েছেন। এইটা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস। তারপর এইটার পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিনেট নির্বাচন সেটাকেও যাতে প্রভাবিত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে উনারা এই অভিযোগ এখানে এনেছেন।

LAYING OF PAPER ON THE TABLE.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "Laying of a copy of the Tripura Town & Country Planning (Amendment) Rules, 1990, as required under Sub Section (3) of Section 7o of tne Tripura Town & Country Planning Act 1975".

এখন আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়াকে অনুরোধ করছি উপরোক্ত রুলস্‌টি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য। (রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়ার অনুস্থিতিতে মানীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করবেন)।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— "Mr. Speaker Sir ! beg to lay before the House a copy of "The Tripura Town & Country Planning (Amendment) Rules, 1990, as requirep under Sub-Section (3) of Section 70 of the Tripura Town & Country Planning Act, 1975".

মিঃ স্পীকার :— আজকেয় সভায় পেশ কয়া রুলসটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1991-92.

মিঃ স্পীকার : - সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : - ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ। আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ২৪টি চব্বিশটি) ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকে কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশানস) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাব-গুলোর (কাট মোশানস্) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যার, আমাদের পক্ষ থেকে প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী মহোদয় আলোচনা শুরু করবেন।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— স্যার, একটা কথা আছে যে শুধু হস্তী স্নান বৃথা। হাতীকে স্নান করিয়ে কোন লাভ হয় না। কাজেই, এইখানে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হয়েছে সেগুলি সমর্থন না করে এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট-মোশান এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

বর্তমানে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে চলছে তার একটা নমুনা স্যার, আমি বলছি। একটা কৃষক সে যদি হয় বড়বিল, শিলাছড়ি, শুকনাছড়ি, হরবাতলী আর বিজয়নগরের। সে বাড়ী থেকে বেরুলো, তার গরুটা চুরি হয়ে গেছে — কাজেই হাল দিতে পারছে না। কোথাও পাওয়ার টিলার পাওয়া যায় কি না সেটা দেখবার জন্য বের হয়— তাহলে সে হতাশ হবে। কোথাও সে পাওয়ার টিলার পাবে না। কোথাও পাওয়ার টিলার নেই— এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে— আমি যেটা বললাম। তারপর সে যদি কষ্ট করে চাষটা করে তাহলে সময়মত বীজ ধানটা পাবেনা, সময়মত আলুটা পাবেনা— কিছুই পাবেনা। কোন কিছু পাওয়া যাবে না। আর সে যদি বামফ্রন্ট সমর্থক হয় তাহলে কৃষি দপ্তর থেকে যে মিনি কিট দেওয়া হয় সেটাও পাবেনা। এইটার উপরে তার কোন অধিকার নেই।

কাজেই যেখানে যে জলসেচ প্রকল্পগুলি বামফ্রন্ট সরকার প্রায় শেষ করে ছিলেন— আমি তার নামগুলি বলছি একটা একটা করে— বড়বিল লিফ্‌ট ইরিগেশন, শিলাছড়ি লিফ্‌ট্‌ ইরিগেশন, যেগুলি রিভার ফেনী থেকে করা হয়েছে- শুকনাছড়ি লিফ্‌ট ইরিগেশন, বিজয়নগর লিফ্‌ট্‌ ইরিগেশন- এইগুলির সমস্ত পাইপ লাইন বামফ্রন্ট সরকার করে রেখেছেন। পাম্প হাউস হয়েছে, খুঁটি লাগানো হয়েছে, খুঁটির মধ্যে তার লাগানো হয়েছে, এখন বাকি কি শুধুমাত্র পাম্প বসাবে আর একটা পাম্প অপারেটর নিয়োগ করবে। তাহলে কিন্তু জল এসে যায়। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা হলো না।

এই তিন বছর ধরে, এক বছর, দুই বছর নয়— এই সমস্ত ফসল নিয়ে যাচ্ছে, মটর, গরু ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে- কারা! কি করে! বি, এস, এফ, কোথায়। আপনাদের পুলিশ? আপনারা কি করেন- (মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াকে লক্ষ্য করে) আপনি তো

ছু' নম্বরের মন্ত্রী, আপনি ঘুমান নাকি। কাজেই, এইটা বুঝতে হবে আজকে কি অবস্থা চলছে।

তারপর এম, ই, সি, থেকে প্রোগ্রাম দেখিয়ে টাকা নিয়ে এলেন-৮০ লক্ষ টাকা। সেই টাকা নিয়ে এই মোহনচন্দ্র জমাতিয়া, তোতাবাড়ী, তার জায়গার মধ্যে লেক কেটেছেন কচ্ছপের চাষ করবেন। কিন্তু সেখানে কি চাষ হচ্ছে কাছিম করেছেন — না ঘোড়ার ডিম কিচ্ছুই হচ্ছে না।

কাজেই যে সমস্ত জায়গায় কৃষকরা চাষ করতে যাচ্ছেন সেখানে পাওয়ার টিলার নেই, জল সেচের সুবিধা নেই, একটা বীজ ধান সময়মত পাওয়া যায়না। আলু চাষ করবে বলছেন সে আলু চাষ কোথায় করবে ? জল কোথায় ?

জল কোথায় ? আলু কি করে হবে ? বেগুন কি করে হবে ? কাজেই উনারা এটা খবর রাখেন না। আমরা রাখি। কোন ব্যবস্থা হচ্ছেনা সময়মত। আজকে সার ঔষধের মধ্যে সাবসিডির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

গরীব কৃষকরা আজকে তাদের উৎপাদিত পণ্য এখানে বিক্রি করতে পারছেন না। বিক্রি করলেও কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। ল্যাম্পস্ প্যাক্স বন্ধ হয়ে আছে। বুড়াতলী ল্যাম্পেস্র কি অবস্থা ? প্রাক্তন মন্ত্রী হরিচরণ বাবু সেখানে ১৫ হাজার টাকা নিয়েছেন। বংকুল ল্যাম্পস্, বৈষ্ণবপুর ল্যাম্পস্ আজকে অন্ধ হয়ে আছে। কাজেই সেখানে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করবে কোথায় ? তা দেখবার কেউ নেই। কোন পরিকল্পনা নেই সেখানে। মানুষ এটা সহ্য করবেনা। ক্ষেতের থেকে ফিরে এসে দেখে ছেলে স্কুলে যায়নি। জিজ্ঞেস করলে দেখা যায় যে, মিড-ডে-মিল না পাওয়ার ফলে ছেলে স্কুলে যাচ্ছে না। মিড-ডে-মিল বন্ধ হয়ে আছে। বই পাওয়া যায় না। এইতো অবস্থা। বই লেখেন। বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকেরা, পারছেন না। আমাদের অনিল বাবু দুটি অংক দেখে বলেছিলেন আমরা এই অংক দুইটা বুঝতে পারছিনা।

স্কুলে বসার জায়গা নেই। জলের ব্যবস্থা কোথায় ? স্কুলের ছাত্ররা জল কোথায় খাবে ? চিন্তা করুন।

কাজেই এটাও আপনাদের দেখতে হবে। বামফ্রন্ট আমলে যে সমস্ত ডিপ্ টিউবওয়েল ছিল সেগুলি নষ্ট বর্তমানে অকেজো হয়ে আছে। কাজেই, জল কোথায় পাওয়া যাবে ?

আমি এখানে কয়েকটি জায়গার নাম বলছি। আমি নামগুলি বলছি, বুড়াতলী, ব্রজেন্দ্র-নগর, ডলুবাড়ী, দুর্গানগর এই সমস্ত জায়গায় পাম্প হাউস কমপ্লিট। এমনকি ইলেকট্রিক লাইনও আছে। শুধু মাত্র পাম্প অপারেটার একজন আর পাম্পটা বসালে গ্রামের মানুষ জল খেতে পারে। কিন্তু সেই জলের ব্যবস্থা নেই। কাজেই এইজন্য আমি বলছি হস্তি স্নান বৃথা।

হাতিকে কত স্নান করাব, যতই স্নান করাচ্ছি কিছুই হচ্ছে না। এই যে ঘটনাগুলি, উনারা অনেক কিছু করেছেন। আমিতো বলেছি ফিতা কেটে শেষ করতে পারেন নি। তাহলে এখন কাজটা কি? সেখানে একজন অপারেটার দেবেন. আর একটি পাম্প দেবেন তাহলে ফিতা কাটতে পারবেন। এই তিন বছরের মধ্যে সেখানে ফিতা কাটার সময় হলো না। আর কয় বৎসর লাগবে? তারপর এত কেলাংকারীর পরও হঠাৎ করে শুনছে গরুটা ডাকছে হাম্বা হাম্বা করে, জার্সী গরু। মাথা খারাপ হয়ে গেছে কোথায় যাবে? আমরা শুনলাম কোথায় কোথায় গো বীজ দেওয়া হচ্ছে, এটার সাব্রুম সাব-ডিভিশন বলতে পারি কোথায়ও বীজ যায়নি। এই ভাবে কৃষকদের সাহায্য করছে, এই ভাবে কৃষকদের বাঁচাবে, এই ভাবে কৃষকদের উন্নতি হবে? তারপর বলছেন এই বাজেটকে সমর্থন করতে হবে, কি করে সমর্থন করব? একটু চিন্তা করুন, ভাবুন শুধু বিরোধীরা কথা বললেই তাদের দাবিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা তাতে জনগণের রোধ করা যাবে না। জনগণ বিচার করবে, ছাড়বে না। ধমকিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। কাজেই বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে হবে, বুঝে এটা প্রতিকারের চেষ্টা করতে হবে। এই জন্যই আমি হস্তী স্নান বৃথা বলেছিলাম। আর স্নান করাতে হচ্ছে করছে না। কাজেই কাট মোশানকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী দেববর্মা।

শ্রীতরণী দেববর্মা (টাকারজলা) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সরকার উপজাতিদের কিছু না দিয়ে. উপজাতিদের থানায় নির্যাতন করে ত্রিপুরা রাজ্যে বালাংদেশী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, ট্রাইবেলদের কাজ না দিয়ে, না খাওয়াইয়ে মারার চেষ্টা করছেন।

বিশেষ করে উপজাতি নব জাতকরা এখন স্কুলে পড়েন, স্কুলে পড়ে তাদের চোখে এই দেশ বিদেশ, দেশ দুনিয়া দেখবেন। যখন বুঝতে পারবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের দুরবস্থার কথা। এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কে কে তার শত্রু? শত্রুকে চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষা। স্যার, ইতিমধ্যে আমরা এই বিধানসভার এন, টি, কমিটি দক্ষিণ ত্রিপুরা ও উত্তর ত্রিপুরার উপজাতি বোর্ডিং হাউসগুলি পরিদর্শন করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি দামছড়ায় বোর্ডিং হাউস আছে কিন্তু দরজা জানালা নেই। মোট ছাত্র সংখ্যা আছে ১২ জন। তার মধ্যে উপস্থিত আছে চার জন। কিন্তু আমরা দেখেছি সব চাইতে মজার ব্যাপার, সকল ছাত্রের নামে প্রত্যেক দিনের খাদ্য তালিকা আছে। আর সেটিও নিজেরা পাক করে খেতে হয়। রান্না ঘরের বাঁশও নিজেরা কিনে লাগাতে হয়। বছরে একটি বারও মাছ মাংস খেতে দেওয়া হয় না। এখানে উপজাতিদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সরকারের কতটা উদ্যোগ বা মানসিকতা আছে তা বুঝা যায়।

ছামনু হাই স্কুল সেখানেও আমরা গিয়েছি। সেখানেও আমরা দেখেছি-বামফ্রন্ট আমলে উপজাতি ছাত্রাবাস তৈরী হয়েছিল। সেটি এই সরকার এখনো শেষ করে নাই। সেখানের ছাত্রাবাসের সুপারিন্টেডেন্ট আমাদেরকে বলেছেন মোট ১৩ জন ছাত্র আছে। উপস্থিত আছে ৭ জন। কৃষ্ণ চাকমা, নবদ্বীপ চাকমা, কলাচান্দ চাকমা দশম শ্রেণীর ছাত্র। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম তারা নাকি ৯ মাস যাবৎ কোন স্টাইপেণ্ড পায় নাই। স্যার, এই উপজাতি ছাত্রদের অভিভাবক কিভাবে চালায়। সরকার এখন পর্য্যন্ত সেখানে কোন স্টাইপেণ্ড দেয়নি। ১৩ জনের মধ্যে ৮ জন বাড়ীতে চলে গেছে। আর তাদের অভিভাবকরা চালাইতে পারে না। স্যার, কাঞ্চনপুর, বোর্ডিং হাউসে ১৫ জন ছাত্র আছে। শেষ পর্য্যন্ত ১২ জন থাকত। তারাও বাড়ীতে চলে যেতে হয়েছে। সেখানে বোর্ডিং-এর কোন চিহ্ন নেই। ঘরেরও ছানি নেই। সেখানে জিজ্ঞেস করার মত কেহ নেই। সুপারিনটেণ্ডেন্ট নেই, শিক্ষক নেই। শেষ পর্য্যন্ত বিধায়ক রবীন্দ্র দেববর্মা তালা ভেঙ্গে দরজা খুললে আমরা দেখতে পেলাম-কিছু ভাঙ্গা গড়া বেঞ্চ পরে রয়েছে। স্যার, এই সরকার উপজাতিদের শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক মনোভাব দেখাচ্ছে। স্যার, চন্দ্রপুর হাই স্কুল সেখানে জুমিয়া বোর্ডিং হাউস। থ্রি থেকে ফাইভ পর্য্যন্ত সেইখানে ছাত্র থাকত। মোট ৩৬ জনের কেপাসিটি স্যার। ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লক থেকে সেখানে ছাত্র থাকার কথা। অথচ পাঠানো হয় নাই। সুনীল ত্রিপুরা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। হরিবন্ধু জমাতিয়া, যতীন্দ্র দেববর্মা সদরের লোক চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। তারা আমাদেরকে বলেছে আমরা-ত পেট ভরে খেতে পাই না।" তাদের দেখে বুজতে পেরেছি তারা কোন দিন পেট ভরে খেতে পারছে না। আমরা জিজ্ঞেস করেছি তোমরা সপ্তাহে কতদিন মাছ মাংস পেয়ে খাও? তারা বলেছে আমাদের কোন দিন মাছ মাংস খেতে দেওয়া হয় না। কিন্তু গত কাল আমরা মাছ মাংস খেয়েছি। আমরা পরিদর্শনে যাব শুনে তাদেরকে খাওয়ানো হয়েছে। স্যার, এইভাবে চলছে ট্রাইবেল বোর্ডিং হাউস।

স্যার, হরিণাতে একটা এস, বি. রেসিডেন্সিয়েল স্কুল, তার আরও দুরাবস্থা, সেখানে ৫০ জন ছাত্র আছে, ছোট এক একটা খাটিয়াতে তাদের দুইজন করে ঘুমোতে হয়, তাদের মশারী নেই, এমন কি রান্নার জন্য কোন বাসনপত্র নেই। তারা নিজ নিজ বাড়ী থেকে যোগাড় করে এনে কোন রকমে রান্নার কাজ চালাচ্ছে। তারা গত তিন মাস যাবত কোন স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না। স্যার. আমি আশা করেছিলাম যে, এই বিধানসভা থেকে একটা কমিটি গিয়েছে এবং কমিটির সদস্যরা নিজেরাই সেইসব ছাত্রদের অসুবিধাগুলি প্রত্যক্ষ করে এসেছেন এবং এই হাউসে সেগুলি সম্পর্কে কিছু বলবেন। কিন্তু অবাক হলাম যে, কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির কোন সদস্যই, এই নিয়ে একটি কথাও বললেন না। মনে হয় উপজাতি যুব সমিতির সদস্য বা মন্ত্রী যারা আছেন, তারা

মুখে তালা লাগিয়ে রয়েছেন। ট্রাইবেলদের এই সব অসুবিধার কথা তারা তাদের মুখ দিয়ে বলতে পারছেন না অথবা তাদের ট্রাইবেলদের দুর্দশার কথা এই সভাতে তুলে ধরার মতো কোন সাহস নেই। স্যার, ট্রাইবেলদের সম্পর্কে এই সরকার এত উদাসীন। শুধু তাই নয় স্যার, বামফ্রন্টের আমলে ট্রাইবেলদের জন্য অনেকগুলি বোর্ডিং হাউসের কাজ শেষ হয়ে গেছে, শুধু ফিতা কাটাটা বাকী ছিল। কিন্তু আজকে আড়াই বছর হতে চললো এই সরকার এসেছে তারা এমন কিছু করলেন না যে ফিতা কেটে এ বোর্ডিং হাউসগুলিতে ট্রাইবেল ছাত্রদের অন্ততঃ থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। আর, ট্রাইবেলদের অন্য সবতো নেই বললাম, তারা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই এখনো পড়ে আছে যে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা এই সরকারের কেউ চিন্তা করছে না। আর, এটাই হল সরকারের মানসিকতা। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে গত কয়েক দিন ধরে বার বার এ,টি,টি, এফ এর কথা বলেছেন যে এ টি,টি, এফ, নাকি এই রাজ্যের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করবেন। স্যার, গত ১৪ই জানুয়ারী চম্পকনগর এলাকার কাশীদাস পাড়াতে মনীন্দ্র দেববর্মা......... ৭০ জনের মত (সি, পি, এম কর্মী— ট্রেজারী বেঞ্চ) হ্যাঁ, তারা যদি সি, পি, এম হন তো, আমরা তাদের সাদরে গ্রহণ করতে রাজি। তারা বাঁশীরাম পাড়ার শম্ভুরাম দেববর্মার বাড়ীতে হানা দেয় এবং তার বাড়ীতে লুটপাট করে। তারপর সেই ১৪ তারিখেই সংগ্রাম দেববর্মার বাড়ীতে তাকে ধরে চম্পকনগরের পুরঞ্জিত দেববর্মার বাড়ীতে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে চম্পকনগর থানার দারোগা ব্রজদাস দেববর্মা এস, আই সেখানে গিয়েছেন।

সন্ধ্যারাম দেববর্মা ধরা পড়েছে। তার দলে ১০ জন আছে। তারা কোথায় কোথায় আছে এই কথাও সে স্বীকার করেছেন। বেলবাড়ী থেকে পাঁচ হাজার, জম্পুই থেকে আরো কয়েক হাজার টাকা নিয়েছে। মোট ১০,৬৯২ টাকা তারা লুট করেছে। এদের দলে আছে সুধম দেববর্মা পূর্থি দেববর্মা, ওয়াখিরাম দেববর্মা, ক্ষেইপ দেববর্মা, পই দেববর্মা, অভিরাম দেববর্মা, মাই এতনা দেববর্মা, শেখর দেববর্মা এবং তাদের হাতে কিছু অস্ত্র শস্ত্র আছে। টি, এন, ভি শেখর দেববর্মা তাদেরকে অস্ত্র শস্ত্র দিয়েছে। একজন কক্‌বরক মাষ্টার। তারা নিজেরা বলছে যে, আমরা অস্ত্র কিনেছি উগ্রপন্থী হিসাবে কাজ করার জন্য। এ, টি, টি, এফ হিসেবে কাজ করার জন্য। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এদেরকে কঠোর হাতে দমন করবেন কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না। চম্পকনগর-বেলবাড়ীতে তাদের নামে কেস করা হয়েছে কিন্তু এখনো কেউ ধরা পড়েনি। ওনারা যুব সমিতির লোক। অনেক টাকা পয়সা এবং অস্ত্র শস্ত্র তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। বীর্য দেববর্মার এফ, আই, আর, আছে। কিছুই করা হচ্ছে না। তাদের বিরুদ্ধে

কোন অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে সমস্ত কাটমোশন আনা হয়েছে আমি সেগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করি এবং বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাট মোশন বিরোধী দলের সদস্যরা এনেছেন সেগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, বিরোধী দলের সদস্যদের কাজ হলো জনগণকে বিভ্রান্ত করা। এই রাজ্যের উন্নতি হউক, এই রাজ্যের প্রগতি হউক এটা তারা চান না। আমরা লক্ষ্য করেছি এই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির মাননীয় সদস্যরা সব সময় এমন ভাবে বক্তব্য রাখছেন, যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়। তারা উন্নয়ন চায় না। এ রাজ্যে প্রগতি হউক এটা চান না। মাননীয় সদস্য গোপাল বাবু, শিক্ষা বিভাগের ডিমাণ্ড নং ৫০ এবং মেজর হেড ২২০২, এই ডিমাণ্ডের উপর একটা কাট মোশন এনেছেন।

শিক্ষা থেকে ব্যয় কমানোর জন্য এখানে তারা দাবী করেছেন। স্যার, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বিগত ১০ বছরে এই রাজ্যের শিক্ষার যে ব্যবস্থা তা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন তা আর বলার নয়। সেখানে রাজনীতি ঢুকিয়ে দিয়ে স্কুলগুলিতে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। স্যার, আমরা দেখেছি, নির্বাচন করে কংগ্রেস-সি, পি, আই, (এম) করে একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। এই রাজ্যের মানুষ শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাক এটা ওনারা চাইতেন না। কারণ, তাঁরা ভাল করেই জানেন, এই রাজ্যের মানুষ শিক্ষায় এগিয়ে গেলে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। এই জন্যই আমরা দেখেছি, বিগত ১০ বছরে ছাত্রকে দিয়ে ছাত্র খুন করান হয়েছে। শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারতেন না। আজকে যখন শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসছে তখন তাঁরা এর বিরোধিতা করছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, বিগত ১০ বছরে প্রাইমারী স্কুলগুলিতে একজন করে শিক্ষক সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে দুই জন করে শিক্ষক। আজকে প্রয়োজন যত তত শিক্ষকই স্কুলগুলিতে আছেন। মতিবাবু শুনুন, আপনার স্কুলে একদিন গিয়ে দেখেছি, আপনি সোদ পাতার উপর বসে আছেন। আর একদিন গিয়ে দেখছি, দাঁড়িয়ে আছেন। আজ বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, স্কুলগুলিতে ফার্ণিচার দেওয়া হয়েছে কিনা ? স্যার, শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবেশ এই সরকার গঠন করেছেন। আপনাদের লজ্জা হয় না শিক্ষার ক্ষেত্রে কাটমোশান আনতে ? কি করে গিয়েছিলেন, শিক্ষা অবস্থার ? এখানে আর একজন শিক্ষক আছেন। শ্রদ্ধেয় দাদা। উনি আবার শিল্প মন্ত্রী ছিলেন।

এখানে উনি শিক্ষার ব্যপারে অনেক বড় বড় কথা বলে গেছেন। নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করে যখন আজকে সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তখন আপনারা তার বিরোধিতা করছেন, বিরোধী দলে আছেন বলেই কি এর বিরোধিতা করতে হবে? স্যার, ছাত্রছাত্রীদের বুক গ্র্যান্টের টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও বাধা দেওয়া হচ্ছে স্যার, আমরা দেখেছি, বিগত ১০ বছরে এই রাজ্যে একটি অপদার্থ সরকার ছিল। তাঁরা এস, সি, এস, টি, ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যে বুক গ্র্যান্টের টাকা সেটা পর্য্যন্ত মেরে দিয়েছে। লজ্জা থাকা উচিত।

আজকে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্র ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করেছেন। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে, সেখানে আপনারা কাটমোশন এনেছেন। আপনারা কাটমোশান এনেছেন যে স্কুলে কোন দালান-কোঠা নির্মাণ করা হয়নি। দালান কোঠা নির্মাণের জন্যইতো এই বাজেট। তবে এই জোট সরকারের আমলে ৩ বছরে কিছু দালান-কোঠা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের আমলে স্কুলের কোন চিহ্নই ছিল না। গাছের তলায় বসে ছাত্র ছাত্রীদেরকে ক্লাশ করতে হত। সেই পরিবেশ আপনারা সৃষ্টি করেছিলেন। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনারা বলতে পারবেন-কোন্ গ্রামে কোন্ স্কুলে গাছের তলায় বসে ক্লাশ করানো হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি ছাত্রদেরকে হালের গরুর মতো গাছের তলায় নিয়ে বসে থাকতো। এই ছিল তখন শিক্ষার পরিবেশ। তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী দশরথবাবুর শিক্ষানীতি ছিল— শিক্ষকরা স্কুলে যাও না যাও, শ্লোগান দাও, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়তে হবে ইত্যাদি বল, তাহলেই বেতন পাওয়া যাবে। এই ছিল তৎকালীন শিক্ষার পরিবেশ। সেখানে আপনারা আবার কাটমোশান এনেছেন। আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত। স্যার, মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী মহোদয় এখানে কাটমোশান এনেছেন প্রকৃত ভোটারদের ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে বাংলাদেশীদের আপনারা ভোটার লিষ্টে নাম অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এরকম অনেক ভোটার আমরা পেয়েছি। ইলেকশানের দিন আমরা দেখেছি নৃপেনবাবু অনেক বাংলাদেশীদের কোলে করে নিয়ে যেতেন ভোট কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার জন্য। আজকে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বহু বাংলাদেশী লোকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। আজকে এই দেশের যারা স্থায়ী বাসিন্দা সুস্থ নাগরিক তাদের নামে আজকে ভোটার তালিকা করা হচ্ছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ যে সমস্ত ডিমাণ্ড এই হাউসে উপস্থাপন করেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে এবং কাটমোশানগুলির তীব্র বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীবিল্লাল মিঞা।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মেজর হেড-২৪০৩ ডিমাণ্ড নং ৩৬, ১৯৯০-৯২ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথ্য অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট এবং তার জন্য যে সমস্ত ডিমাণ্ড পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করছি। স্যার, মাননীয় সদস্য সুকুমার বর্মন এবং নকুল দাস মহাশয় এনিমেল হাজব্যাণ্ড্রির বিরুদ্ধে কাটমোশান এনেছেন। কিন্তু আমি বলব প্রয়োজনের তুলনায় এই ডিপার্টমেণ্টের জন্য কম টাকাই ধরা হয়েছে। তাই আমি মনে করি এই কাটমোশান আনার কোন বাস্তবতাই থাকতে পারে না। এই ডিপার্টমেণ্টে প্রতিটি ব্লকের জন্য একটা গাড়ীর প্রয়োজন আছে কিন্তু সেই প্রয়োজন অনুসারে প্রতিটি ব্লকে আমি গাড়ী দিতে পারছি না। তাই তেলও এত বেশী খরচ হচ্ছে না। তাই এই ক্ষেত্রেও আমার বিরোধিতা করতে হবে। উনারা বিরোধিতা করছেন কিন্তু আমি মনে করি এই কাটমোশান আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রাজ্যে পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখেছি গো-মড়ক হয়েছে, শূকর মড়ক হয়েছে এই রকম অনেক খবর বেড়িয়েছে। কিন্তু আমি বলছি না যে আমাদের আমলে ২/১টি গো মড়ক হয় নি, শূকর মড়ক হয়নি, দুই একটা হতে পারে। উনাদের রাজত্বের তুলনায় ৫ পারসেণ্টও আমাদের রাজত্বকালে মড়ক হয় নি। কারণ এই সমস্ত মড়কের জন্য আমরা প্রতিষেধক ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করেছি যার ফলে গরু এবং শূকর মড়কের হার আগের তুলনায় বলতে গেলে নেই বললেই চলে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলের পশুপালন মন্ত্রীর কথা এখন বলে আর লাভ নেই। ১৯৭৭-৭৮ সালে উনারা স্যার ১৪ লক্ষ টাকার মেডিসিন ক্রয় করেছিলেন প্রায় ৬ লক্ষ টাকার মত সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড হয়ে গেছে।

১৪ লক্ষ টাকার মেডিসিন ক্রয় করে তার মধ্যে ৬ লক্ষ টাকা ঔষধ সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড। অর্থাৎ এগুলির মেয়াদ শেষ ডিষ্ট্রিক ষ্টোরে এখনো পড়ে আছে। আন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঔষধগুলি কিনে তারা টাকাগুলি আত্মসাৎ করেছে। পশু পালন দপ্তরের যিনি মন্ত্রী ছিলেন উনার ভালভাবে জানা আছে। আরো অনেক এমন আছে। খোঁচা দেবেননা। (বিরোধীদের উদ্দেশ্যে) খোঁচা দিলে সব বের হয়ে যাবে। এখানে কাটমোশান আনা হয়েছে রাজ্যে উন্নতমানের গো-প্রজননের চরম ব্যর্থতা। বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন যে গো-প্রজনন হয়েছে তার চেয়ে অনেক অধিক গো-প্রজনন আমরা করেছি। সেটার পরিসংখ্যান আমি দিয়েছি. গত সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে। দেবীপুর ফার্মের কথা বলেছেন মতিলালবাবু। সেটা সম্পর্কে বলতে চাই দেবীপুর ফার্মে ১৯৭৯-৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ৯৫ লক্ষ টাকা এন, ই, সি দিয়েছে। এন, ই, সি ৯৫ লক্ষ টাকা ৩ বছরের জন্য নিয়েছে, তারপর সেটা ষ্টেট বাজেটে এসে

পড়ে। তারপর সেই কাজটা ষ্টেট বাজেটের মধ্যে চলছে। স্যার, এই যে দেবীপুর ফার্ম, এইটার একটা পরিকল্পনা ছিল উন্নতমানের ছাগল কেনা। সারা রাজ্যে আমরা সেটা যাতে বিস্তারিত লাভ করতে পারি, উন্নতমানের ছাগল সরবরাহ করতে পারি তার জন্য চেষ্টা করছি। এই ফার্মটাকে তাদের আমলে একটা ক্যাডারের আখড়া করেছিল। ক্যাডারের আখড়া করে এই দেবীপুর ফার্মকে একটা হরটিকালচার ফার্মে পরিণত করা হয়েছিল। অতএব উনারা যে কাটমোশান এনেছেন উনাদের লজ্জা থাকা উচিত। এই যে প্ল্যান, বর্তমানে আমরা পেশ করেছি এইখানে আমরা ৩ বছরে ঘর করেছি, এই বছরে আমরা উন্নতমানের ছাগলের জন্য রিকুইজিশান দিয়েছি। অলরেডী এসেছে। এই বছরের বাজেট আমরা ৫৬টি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। তার মধ্যে ১৮টি স্কীম একেবারে নতুন। তাদের সময়ে গরু যদি ক্রিমি রোগে আক্রান্ত হত তখন প্রতি-রোধের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হতনা। এখন আমরা তার ব্যবস্থা নিয়েছি। গো-খাদ্যের নিম্নমান নির্ণয় করার জন্য ল্যাবরেটরী করার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। স্যার, আমরা জানি রাজ্যে যে বেকার সমস্যা সেই সমস্যা চাকরীর মধ্য দিয়ে সমাধান করা যাবেনা। এই রাজ্যে বর্তমানে ৩০০ বেনীফিশারীজের মত ব্রয়লার চাষ করে যুবকেরা তার অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করছে। আগামী আর্থিক বছরে আমরা ওদেরকে, রেজিষ্টার্ড প্রকল্পে আমরা রেখেছি, ওনারা যদি রেজিষ্ট্রার করে তাহলে দপ্তর থেকে আমরা তাদেরকে টেকনিকেলি হেল্প এবং ব্রয়লার সাপ্লাই করব। মহিলাদের ছাগল পালনের পরিকল্পনা নিয়েছি, শূকর পালনের পরিকল্পনা রেজিষ্ট্রেশান করেছি। যারা রেজিষ্ট্রেশান করবে শূকর পালনের জন্য ওনারা সেই সহযোগিতা পাবেন। এই বছরে আমরা এই অর্থনৈতিক প্রকল্প হাতে নিয়েছি। তেমনি ভাবে মহিলাদের ছাগল পালন প্রকল্পও আমরা নিয়েছি, শূকর পালকদের জন্য রেজিষ্ট্রেশান করার প্রকল্প যেটা সেটা মুরগীর নমুনাই, যারা রেজিষ্ট্রেশান করবে তারা শূকর পালনের সমস্ত সহযোগিতা পাবেন। স্যার, আদর্শ গ্রাম হিসাবে এনিমেল হাজব্যানড্রী পশুপালন দপ্তর থেকে পশুপালনের জন্য আদর্শ ভিলেজ হিসাবে আমরা পরিকল্পনায় ৫ টা গ্রামকে নিয়েছি। আমরা গো খাদ্য চাষের প্রশিক্ষণ শিবির করব, পশু পালকদের শিক্ষার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। এইভাবে আমরা বিভিন্ন স্কীমগুলি হাতে নিয়েছি। আমাদের সরকারের বিশ্বাস তাতে জনগণের অর্থনৈতিক দিকে লাভবান ও শক্তিশালী হবে, বিশেষ করে কৃষকেরা বেশী করে উপকৃত হবেন। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল এলাকার জন্য বেশ কিছু স্কীম রয়েছে, আমরা আরও আই, সি, ডি, পি, প্রকল্প আমরা নতুন ১টা করেছি। এই স্কীম আমরা এ বছর না হলেও আগামী বছর করব। স্যার, এইভাবে আমরা সমস্ত পাহাড়ী

অঞ্চলের গ্রামগুলিতে এখনও গো চিকিৎসার জন্য এবং পশু চিকিৎসার জন্য যারা বিভিন্ন ভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলি সমাধানের জন্য আমরা এগিয়ে যেতে পারব। তাই এই বাজেটের প্রতি যে কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করার জন্য মাননীয় সদস্যদের প্রতি আহ্বান করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী কালিদাস দত্ত।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা মোট ১৪টি কাটমোশান এনেছেন, নির্ব্যাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ডিমাণ্ড নাম্বার-৩ মেজর হেড ২০১৫, এই ডিমাণ্ডের উপর ১৪টি কাটমোশান এনেছেন। আমি বলতে চাই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট বন্ধুদের নির্বাচনের ব্যাপারে বরাবরই একটা অনীহা আছে, গণতন্ত্রের অবস্থা মজবুত হোক এইটা তারা চান না। গণতন্ত্রের বাতাবরণ তারা সমগ্র ভারতবর্ষে চান না, বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে, ভারবর্ষে একটা উদাহরণ হিসাবে যেখানে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে নর্বাচন পদ্ধতি সেই নির্বাচন পদ্ধতির কাটমোশান আনার কোন যুক্তিকতা থাকতে পারে না। তারপর কয়েক জন সদস্য এমন কতগুলি ডিমাণ্ডের উপর কতগুলি কাটমোশান এনেছেন যে ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে কোন অর্থ বরাদ্দই করা হয়নি। যেমন ডিমাণ্ড নাম্বার ৩-র ২০১৫, ১০৬৮ এ কোন অর্থই রাখা হয়নি, কিন্তু তার উপরেও কাটমোশান এনেছেন, এতে বুঝা যায় মাননীয় সদস্যগণ বাজেটের বইটাকে ভাল করে পড়েননি। পড়লে এই রকম ভুল হতে পারে না, এইভাবে শুধু শুধু কিছু কাটমোশান আনার তো কোন অর্থই হয় না। কাজেই আমি বিরোধী বন্ধুদের অনুরোধ করব আপনারা বাজেটের বইটাকে একটু ভাল করে পড়ুন। তারপর নির্বাচন সম্পর্কে কারচুপির অভিযোগ এনে কাটমোশান এনেছেন, তা আপনারা কোন নির্বাচনের কথা বলছেন, গত ১৯৮৮ সালের যে নির্বাচন, যে ঐতিহাসিক নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনের কথাই কি বলছেন তখন আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন।

পরবর্তীকালে আরো দুইটি নির্বাচন, পার্লামেন্টারী নির্বাচন এবং এ, ডি, সি, নির্বাচন হয়ে গেল। এবং পার্লামেন্টারী ইলেকশন যেটা হয়ে গেল সেটা সরাসরি নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং তাদের এজেন্সী মারফত পরিচালনা করেন। এবং এই দুইটি ইলেকশনের পরে ভারতের ইলেকশন কমিশনার রাজ্য সরকারকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন এই নির্বাচনগুলিতে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার জন্য। এবং সেটা মাননীয় বিরোধী বন্ধুরাও জানেন! কাজেই এই সকল নির্বাচনে কারচুপির কোন প্রশ্নই উঠে না।

এখানে আরেকটা প্রশ্ন উঠেছে যে, অনেক বাংলাদেশী নাগরিকদের নাম নাকি ভোটার লিস্টে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইলেকশন কমিশনের রুলস্ অনুযায়ী প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের নামই ভোটার লিস্টের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কাজেই এখানে কারচুপির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই কথা বলতে পারি, যে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রকম কিছু বাংলাদেশী নাগরিকের নাম তোলা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে ধর্মনগরে ব্যাপকহারে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের নাম ভোটার লিস্টে তোলা হয়েছে। এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সহ আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম কিন্তু কোন ফল হয়নি। আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ইলেকশন কমিশনের যে নিয়মাবলী রয়েছে সে নিয়মাবলীর মধ্যে থেকে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং কোন ভারতীয় নাগরিক যাতে বঞ্চিত না হন সেই দিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কাজেই এখানে এই ধরনের কোন প্রশ্ন আসতেই পারে না। কিন্তু আমরা দেখেছি বিগত বামফ্রন্টের আমলে যারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বাস করতেন নির্বাচনের দুই একদিন আগে তাদেরকে ব্যাপকহারে এইখানে অনুপ্রবেশ করানো হত। এবং প্রতিটি নির্বাচনের সময়ে এইভাবে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ঐ ভোটারদের দিয়েই বামফ্রন্ট বিগত দশ বছরে শাসন ক্ষমতায় কায়েম করে রেখেছিল এই ত্রিপুরা রাজ্যে। যাই হোক জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নির্বাচনটা তাদের আমলে প্রহসনে পরিণত হতে পারেনি। মানুষের সাহায্য এবং সহযোগিতা নিয়ে ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে তারা পরাজিত হয়েছেন।

স্যার, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিধানে কমিউনিজমে গণতন্ত্রের কোন স্থান নেই। তবে ভারতবর্ষে যে সংবিধান সেই সংবিধানকে তারা স্বীকার করে নিয়ে (প্রাথমিকভাবে তাদের মধ্যে দ্বিধা ছিল তারা প্রথমে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে চাননি) পরবর্তীকালে তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের শুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বা মার্কসইজমের যে ডকট্রাইন তাতে যারা বিশ্বাস করে আমরা জানি তারা কখনো গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করতে পারে না। রাশিয়াতে সেই লেলিনের আমল থেকে শুরু করে স্টালিন হয়ে ক্রোশ্চেভ হয়ে ইদানিংকালে গর্ভাচেভ এর আমল পর্য্যন্ত রাশিয়াতে তো নির্বাচন কোন স্থান পায়নি। সেখানে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। এমনকি কমিউনিষ্ট দেশের আরেকটি পীঠস্থান লালচীন সেখানেও গণতন্ত্রের কোন স্থান নেই। মাও সে তুঙের নেতৃত্বে যে বিপ্লব ঘটেছিল প্রথমে আতিশায্যে মাও সে তুঙ্ বলেছিলেন যে "লেট হানড্রেড ফ্লাওয়ারস্ ব্লজমস" শতফুল প্রস্ফুটিত হোক। একটাই ব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। উনিও

প্রাথমিকভাবে সেটাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই শত ফুল আর চীনে প্রস্ফুটিত হয়নি। পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম দীর্ঘদিন যাবৎই সেখানে এক দলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম হয়েছে। এবং ইদানিংকালে চীনেও ছাত্ররা আন্দোলন করেছেন গণতন্ত্রের জন্য। রাশিয়াতেও আজকে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন চলছে। মার্কস্‌বাদী বন্ধুরা নিশ্চয়ই জানেন যে, লিথুয়ানিয়াতে যেটা রাশিয়ার একটি অঙ্গরাজ্য সেখানে ভোট নেওয়া হয়েছে এবং সেই নির্বাচনে নাইনটি পারসেণ্ট লোক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য তাদের মতামত দিয়েছেন। কিন্তু রাশিয়ায় আজকে যারা শাসক দল তারা সেখানে ওদের শাসানী দিচ্ছেন— হয়তো সেখানে সেনা বাহিনীও পাঠানো হতে পারে। তাতে আমরা আশ্চর্য্য হব না।

সুতরাং এখানকার যে মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের কৌশলগত কারণেই এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আজকে তারাও পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেটিক সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে, বিশেষ করে নির্বাচনের ব্যাপারে তারা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন এইটা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর কুঠারাঘাত। সুতরাং তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে, তারা এই সমস্ত কাট মোশান তোলে নেবেন। এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন যাতে এই রাজ্যে পরবর্তীকালে হতে পারে তার জন্য গণতন্ত্রের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা রেখে তাদের সমস্ত কাট মোশান তোলে নেবেন। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সভায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান এখানে আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

স্যার, এখানে আজকে ডিমাণ্ড নাম্বার-১৭ মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার, সমর চৌধুরী, মতিলাল সরকার এবং আরো অন্যান্য কয়েকজন কাটমোশান এনেছেন। তাদের অভিযোগ হচ্ছে যে, কুঠির জ্যোতি স্কিমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের ব্যাপারটি। স্যার, ১৯৮৮ সালে আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন থেকেই এই স্কীম নেওয়া হয়। বামফ্রণ্টের সময়ে যেটা ছিলনা। ১৯৮৮-৮৯ইং সালে এক বছরে আটশ পরিবারকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কুটি জ্যোতি স্কীমে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে। তারপর ১৯৮৯-৯০ ইং সালে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, যারা গরীব, বা দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছেন তাদেরকে আমরা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিয়েছি। এবার ১৯৯১-৯২ সালে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৪০০ পরিবারকে আমরা বিনামূল্যে বিদ্যুতের কানেকশান

দেব। এই হচ্ছে আমাদের টার্গেট। কাজেই আজকে এখানে এই ব্যাপারে যে কাটমোশান আনা হয়েছে সেটা সম্পুর্ণ অসত্য। এবং এই ব্যাপারে আমাদের কোন ব্যর্থতা থাকতে পারেনা। কিন্তু এখানে আর একটা জিনিষ বলেছেন মাননীয় সদস্য কেশববাবু সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে উপজাতি সংখ্যালঘু এলাকায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারণে নাকি এই সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

স্যার, আমি উল্লেখ করতে পারি যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের ১০ বছর সময়ের থেকে সবচেয়ে বেশী সিডুল্যউলডকাস্ট এবং সিড্যুউলড ট্রাইবস এলাকায় বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে। তারপর স্যার, ৬৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা হয় এস, সি এবং এস, টি এলাকায়। আর বাকী ৩৫ শতাংশ হয় জেনারেল এলাকায়।

তারপর স্যার, উনাদের আমলে সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত ছিল, এস, সি এবং এস, টি এলাকাগুলি। সেখানে উনারা বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের জন্য চিন্তা করতেন না। আর একটা জিনিস উনারা করে গিয়েছেন, যার জন্য আমরা এখন সমস্যায় পড়েছি। সেটা হচ্ছে ট্রাইবেল এলাকায় ভারজেন ভিলেজ, অথচ এই নামে নন‌ট্রাইবেল এই এলাকা। সেটা হতে ভার্জেন ভিলেজ, লেখা নেই। পুনর্বাসিত হয়েছে। হয়ত নতুন পুনর্বাসন কলোনী দেওয়া হয়েছে। ওনাদের আমলে সেমস্ত গ্রামে দেওয়া হয়েছে।

স্যার, আদমশুমারী হিসাবে সারা ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের একটা নিয়ম-নীতি রয়েছে।

যার কারণে উনারা একজনের বদলে আর একজনকে দিয়ে ভোট দিয়েছিলেন। ঠিক সেই রকম উনারা একটি গ্রামের বদলে আর একটি গ্রামে বিদ্যুৎ লাইন দিয়েছেন। যখন আমরা আসল গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করতে গেলাম তখন দেখা যায় ঐ সমস্ত গ্রামের নামে অগ্রে লাইন দেওয়া হয়ে গেছে। স্যার, এটা আমি বানিয়ে বলছি না, এটা সত্যি ঘটনা এবং উনারা ভালো করে জানেন। তারপর স্যার, আর একটি জিনিষ এখানে তুলেছেন যে বিদ্যুৎ সাপ্লাই স্যার, এই সরকার আসার পর বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ অনেক উন্নতি হয়েছে। যেটা বামফ্রন্টের আমলে হয় নি। বামফ্রন্টের আমলের হিসাব আমি দিয়েছি এই হিসাব পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, নতুন করে বলতে চাই না। এটুকু বলতে পারি যে, বামফ্রন্টের আমল থেকে আমরা অনেক উন্নতির পথে এগিয়ে চলছি বিদ্যুৎ-এর দিক দিয়ে। একদিন আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হব এটা নিশ্চিত। স্যার, এখানে দেখেছি যে আমাদের এই তিন বছরের মধ্যে কাটমোশান, শুধু তিনটি পয়েন্টের উপর প্রতিটি এ্যাসম্ব্লিতে উনারা চিৎকার করছেন, তিনটি মাত্র পয়েন্ট। আমি দেখেছি প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে মন্ত্রীরা সব লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে রেপ হচ্ছে,

ধর্ষণ হচ্ছে, ৩য় পয়েন্ট হচ্ছে উপজাতির স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে, ট্রাইবেলরা মরে যাচ্ছে এই তিনটি পয়েন্ট নিয়ে প্রথম যেদিন থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, ঐদিন থেকে উনারা চিৎকার করে আসছেন। একই কথা আমরা শুনি না শুনি, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শুনুক বা না শুনুক একটি কথা বার বার বলছেন এই তিনটি পয়েন্টের উপর। স্যার, আমি দেখেছি তরণীবাবু আজকে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, গত এই সেশনের ভিতর একই রকম বক্তব্য এর আগেও দিয়েছেন একদম হুবহু কার্বন কপি। এরমধ্যে নতুনত্ব নেই, নতুনত্ব কোন প্রস্তাব, নতুনত্ব সরকারের কোন দোষত্রুটি কিছু নেই। বারবার শুধু রিপিটিশন চলছে। স্যার, তাদের প্রথম অভিযোগ মিনিষ্টাররা লুটেপুটে নিচ্ছে, ইন্দ্রপুরীতে বাস করছে। স্যার, আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই, উনারা প্রথম যখন মন্ত্রী হয়েছিলেন তখন রিক্সায় চলতেন কিনা? এখানে সমরবাবু অনন্তবাবু মিনিষ্টার ছিলেন। আর একটা জিনিষ স্যার, আমার মনে আছে, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর নৃপেনবাবু ৫২ নং সীটে বসে কৈলাশহর গিয়ে একটা বাহাবা দেখার চেষ্টা করেছিলেন। এর পরে দেখলাম স্যার, সামনে দশটি পুলিশের গাড়ী ছাড়া কোথাও যান না।

এটাই ছিল নিয়ম, এটা কি লোক দেখানো নয়? এটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। স্যার, আর একটি, উনারা সরকার থাকা কালীন নৃপেনবাবু যে কোয়ার্টারে থাকতেন ঐ বাড়ীটা আপনি একবার গিয়ে দেখুন। এখন এই কোয়ার্টারে থাকেন সুরভিৎবাবু। নৃপেনবাবু অবিবাহিত তার স্ত্রী সন্তান নেই তার ঐ বাংলোটা কিভাবে তৈরী হয়েছে। সূর্যের তাপ রিফ্লেকশন করার জন্য ৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল। এটা কিসের জন্য স্যার। তারপর এখানে বিধানসভায় এসে বলবে মন্ত্রীরা লুটেপুটে খাচ্ছে সবকিছু লুটে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঘরে ৮টি এয়ার কণ্ডিশন ম্যাসিন লাগানো হয়েছিল। আমার ঘরে কি এয়ার কণ্ডিশন লাগানো হয়েছে? গিয়ে দেখুন আমার ঘরে এয়ার কণ্ডিশন আছে কিনা? আমাদের এয়ার কণ্ডিশন লাগবেনা। তারা কেন এই কথা বলবেন। এটাকি ত্রিপুরার কথা ছিল না? না তারা সেই টাকা বাংলাদেশ থেকে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে এনেছেন। সেটি সবতো ত্রিপুরার টাকা এইভাবে মন্ত্রীদের চরিত্র হরণ করা যাবে না। তাদের ধারণা ছিল এই মন্ত্রীরা গ্রামেগঞ্জে যাবে না। আর একটা কিছু ঘটনা হলেই মন্ত্রীদের উপর দোষারূপ।

কিন্তু আমরা যে কোন ঘটনা ঘটলে পরে আমরা দূরে যায়। তখন তারা বলে এই সব ছোট-খাটু ব্যপারে কি মন্ত্রীরা যায় নাকি। আশ্চর্য্য ব্যাপার, গেলেও মুশকিল না গেলেও মুশকিল। বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করেন নাই আপনারা। বিরোধী দলের দায়িত্ব কি সেই কথাটুকু আপনার উল্লেখ করেন নাই। তাদের একমাত্র উল্লেখ আছে অন্যান্য সম্প্রদায় থাকলেও তাদের কথা উল্লেখ

করেন নাই তারা কারণ ট্রাইবেলরা হচ্ছে সি, পি এম. এর রাজনীতির পুঁজি, হাতিয়ার তাই আমি বলে দিয়েছি এই কুবুদ্ধি এখন আর নেই। এই পুঁজি এখন আর নেই। ট্রাইবেলরা এখন সচেতন তাদের গণতন্ত্র অধিকার সচেতনটা ট্রাইবেলদেরকে চুষিয়ে নেবার জন্য তাহারা অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারবেন না। টি, এস, এফদের ইম্যাচিউব মনে করে তাদেরকেও চুষিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারে নাই তাদের মধ্যে অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষ আছে। তারা ভুল পথে পা দিবে না।

প্রত্যেকটি গাঁও সভার চেয়ারম্যানদের চিঠি লিখে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা দাবী করছে এবং সেই সংগে নির্দ্দেশ দিচ্ছে যে গাঁওসভা থেকে এই সমস্ত কালেকশন করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। অন্য দিকে যে সব কাজের জন্য কন্ট্রাক্টরদের ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হচ্ছে এবং ওয়ার্ক অর্ডার মূলে তারা যখন সেই সব জায়গাতে কাজ করতে যাচ্ছে তখন তাদের বলা হচ্ছে ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েছ, বেশ করেছ। আমাদের এই পরিমাণ টাকা দিয়ে এখান থেকে চলে যাও, তোমাদের কোন কাজ করতে হবে না। স্যার এরা আগে ছিল টি, এন, এল, এফ, এখন সেটা পরিবর্তন করে হয়েছে এ, টি, টি, এফ, এবং তারা সেই দুর্গম অঞ্চলগুলিতে বন্দুক উঁচিয়ে কাউকে কোন কাজ করতে দিচ্ছেন না। এটা তো আপনাদেরও জানা আছে। কিন্তু এটা তো আপনারা কেউ এখানে উল্লেখ করলেন না। অথচ অভাবের কথা বলছেন, আমরা নিজেরাও এটা অস্বীকার করছি না যে, এই রাজ্যে কোন অভাব নেই। অভাব আছে, এবং আমরা সেই অভাব দূর করার জন্য চেষ্টা করে চলেছি। আপনারা তো এই হাউসে বিশেষ করে নৃপেনবাবু প্রায়ই বলতেন যে, ত্রিপুরাতে বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস যা করতে পারে নি, আপনারা নাকি ১০ বছরেই সেটা করেছেন। কাজেই আপনাদের কথা মতো মনে হয় যে আপনারা ১০ বছরে ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য যা করে গেছেন, আর কিছু তাদের জন্য করার নেই। কাজেই এই সরকারের তিন বছর যেতে না যেতেই আপনারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে, ট্রাইবেলদের জন্য কিছু করা হচ্ছে না। তার মানেটা কি? আপনারা তো এত বলছেন যে আমরা ১০ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের জন্য যা কিছু করে গেছি, আগামী ১০০ বছরেও এই রাজ্যের ট্রাইবেলদের আর কেউ মারতে পারবে না। তাহলে আমি ঠিক আপনাদের জিজ্ঞাস করব যে আপনাদের ১০ বছরেই পুঁজি কি এই তিন বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল? স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য সুনীলবাবু বলেছেন—ল্যাম্পস এবং প্যাকসের কথা। কিন্তু আমি জিজ্ঞাস করি আপনি একথাটা বললেন না কেন যে, বামফ্রন্টের আমলে কতটা ল্যাম্পস প্যাক্স পোড়া গিয়েছে এবং

কতগুলি ল্যাম্পস প্যাক্সের অডিট হয়েছে। আমরা তো দেখতাম আপনাদের আমলে প্রতি বছরই মে— জুন মাস আসলেই এই রাজ্যের ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলির পোড়ানোর কাজ চলতো অর্থাৎ একটা মেচের কাঠিতেই সব শেষ। তাই সেগুলির আর অডিট করার কোন প্রয়োজন হত না। কিন্তু এখন সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে আপনারা কি বলতে পারেন যে, এই সরকারের আমলে কোন একটি ল্যাম্পস বা প্যাক্স পোড়া গিয়েছে। এ সব আপনারা বলতে পারবেন না। কাজেই উপজাতিদের কথা বলে আপনারা এই সভাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন, এই সব কাটমোশান এনে। এতে আপনাদের কোন লাভ হবে না, অনুগ্রহ করে আপনারা এসব কাটমোশান তুলে নিয়ে এই রাজ্যের উপজাতি হউক আর অ-উপজাতিই হউক সবার উন্নয়নের কাজে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন আর এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকের বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাটমোশান এসেছে, সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, বেশী কিছু বলবনা, অল্প কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করব। স্যার, এটা খুব ভাল যে প্রচুর টাকার এ্যালোকেশান দেখিয়ে কৃষি দপ্তর এই রাজ্যের কৃষির উন্নয়নের একটা ছবি তুলবার চেষ্টা করেছেন। এই রাজ্যের কৃষকেরা সত্যি তাদের কৃষির উন্নয়ন চায় কিন্তু এই সরকারের সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। কারণ আমরা দেখেছি কৃষকেরা তাদের কৃষির উন্নয়নের জন্য জলসেচের সুযোগ চায়, সার চায়, এমন আরও প্রয়োজনীয় অনেক কিছু চায়, এজন্য তাদের আজকে এদিক সেদিক দৌড়তে হচ্ছে।

স্যার, মানুষের জন্য সার চাই, বীজ চাই, জমিগুলির আর উন্নতি করতে হবে। জমিগুলির উপর বালু বসে গেছে সেগুলি সরাতে হবে, সেগুলিকে উদ্ধার করতে হবে। এই সমস্যা কি উপজাতি, কি অ-উপজাতি সকলেরই আছে। ট্রাইবেলদেরতো নাল জমি নাই, টীলা জমি সেগুলিকে চাষ বাসের যোগ্য করতে হবে। তা না হলে বাঁচবে কি করে? আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে বলতে হচ্ছে। যে নীতি এই সরকার গ্রহণ করেছে। যে পলিসি নিয়েছে যে প্রযুক্তি বিদ্যা সেই প্রযুক্তি বিদ্যা কার জন্য? এই রাজ্যে শতকরা ৭০ জন কৃষকের জমির পরিমাণ হচ্ছে এক কানি দুই কানি। এক একরের উপর কোন হিসাব হয়নি। পয়েন্ট পাইভ, পয়েন্ট দুই হলো জমির পরিমাণ। এছাড়া কিছু খাস জমির রয়েছে যে গুলির এ্যালটমেন্ট এই সরকার এসে বন্ধ করে দিয়েছে। বামফ্রন্টের একটা নীতি ছিল যে সামগ্রিক ভাবে গ্রামীণ কৃষকদেরকে প্রায়রিটি দিতে হবে। বিজ্ঞানকে জানতে হবে। কিন্তু কোথায়, কাদের জন্য? কি উপজাতী, কি অ-উপজাতি, তপশিলী জাতি এবং বেকওয়ার্ড কম্যুনিটি এই অংশের মানুষের

জন্য বামফ্রন্ট সরকার একটা নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে এদেরকে জমিতে সেটেলমেন্ট করতে হবে, জমির রেকর্ড করতে হবে, পরচা দিতে হবে এবং ইনপুটস যোগান দিয়ে ওনাদের চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত পরিকল্পনা ছিল। যেখানে খাস ল্যাণ্ড আছে সেখানে রাবার বাগান করতে হবে। টিপ্ল্যানটেশন করে এইগুলির মধ্যে তাদেরকে সেটেল করতে হবে। এটা ছিল সঠিক পরিকল্পনা। তার থেকে এই সরকার সম্পূর্ণরূপে সরে গেছে। যার ফলে এখন প্রত্যেক এলাকার শ্রমিকরা কর্মহীন। দুই লক্ষ ৬৫ হাজার লেবার কার্ড এই সভার হিসাব দেওয়া হয়েছে। যাদের কিছু নেই, যাদের ছিল তারাও হারিয়ে ফেলছে। বাস্তু ভিটা হারিয়ে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। কৃষির উপর কি নীতি হবে। এই বাজেটের টাকা কোথায় খরচ হবে। কিভাবে গরীব মানুষগুলির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করা হবে। কোথায় আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি হবে। শুধু মাত্র এসেট। স্যার, এটা হচ্ছে ষ্টাটমেন্ট সেটা বুঝার চেষ্টা করেছি। ডিমাণ্ড নং ১৪, সেখানে আমরা দেখেছি এডুকেশনের জন্য ধরা হয়েছে মাত্র আট কোটি টাকা বরাদ্দ। টেকনিকেল এডুকেশনের জন্য ধরা হয়েছে মাত্র দুই লক্ষ টাকা প্ল্যানে আর ননপ্ল্যানে পাঁচ হাজার টাকা স্পোর্টস্ অ্যাণ্ড ইউথ সার্ভিস সেখানে কিছু ধরা হয়নি। আর্ট অ্যাণ্ড কালচার মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। মেডিকেল অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ এর জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্লান সাইডে আর নন প্ল্যানে তিন লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা। শুধু মাত্র তাই নয়। ফেমিলী ওয়েলফেয়ারে এক পয়সাও নেই। এই রকম হাউজিং প্ল্যানে কোন বরাদ্দ নেই। তার মানে কি? নতুন কোন পরিকল্পনা নেই। আমি উল্লেখ করছি এই জন্য, হাউসিং প্ল্যানে কোন বরাদ্দ নেই। রিলিফ অ্যাণ্ড ন্যাচারেল ক্যালামেটিসে একটি পয়সাও ধরা হয়নি। অ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রীতে একটি পয়সাও বরাদ্দ নেই। এতে কি প্রমাণ হচ্ছে? এ রকম আরো আছে। সে সব বলতে চাই না। এইবার অ্যানুয়েল প্ল্যানে নতুন কিছু গড়ে উঠবে না। শুধু ১৪ নাম্বতার ডিমাণ্ড কেন? ১৫, ১৬ প্রতিটির মধ্যে ঠিক এই ভাবে সংকোচিত হয়ে যাচ্ছে। নতুন কোন সম্পদ গড়ে উঠছে না। স্যার, পরিকল্পনাযুক্ত বাজেট। এই পরিকল্পনাযুক্ত বাজেট এমন ভাবে বাজেট তৈরী হয়েছে যে, নির্দিষ্ট ভাবে খয়রাতি, নানাদিকে ছড়ান ছিটান বাজেট। সামনেই ইলেকশান পরিষ্কার বুঝা যায়। তারজন্যই কিছু সম্পদ রাখা হয়েছে বাজেটে। তার জন্য কিছু টাকা পয়সা রাখা হয়েছে বাজেটে।

(মহারানী বিভু কুমারী দেবী'স ভয়েস :- ন্যাচারেল ক্যালামেটিসের জন্য ৩ কোটি টাকা রাখা হয়েছে)

হ্যাঁ, আমরা বুঝতে চাই, যখন আপনার বলার সময় হবে, তখন বুঝিয়ে দেবেন কোথায় কি আছে। স্যার, ইলেকশনের জন্য কি রাখা হয়েছে ? নন-প্ল্যানিংয়ের জন্যই সব থেকে বেশী প্ল্যান টাকা। স্যার, কন্সট্রাকসন ওয়ার্কের জন্য টাকা কোথায় ? স্যার, কন্সট্রাকসনের জন্য লোহা লাগবে, কন্সট্রাকসনের জন্য সিমেন্ট লাগবে, কন্সট্রাকসনের জন্য রড লাগবে, কন্সট্রাকসনের জন্য ইট লাগবে। কিন্তু কোথায় টাকা ? আজকে ইট ভাট্টাগুলিতে আগুন ধরে না। স্যার, প্রাইভেট ইট ভাট্টা মালিকদের কাছে জেনেছি, তারা নতুন করে ব্রীকস্ প্রস্তুত করছেন না। কারণ, সরকারের টাকা কোথায় ? সরকার কিনবেন কি করে ? সরকারে কাছে গত বছরেরই ৩২ কোটি টাকা বকেয়া পড়ে আছে। স্যার, এঁই সরকার ৬৪ কোটি টাকার ঘাটতি নিয়ে চলছে। এই বছরের শুরু মাইনাস দিয়ে। শেষ পর্যন্ত এই বাজেটে কি হবে ? কোন কন্সট্রাকশান নেই, কোন ইনফাস্ট্রাক নেই, স্যার দুর্নীতিই হচ্ছে ওঁদের মূল মন্ত্র। পি. ডাব্ল্যু, ডি. সম্পর্কে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমি আর সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলছি না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশানকে আজকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই প্রসঙ্গে ১/২টি উদাহরণ দিচ্ছি। স্যার, গত ২-১১-৯০ ইং তারিখ, ধর্মনগরের পি. ডাব্ল্যু ডি এর ইঞ্জিনীয়ারের কক্ষে অ্যাক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আক্রান্ত হলেন। ৪ (চার) জন কংগ্রেস (আই কর্মী আমি এখানে নাম ধাম বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। অ্যাক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের কক্ষে ঢুকলেন। তাদের মধ্যে আবার একজন ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে নতুন চাকুরী পেয়েছেন। ঘরে ঢুকে অ্যাক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে জামার কলার ধরে নামিয়ে মারতে লাগলেন। ছোরা বের করে যখন মারতে যাবেন তখন অরুণ কর পুরকায়স্থ অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ঝাপিয়ে পড়ে অ্যাক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে রক্ষা করেন। এতে অরুণ কর পুরকায়স্থ আহত হন। তাদের দাবী ছিল, খেদাছড়ার বিল পাশ দিতে হবে। কাজ হউক আর নাই হউক, তাদের বিলের পাশ তাদের দিতে হবে,। নয়ত অ্যাক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে ছোরা দিয়ে আঘাত করতে তাদের বাধল না। তিনি বলেছিলেন এটা কি করে হবে ? ফিন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন থাকতে হবেত। ওদের কথা, ওরা এ সব মানবে না। সে বলে কিনা, আমি কালিদাস দত্তের ভক্ত। ধর্মনগরে আমায় হুকুম মেনে চলতে হবে। এফ-আই আর করান হয়েছে। এ নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে।

স্যার, এটা আমার কথা নয়, এফ আই. আর করা হয়েছে। এগুলি নিয়ে বহু বিতর্ক হয়ে গেছে। এই হচ্ছে এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের চেহারা। বিভিন্ন সাবডিভিশানগুলিতে যে সমস্ত এস. ডি. ওরা আছেন তারা আজকে অফিসে বসতে পারেন না। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত ট্রাইবেল শিক্ষিত বেকার যুবক আছে তাদেরকে কিছু কিছু করে বিভিন্ন গ্রুপে, বিভিন্ন স্কীমে কিছু কিছু কাজ দেওয়া হবে। ১০/.২/১৫ হাজার টাকার কাজ দেওয়া

হবে। এই সমস্ত কাজগুলি ট্রাইবেলের নাম করে সমস্ত নন-ট্রাইবেল গুণ্ডারা জোর করে নিয়ে নিচ্ছে। আর বঞ্চিত হচ্ছে উপজাতি যুবকরা। যাদের জন্য স্কীম, যাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্যার, আই এ. এস. অফিসাররা, এমনকি পুলিশ অফিসাররা পর্যন্ত আজকে দেশ ছাড়া। যারা একটু নিয়ম শৃংখলা মেনে কাজ করতে চান তারা কোন কাজ করতে পারেন না। এমনকি বিচারকের আসনে যিনি বসে আছেন, তাঁকে কান ধরে যা খুশী করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে ইতিহাস। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের গত তিন বছরের ইতিহাস। এই যেখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সেখানে বাজেট বরাদ্দের অনুমোদন দেওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে লুট-পাট। স্যার, সুব্রাম্মনিয়াম, একজন আই. এ, এস. অফিসার এখান থেকে মার খেয়ে চলে গেলেন, আর আসেন নি। কোন আই, এ, এস, অফিসার এখানে থাকতে চান না। স্যার আমাদের পাওয়ার মিনিষ্টার খুব পাওয়ারফুল ম্যান। উনার কুটির জ্যোতির গল্প শুনছিলাম। এই কুটির জ্যোতির ভাগ্যবান কারা? যারা বিশ পঁচিশ, এক লাখ টাকা খরচ করতে পারেন তারাই হচ্ছেন কুটির জ্যোতির ভাগ্যবান। মাননীয় সদস্য, গৌরী শংকর বাবুর বাড়ীতে কুটির জ্যোতির আলো পৌঁছেছে কিনা আমি জানিনা। আজকে সাধারণ মনুষের ঘরে ঘরে অন্ধকার, অন্ধকার প্রতিটি জুমিয়া পরিবারের ঘরে ঘরে, কি অ-উপজাতির ঘরে ঘরে। শহরের বস্তিগুলি আজকে অন্ধকার। আমাদের মহারাণী, যিনি এই ত্রিপুরা রাজ্যকে এখনো নিজের রাজ্য বলে মনে করেন, এই রাজ্যের সবাই উনার প্রজা, উনার শহর, উনি নিজে এখানে থাকেন, এখন লোক্যাল সেল্ফ গভার্ণমেণ্টের মন্ত্রী।

মহারাণী বিভুকুমারী দেবী (মন্ত্রী) :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে আমি নিজেকে এখনো ত্রিপুরার মহারাণী বলে মনে করি। একর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশান, এ্যাস পার ল উনার বন্ধু মার্কসিস্ট লীডার জ্যোতি বসু একজন ডি, এম, কে লীডারকে মানা করছেন আমার প্রথম নাম নিতে। তিনি বলেছেন -As per law I am still recognised though Maharaja has been de-recognised I am still cen be called Maharani of Tripura.

আজকে ইলেকট্রিক পোষ্টগুলি জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে মাস্‌ল ম্যানরা ভাগ্যবান ব্যক্তিদের বাড়ীতে যারা বিশ হাজার, পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করতে পারেন। সব তাদের বাড়ীতে চলে যায়। স্যার, সোনামুড়া সাবডিভিশানে ধনপুরে, এটা আমার কনষ্টিটিউয়েন্সী, সেখানে আড়ালিয়াতে সেখানে দুইটা ১০ হর্স পাওয়ারের মেশিন ছিল লিফট ইরিগেশানের

জন্য। এই দুটো মিশিনই মাসল্‌ম্যানরা খেয়ে ফেলেছে। তারা সব খেতে পারে স্যার। ফলে সম্পুর্ণ মাঠে আজকে জলসেচ বন্ধ, বোরো ফসল হয়নি এবার। যেটা আগে হত। স্যার, কমলপুরে এই চাঁটাই প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তর হালাহালি, চানকাপ লিফট ইরিগেশান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এই রকম শুকনো। স্যার, আমার কনস্টিটিউন্সীতে বড়খলায় একটা ডিপ টিউবওয়েল ডিগিং হয়েছে, জল উঠেছে, আজকে তিন বছর পার হয়ে গেছে এখনো চালু হলো না।

স্যার, ল্যাম্পস্‌-প্যাকসের খুব গল্প বলছেন এখন। এখন ল্যাম্পস্‌-প্যাকস্‌ পুড়ে না। মহাজনরা যখন খুশি হন তখন পুড়ে না। মহাজনরা যখন খুব আনন্দে থাকেন তখন কিছু পুড়ে না। কিন্তু যখন খুব বিরক্ত হন তখন আগুনে পুড়ে যায়। তাই আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কিভাবে যারা মুনাফাখোর যারা অতি মুনাফাবাজী ব্যবসায়ী, তারাই আগুন লাগিয়ে পুড়তেন। লাগিয়ে পুড়তেন। এখন জোট সরকারের আমলে এই মহাজনরা খুব খুশি। স্যার, আমি খুব সংক্ষেপে বলব। স্যার, উনারা খুব অস্ত্রের গল্প করেন, তার জন্য আমি আপনাকে বলব ধর্মনগরে সাগর সাহানী, বিশু সাহানী আই. এন. টি. ইউ. এর নেতা মন্ত্রীদের পরিচর্চায় তারা বাস করেন। ঐ সমস্ত বিশু সাহানী, সাগর সাহানী তারা সোফেসটিকেটেড আর্ম নিয়ে দিনের বেলায় ঐ ধর্মনগর শহরে মিছিল করেন, বন্দেমাতরম বলেন। উনারা বলছেন সি, পি, এমকে ধ্বংস করবেন কিন্তু তার জন্য উনারা একটি কথাও বলেন নি। এই সাগর সাহানী, বিশু সাহানী তারা এক জায়গায় থাকেন না গোটা বস্তিতে থাকেন। যতক্ষণ স্বার্থ লাগে ততক্ষণ তাদের ব্যবহার করেন। এখন বস্তিতে তাদের ধরতে শুরু করেছেন। সেদিন ধর্মনগরে পত্র-পত্রিকায় যে সমস্ত রিপোর্ট বেড়িয়েছে তার পারিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কলোনী থেকে উদ্ধার করে এনেছে। নানা রকম বন্দুক, নানা রকম অস্ত্র যা নাকি মারাত্বক কিন্তু তার জন্য উনারা একটি কথাও বলছেন না। কারা করছেন ? ঐ সুধীর বাবু, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিজে পোষন করে ঐ সমস্ত রক্ষা করছেন। কোথাও এ. টি. টি. এফ, কোথাও প্রাইভেট আর্ম এই রকম সুধীর বাবুর চারিদিকে ঘিরে আছে। সামনে ইলেকশান, ইলেকশানে সময় ব্যবহার করতে হবে এটাই হচ্ছে সুধীর বাবুর পরিকল্পনা। সেই সাগর সাহানী, বিশু সাহানী পুলিশকে কন্ট্রোল করে, ষ্টেট গভর্ণমেন্টকে কন্ট্রোল করে। স্যার, উনাদের কাছ থেকে আর্ম আনার ক্ষমতা নেই। স্যার, শুধু কি তাই ? গত এ. ডি. সি ইলেকশানের সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২০০ রিভলবার আনা হয়েছিল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করার জন্য। তার মধ্য থেকে ১০ থেকে ১৫ টা এখন খুঁজে পাওয়া যাবে। আর আমি যতটুকু জানি বাকী সমস্ত জোয়ানদের নামে কিছু ইস্যু করে গুণ্ডাদের হাতে দেওয়া হয়েছে যারা এন্টি স্যোসাল তাদের হাতে এই সমস্ত তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে

ত্রিপুরা রাজ্যের বনের মধ্যে, উপজাতি এলাকার মধ্যে যেমন এ, টি, টি, এফ সৃষ্টি করেছে, ঠিক একই রকম ভাবে সাগর সাহানী, বিশু সাহানী বাহিনী সৃষ্টি করেছেন। আগরতলার শহরে, বাজারে সমস্ত এন্টি স্যোসালদের হাতে এই ভাবে রিভলবার তুলে দিচ্ছেন। এই হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নীতি। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সোফেসটিক্যাটেড আর্ম নিয়ে গ্রামে গ্রামে তাঁরা হুমকী দিচ্ছেন, ধমক দিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :- রিভলবার ওয়েস্ট বেঙ্গলে খোলা বাজারে বিক্রি হয় কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী স্যার, এখন দেখতে পাচ্ছি খোলা বাজার আছে যদি কংগ্রেস (আই) এর ব্যাজ বুকের মধ্যে থাকে তাহলে তিনি ফ্রি, কোথাও হাঙ্গামা নেই ঘুরতে পারেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, আমি একটা কথা বলি, এ. টি. টি এফকে যখন ধরা হয়েছিল তখন কে গিয়েছিল মান্দাই থানায়, কারা ঘেরাও করেছিলেন? রসিরাম দেববর্মা, মানিক সরকার তারা গিয়েছিলেন ছুটাবার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :- কাজেই সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি, যে ডিমাণ্ডগুলিতে আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছি, সরকার আরো বেশী দেউলিয়া হচ্ছে সমস্ত টাকা পয়সা খেয়ে ত্রিপুরাবাসীর সর্বনাশ করছে, তারা স্যার জনগণের লুটপাট করছে টাকা পয়সা। স্যার, আমাদের প্রশ্নের উত্তর কি রকম ফাঁকি থাকে। আমাদের প্রশ্ন ছিল, ১৯৮৮-৮৯, ৮৯-৯০, ৯০-৯১ সনে ৩টা বছরে আমি জানতে চেয়েছিলাম নিরাপত্তার জন্য খরচ কত হয়েছে। মাঝখানে ৮৯-৯০ বাদ। প্রশ্নের মধ্যে উঠেনি। বছরে ১২ কোটি টাকার হিসাব দিয়েছেন। বছরে প্রায় ১২ কোটি টাকা নিরাপত্তার জন্য খরচ করেন। অন্যগুলির প্রকাশই নেই। এই ভাবে বাজেটের মধ্যে কারচুপি করে, কায়দা করে কোন্ খাতে কত ব্যয় হবে রেখে ইলেকশানের জন্য টাকা বরাদ্দ করে রেখেছেন। বর্তমানে ত্রিপুরার জনগণের টাকা নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলছে, সরকারটা যত দেউলিয়া হচ্ছে তত বেশী ঢাক ঢোল পিটিয়ে রেডিওকে ব্যবহার করে, মুখ্যমন্ত্রীর যে ক্ষমতা, তার চেয়ারের যে ক্ষমতা তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় কেবল চিৎকার করতে শুরু করেছেন এ, টি, টি, এফ এ, টি, টি, এফ বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। একটা গল্প আছে স্যার একটা ধূর্ত শেয়াল হরিণের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল, হরিণকে ডেকে নিয়ে ফাঁদে ফেলেছিল, কিন্তু হরিণের প্রকৃত বন্ধু থাকায় ফাঁদ কেটে দেয়, হরিণ মারা যায়নি। কিন্তু শিয়ালকে মরতে হয়েছিল গৃহস্থের মুগুরের আঘাতে। আগামী দিন আপনাদের উপরও মুগুরের আঘাত আসবে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅরুণ কর।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যেসমস্ত ডিমাণ্ডগুলি প্রেস করেছি তাকে সমর্থন জানিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি আশ্বস্ত স্যার, ডিমাণ্ড নং-২০ এবং ৩০ এর অ্যাগেইন্স্টে ২০টার অধিক কাটমোশানস এনেছেন। বিরোধী সদস্যরা সমস্যাকে জীইয়ে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চান, এইটাই তার প্রমাণ, এইখানে রেকর্ড পরিমাণ কাটমোশান এনেছেন। দুঃখ হয় স্যার, মাননীয় সদস্য যিনি আগে মন্ত্রী ছিলেন বামফ্রন্টের, অনিল সরকার মহোদয়, যিনি আমাদের মাননীয় পূর্তমন্ত্রী সমীরবাবু এবং মুখ্যমন্ত্রী সুধীরবাবুর সুবাদে সোনার টুকরা ছেলে ছিলেন, মন্ত্রী হয়ে নৃপেনবাবু, সমর বাবুদের সঙ্গে পড়ে যিনি পত্রিকার খবর হয়ে গেছেন জুটমিলে বোমা কারখানা তৈরী করে, যিনি তুলসী গাছ উপরে ফেলে ত্রিপুরার মানুষের কাছে খবর হয়ে গেছেন, স্যার, উনার জন্য কষ্ট হয়। স্যার, উনার মেধা, উনার ঐ সময়কার অবস্থা ঐটার গুণগ্রাহী আমরা ছিলাম। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে এসে কি করে একটা ভাল জিনিস খারাপ হয়ে যায় তার জলন্ত উদাহরণ অনিলবাবু। তিনি মার্কসবাদীদের ধ্বজাধারী, তিনি চান উনার ছেলে হোলিক্রসে পড়ুক, উনার ছেলে শিশুবিহারে পড়ুক, উনার ছেলে নেতাজী স্কুলে পড়ুক। মেকী উপজাতি দরদী, উপজাতি অঞ্চলে বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে তা যাতে না যায় তারা তা চান। তার জন্য উনারা দীর্ঘ ভাষণ রাখেন।

এই হল তাদের উপজাতি দরদ। স্যার, এই সরকার চেষ্টা করছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেটা থেকে আমরা বিরত হব না। আমরা তাদের এই ধরনের মোশান দেখে বিব্রত বোধ করব না। আমি তাদের বলে দিতে চাই যে তারা যতই কাটমোশান আনুন না কেন আমরা আমাদের কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাবই তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ২০তে মাননীয় সদস্য বাদলবাবু, নকুলবাবু, রুদ্রেশ্বরবাবু ও কেশববাবু উনারা কাটমোশান এনেছেন। বাদলবাবু এনেছেন শান্তির বাজারে আমরা কলেজ করতে পারিনি বলে, সিনেট নির্বাচন করতে পারিনি বলে স্যার, আমরাও পারতাম তাদের মত সস্তা রাজনীতি করলে আমরা পারতাম, সব জায়গাতে কলেজ করে দিতে। আমরা জানি তারা কোন ইনফ্যাক্সটাকচার ছাড়াই মানুষকে ভাওতা দেবার জন্য অনেক কিছু করে গেছেন যার মাশুল আমরা দিচ্ছি ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ যার মাশুল দিচ্ছে। কাজেই আমরা কোন ইনফ্যাক্সটাকচার ছাড়া কলেজ খুলতে চাই না এইটা আমাদের ব্যর্থতা নয়, আমাদের কর্মসূচী অনুযায়ী আমরা সঠিক পথেই চলেছি তারই প্রমাণ হচ্ছে এই কাটমোশান আনা। স্যার, একটা প্রগতিশীল সরকার যখন তাদের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলেছেন তখন তারা বাধা দিচ্ছেন। আমি তাদের অনুরোধ করব তাদের চিরাচরিত ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন। তারপর

সিনেট নির্বাচন কেন বন্ধ হয়েছে স্যার, তাদের সময় গভর্ণমেন্টের এডভোকেট ছিল অশোক চক্রবর্তী, একটা উকালতি নামা দিয়ে তাদেরই এক চামচাকে দিয়ে কেস করিয়ে একটা রায় নিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তার প্রতিবাদ করার জন্য কোন সুযোগ না দিয়ে এবং কোর্টের রায় নিয়ে সিনেটের উপর একটা অন্তবর্তীকালীন আদেশ জারী করেছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছি এই রায় যাতে উপরের আদালতে গিয়ে কনট্রাক্ট করে এইটাকে ভেকেণ্ড করা যায়, সিনেট নির্বাচন যাতে করা যায়। আর এই অজুহাতে তারা কাটমোশান এনেছেন, আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব উনার কাটমোশানটা তুলে নিতে। তারপর এই সরকার রিগিং বিরোধী আইন প্রনয়ন করেছেন, আজকে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে রিগিং হচ্ছে এই রকম কোন খবর নেই, আর রিগিং-এর অজুহাতে তারা কাটমোশান এনেছেন। তারপর হল গণটুকাটুকি, তারও কোন খবর ত্রিপুরা রাজ্যে আছে বলে আমার বিশ্বাস নেই। এইসব কথা বলে উনারা ত্রিপুরার জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরার জনগণ আপনাদেরকে চিনে কাজেই এইগুলি করে বেশী লাভ কিছু হবে না, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা এগুলি তুলে নিন। মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কমলপুরে কলেজ নির্মাণ না করার জন্য কাটমোশান এনেছেন, স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় এসে কমলপুর কলেজের বিল্ডিং করার জন্য ৪ লক্ষ টাকা পেয়ে গেছে এবং টেম্পরারী বিল্ডিং করে দিয়েছে, চেষ্টা করছি আমরা এখানে জায়গায় ব্যবস্থা করতে।

কাজেই এইটার এগেন্‌ষ্টে যে কাটমোশান মাননীয় সদস্য এনেছেন আমি অনুরোধ করব উনি যেন উনার কাটমোশানটি উঠিয়ে নেন্‌। ইতিমধ্যে কলেজের বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপকদের পদ পূরণের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে কাটমোশান এনেছেন উঠিয়ে নেবার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

ডিমাণ্ড নাম্বার ৫০ এর এগেন্‌ষ্টে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার, শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, শ্রীশুকুমার বর্মন, শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা, প্রমুখরা অনেকগুলি কাট-মোশান এনেছেন। স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহে মেরিট স্কলারশিপ্‌ আমর যথাসময়ে দিতে পারিনি তার জন্য তিনি কাটমোশান এনেছেন। কিন্তু আমি দেখছি স্যার, ইতিমধ্যে ২২টি বেসরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩ টিতে আমরা ৩৩৭ জনকে ৮৫ হাজার টাকা এই মেরিট স্কলারশিপের জন্য যথাসময়ে দিতে পেরেছি। আর বাকি ৯ টি বিদ্যালয়ে দিতে পারেনি। কারণ ঐ বিদ্যালয়গুলির সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকরা হয় তাদের প্রস্তাব ত্রুটিযুক্ত ছিল আর না হয় তাদের প্রস্তাব পাঠাননি। এখন মাননীয় মতিলালবাবু কোন কারসাজি করেছেন জানিনা কিন্তু উনার বিদ্যালয়েরও একই অবস্থা।

মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার এল, টি, সি, সম্পর্কে। কিন্তু আমরা বিগত বছরের বকেয়া সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিয়ে দিয়েছি এবং এই বছরের জন্য আমরা আরো ৪০ লক্ষ টাকা বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির জন্য বরাদ্দ রেখেছি। কাজেই আমরা বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এল, টি, সি,র জন্য যে সুযোগ সুবিধা দিতে চাইছি উনি এই কাটমোশান এনে তার বিরোধিতা করলেন। বিগত দিনে মত তারা এখনো ভাওতার আশ্রয় নিচ্ছেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলালবাবু আরেকটি কাটমোশান এনেছেন যে, বেসরকারী বিদ্যালয়-গুলির জন্য কোন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। স্যার, বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করতে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করে তারপর পদ সৃষ্টি করতে হয়। স্যার, সেটা বিবেচনা করে আমরা ইতিমধ্যে ৫২ টি পদ সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে সেই পদ পূরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছি। স্যার, বিগত দিনে তারা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রোষ্টার না মেনে কিংবা উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক না নিয়ে যে জটের সৃষ্টি করেছেন সেই জটের মুখোমুখি আজকে বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলি হয়েছে। আর স্যার, এইটাকে বড় করে দেখিয়ে তারা উস্কিয়ে দিচ্ছেন ছাত্র, এবং অভিভাবকদের। স্যার, আমি তাদের অনুরোধ করব তাদের এই যে বিভ্রান্তিকর প্রয়াস তা থেকে তারা যেন বিরত থাকেন।

তারপর স্যার, বই সঠিক সময়ে না দেবার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কাটমোশান এনেছেন। স্যার, ন্যাশন্যালাইজড্ বই আমরা গত ১৯০০-৯১ ১৯৯০-৯১ সালে আমরা ৩৬টি বইয়ের মধ্যে ৮টি বই আমরা গতবার ছাপিয়েছি। এইবার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, টেণ্ডার এর মাধ্যমে ৮টি বাংলা ভাষার বই ছাপান, বাঁধাই এবং বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৯০ সনের ৬ই জুনের মধ্যে এই ৮টি বই বাজারজাত হবার কথা ছিল। এই ৮টি বইয়ের মধ্যে ৪ টির কাজ শেষ হয়েছিল ১৯৯০ সনের জুন মাসের মাঝামাঝি, যেখানে আমাদের সুনির্দিষ্ট তারিখ ছিল ৬ই জুনের মধ্যে সেটা দেবার কথা। কিন্তু আমরা জুনের ১৫ তারিখের মধ্যে এই ৪ টি বই দিতে পেরেছি। একটার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৯০ সনের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি। বাকি দুইটি বইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৯০ সনের নভেম্বর মাসে।

স্যার, বিগত দিনে তাদের আমলের দশ বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্য তারা শাসন করে গেছেন। কিন্তু একটা বই ছাপানোর মত কোন ইন্‌ফ্রাষ্ট্রাকচার করা হয়নি। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যকে যেভাবে তারা পঙ্গু করে দিয়েছেন তার ফলশ্রুতিতে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তার মাশুল দিচ্ছেন।

স্যার, আজকে একটা বই বাঁধাতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভর করতে হয়। কিংবা অন্য কোন রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এইটার কৈফিয়ত ঐ অনিলবাবুরা দেবেন। এইটার কৈফিয়ত আমাদের দিতে হবে না।

স্যার, বাকি ২৮টি বই প্রিন্টিং এণ্ড রি প্রিন্টিং এর কাজ সরকারী প্রেস্ থেকে এই শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছে।

স্যার, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিকাংশ বই কিছু দিনের মধ্যে বাজারজাত হয়েছে। কয়েকটা বই দেরীতে বাজারজাত হয়েছে। এরমধ্যে একটা বই ষষ্ঠ শ্রেণীর অংক বইয়ের দ্বিতীয় ভাগ, যে বইটা ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল উনাদেরই গুরুদেব জ্যোতি বাবুদের সরস্বতী প্রেসকে। আমাদের সরকারী প্রেসের মাধ্যমে একটা সরকারী প্রেসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যে বই ১৯৮৯, ইং সালে দেওয়ার কথা ছিল ১৯৯০ সালে এগ্রিমেন্ট হওয়া সত্বেও ১৯৮৯ সালে তারা বই দেয় নাই স্যার। তারপর ১৯৯০ সালে কাগজ ইত্যাদি দেওয়ার পর তারা কিছু বই ছাপিয়েছে। সেটাই আমরা প্রথম ভাগ হিসাবে চালিয়েছি। বাকী বই আমরা এখনও সরস্বতী প্রেস থেকে পাই নাই। আমি জানিনা ঐ অনিলবাবুরা বিগত মন্ত্রীত্বের সুবাদে তাদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ঐখানে জ্যোতিবাবুকে চাবি দিয়েছেন কিনা! আর তারাই এখানে চিৎকার দিচ্ছেন যে, বই পাওয়া যাচ্ছেনা। বই দেরীতে এসেছে। স্যার, ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করে গত নভেম্বর মাসে বইয়ের বাকী অংশটাকে বেসরকারী ভাবে ছাপাতে দেওয়া হয়েছে। এটা ছাপাতে নিয়ম-নীতি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পালন করেছেন। তাড়াহুড়া করে বই ছাপাতে গিয়ে বইয়ের দাম কিছুটা বেড়েছে। এখানে কোন দুর্নীতি আছে বলে আমরা মনে করি না। তারা দুর্নীতির ধূয়া তুলে তাদের চিরাচরিত কাজ তারা করে যাচ্ছেন। এটা যদি অপরাধ হয়ে থাকে এটা যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে তাহলে আমরা দুর্নীতি করেছি।

স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস বলেছেন যে এস, সি ও এস, টিদের কম্পোনেন্ট এ কনস্ট্রুকেশনের টাকা তাদেরকে দেওয়া হয় নাই। স্যার, ২ লক্ষ টাকা আছে এই খাতে। উনার হরচন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এস, সি ও এস, টি কম্পোনেন্টে টাকা পান'ন। মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত নেই। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের মাধ্যমে উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, রুদ্রেশ্বর বাবুর বিদ্যালয়ের জন্য কোন পরিকল্পনা বা কোন এস্টিমেট তারা দিয়ে ছিলেন কিনা? কোন প্রস্তাব নেই স্যার, কিন্তু তাসত্বেও সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যেখানে ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, সেখানে সেই রুদ্রেশ্বর বাবুর স্কুলকে আমরা ৫৬ হাজার টাকা দিয়েছি। এস, সি ও এস, টি কম্পোনেন্টে। আর এটাতেও উনারা

কাট মোশান এনেছেন। স্যার, কিভাবে উনারা ধোকা দেন এটা তার একটা উদাহরণ। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব উনারা যেন উনাদের কাট মোশান তুলে নেন।

স্যার, মাননীয় সদস্য সুকুমার বর্মন অবসর কালীন ভাতা ইত্যাদি পর্য্যায়ে বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সমতা না আনার জন্য এখানে তিনি একটা প্রস্তাব তুলেছেন।

স্যার, অনিল বাবুর মতো সোনার টুকরার ছেলেকে নষ্ট করে দিয়েছে। ঠিক এই রকম নতুন বিধায়ক যারা রয়েছে তাদের মাথাও নষ্ট করে দিচ্ছেন উনারা। তাদের জন্য করুণা হয়।

স্যার, ইতিমধ্যে আমরা বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছি। এটা চূড়ান্ত পর্য্যায়ে রয়েছে। কিন্তু সেখানেও উনারা কাটমোশন এনেছেন। মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার বোধ হয় জানেন না যে, আমরা এই ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। সস্তা উপায়ে বাহবা পাওয়ার জন্য এটার উপর উনারা কাটমোশান এনেছেন।

স্যার, মাননীয় সদস্য চিত্তরঞ্জন সাহা, তাদের লেজুর। তিনি বলেছেন যে, আমরা নাকি পাকা গৃহ করি নাই। জুনিয়র বেসিক ও প্রাইমারী স্কুল আমরা পাকা করি নাই। এই বিষয়ে উনি কাটমোশান এনেছেন।

এই জন্য তাঁরা তাদের লেজুরকে দিয়ে তুলিয়েছে। আমি বলছি স্যার, যে আমরা কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস সরকার ত্রিপুরায় সার্বিক শিক্ষার স্বার্থে যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছি, এতে তাঁরা আঁতকে উঠছে। এবং এটার জন্য তাঁরা ঐ জাতীয় কাটমোশানগুলি এনে আমাদের শিক্ষার কর্মসূচীকে ব্যহত করার চেষ্টা করছে। আমি অনুরোধ করব তাদেরকে যে বাস্তব অবস্থাটা নিরীক্ষণ করে আপনাদের কাটমোশানগুলি উঠিয়ে নিন। আর আমাদের প্রস্তাবিত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করুন। আমি নিজেও ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- অনারেবল পি, ডাব্লিউ, ডি, মিনিষ্টার শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেইগুলিকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি, সেই সঙ্গে বিরোধী দল থেকে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সময় কতক্ষণ পাব ?

মিঃ স্পীকার :- সময় এলটেড ১০ মিনিট, মেকসিমাম ১৫ মিনিট দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রথমেই আমি আমার বন্ধু সমরবাবু জুডিশিয়াল নিয়ে অত্যন্ত কুটক্তি করেছেন এবং জুডিশিয়ালের উপর কাটমোশান

এনেছেন। আমি প্রথমেই ডিমাণ্ড নাম্বার ৩, এর উপর যে কাটমোশান এনেছেন নকুল দাস, সুকুমারবাবু এবং জীতেন সরকার। "In protest against the motivated appointment of legal advisors and Council."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে আমরা এই সাব হেড নন প্ল্যানে ৩৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা এবং প্ল্যানে ৬ লক্ষ টাকার সংস্থান রেখেছি। প্ল্যান হেডে ৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা আমরা রেখেছি লোক আদালত এবং লিগেলেট কাউন্সিলদের জন্য। আর নন প্ল্যান হেডে ৩৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার মধ্যে আমরা ২৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা রেখেছি। সারা রাজ্যে এ, পি, পি, পি, পি, গভর্ণমেন্ট লিডার, গভর্ণমেন্ট এডভোকেট এডিশনাল গভর্ণমেন্ট লিডার, এডভোকেট জেনারেল, প্যানেল লইয়ারদের মানথলি ফিস দেওয়ার জন্য। এ ছাড়াও দায়রা আদালতে এবং অন্যান্য আদালতে যেসমস্ত গরীব বিচার প্রার্থীরা যায়, তাদের আইনজীবি আমরা দেই, এবং তাদের খরচ আমাদের বহন করতে হয়। সুপ্রিমকোট, হাই কোর্ট অনেক আইনজীবি মামলা চালাবার জন্য এই টাকা থেকে আমাদের ফিস্ দিতে হয়। আমি বুঝতে পারলাম না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা চান না যে ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণ যে তাদের লোক আদালতের সুযোগ গ্রহণ করে কিংবা আমরা সমস্যাগুলি সমাধান করি। সাব ডিভিশনের লিগেলি টাইম-ডিপুটি রেখেছি তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণ গ্রহণ করে সেটি কি তারা চান। যদিও তারা এটা চাইতেন তাহলে তারা কাটমোশান নিশ্চয় আনতেন না। একটি ব্যাপার উনারা প্রশ্ন করেছেন যে এ, টি, পি, টি, পি, এদের এপয়েন্টম্যান্ট আমরা মধ্যযোগিতা করেছি। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের জানাতে চাই যে উনারা যে নীতিতে এপয়েন্টম্যান্ট দিয়েছেন উনাদের আমলে আমরাও সে, নীতিতে করেছি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতারা যদি ফাইল দেখতে চান আমারা ফাইলও দেখাইতাম পারি।

এন, জি, দাসকে কি করে ইনফ্লুয়েন্স করেছেন তদানীন্তন চীফ মিনিস্টার নৃপেনবাবু তাঁরই একটা চিঠি পড়ে আমি এই হাউসে শুনাচ্ছি যার থেকে জানা যাবে যে, বর্তমান-কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস সরকার না তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার এই জুডিসিয়ারীকে কাণে ধরে ঘুরাতেন। সেই চিঠির নাম্বার হল F.11 (1)-CM/85 dated 13 3:85. "Facts on the order of injunction passed by the learned Court on the issue of appointment letters to the primary school teachers.

1. Vide a memo dated 28.8.1984 offers of appointment as Primary School Teachers were issued to 254 eligible candidates all over the State.

2. After the issue of the above Memo Smt. Anjali Dey (Dhar) Smt. Mira Goswami (Bhattacherjee), Smt. Pratima Deb and Smt. Chhaya Deb filed a title suit (No. 182 of 1984) in the Court of Sadar Munsiff, Agartala, West Tripura, saying that they have been denied employment by the State Govt. by violating the declared Employment Policy. A Misc. case (No. 245 of 1984) on the same issue was also filed by the petitioners.

3. In the above cases, the Learned Sadar Munsiff, Agartala by an order dated 20.11.1984 restrained the State Govt. by an interim temporary injunction from issuing any appointment on the basis of the Memo mentioned above. It may be mentioned here that while passing the above order, the State of Tripura was represented and heard.

4. Shri Akhil Debnath, Panel Pleader is contesting the case on behalf of the State Govt. The next date for hearing in title suit mentioned above is March, 16, 1985.

5. The list of all the 254 candidates to whom offers of appointment were issued may be given, if required.

For kind inspection of the District Judge, West Tripura. Agartala.

To
District Judge,
West Tripura, Agartala

Sd/-Nripen Chakraborty
Chief Minister,
Tripura.

স্যার, এর থেকেই বুঝা যায় যে, জুডিসিয়ারীকে কাণ ধরে এই সরকার ঘুরাচ্ছে না। উনাদের আমলের যে সরকার ছিল, তারা ঘুরিয়েছিল। এর পরেও তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী উনার উপর সৃষ্টি করেছিলেন, যে আপনি আমাদের লাইনে এসে পড়ুন, আপনাকে যথাবিহিত সম্মান দেওয়া হবে স্যার, এই জন্য আমি এই হাউসের যিনি নেতা, তাঁকে এই ব্যাপারটা সিরিয়াসলী বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ করব, যাতে এই হাউসেই যেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে বিরোধী দল নেতার বিরুদ্ধে যেন একটা ধিকারসূচক প্রস্তাব নেওয়া হয়। স্যার, উনারা হচ্ছেন Dog likes continuation and Fox likes reputation, আমাদের বিরোধী দলের এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিরোধী সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব যদি তারা জুডিসিয়ারী বাদ দিয়ে অন্য কিছুর সম্পর্কে বলতে চান তো বলুন, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমি ওদের কাছে আরও কৃতজ্ঞ যে বিরোধিতা করার জন্যই এই কাটমোশানগুলি এনে বিরোধিতা করছেন, কিন্তু আমার পূর্ত্ত দপ্তর অথবা পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং সম্পর্কে ওনাদের বলার মত কিছু নেই।

স্যার তারা না বুঝে কাটমোশন এনেছে। এখানে ডিমাণ্ড নং ১৮, ওনারা কাটমোশন এনেছে স্যার, "গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প সম্প্রসারণে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে।" এখানে যে বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা হলো মেরামত এবং রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য। এখানে যে কাটমোশন এনেছেন সেটা গ্রামীণ এলাকার জল সরবরাহ প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য। অথচ টাকা যেটা ধরা হয়েছে সেটা হলো মেরামত এবং রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য। এই কাটমোশন এনে সরকারের এই কাজের বিরোধিতা করছে। আরেকজন মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার একটা কাটমোশন এনেছেন ডিমাণ্ড নং ১৮ এর এগেইনসটে। কাটমোশন হলো আগরতলা শহরে ভুক্তাদের নিকট হতে বিপুল অংকের টাকা নেওয়ার পর তাদেরকে জল সরবরাহ করার ব্যর্থতার প্রতিবাদে।" এটা হলো আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপার। এই যে বরাদ্দ পাওনা হয়েছে সেটা নোটিফায়েড এরিয়া, আগরতলা ছাড়া অন্যান্য শহরের যে সমস্ত প্রকল্প আছে এগুলিকে মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য এটা রাখা হয়েছে। এই শহরের ব্যাপার নাই এই কাটমোশন বাদ দিলাম। আরেকটা কাটমোশন এনেছেন মাননীয় সদস্য পূর্ণমোহন ত্রিপুরা, মিস ইউজ অব গভর্ণমেণ্ট মানি অন ট্রাভেল একসপেনসেস্।" উনারা এতবড় কর্মচারী মিছিল করেন না। বোনদেরকে নিয়ে আর শ্লোগান দেন বামফ্রণ্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার। সেই কর্মচারীদেরকে আমরা যে ডি, এ, টি, এ, এল, টি, সি ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে সেটার বিরোধিতা করছেন। কতবড় গুণধর ওরা স্যার। উনারা কর্মচারী দরদি নেতা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ১৯ এর এগেইনসটে একটা কাটমোশন এনেছেন মাননীয় সদস্য বিধুভূষণ মালাকার, উনি বলেছেন যে "ফেইলিউর টু কনট্রোল মিস ইউজ অব গভর্ণমেণ্ট ভেহিকলস।" স্যার, এটা ধরা হয়েছে যে জল সরবরাহের জন্য যে সমস্ত ভেহিকলস ব্যবহৃত হয় সেগুলির মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। কাজেই এটাও বাদ দিলাম। স্যার, টি, আর, টি, সি ডিমাণ্ড নং ১২ এর উপর মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার একটা কাটমোশন এনেছেন এবং তার সংগে আছেন সমর চৌধুরী সুকুমার বর্মণ এবং রুদ্রেশ্বর দাস। কাটমোশন হল—"ফেইলিউর টু কিপ মিনিমাম নাম্বার অব টি, আর, টিসি বাসেস সর্ট দি রোডস অ্যাণ্ড টু কনট্রোল করাপট প্র্যাকটিসেস ইন টি, আর, টি, সি।"

স্যার, ১৯৮৭ সালে উনাদের সময় গড় বাসের সংখ্যা ছিল, ১৪৮, ১৯৮৮-৮৯ সালে সে সময় আমরা ক্ষমতায় আসি তখন গড় বাসের সংখ্যা ছিল, ১৫১, ১৯০-৯১তে ১৪৩। দৈনিক চলাচল করে ১৯৮৭ সালে ৭১টি, ১৯৮৮-৮৯ সালে ৭১টি, ১৯৮৯-৯০তে ৭৬টি এবং ১৯৯০-৯১তে ৭৫টি। এখন আপনিই বলুন, ব্যবহারের দিক থেকে শতকরা হিসাব কি দাঁড়ায়। স্যার, কাজেই এখানে যে কাটমোশান এনেছেন তার কোন মানে হয় না। শতকরা পার্সেন্টেজ দাঁড়ায়, ১৯৮৭-৮৮ সালে ৪৮ পারসেন্ট, ১৯৮৮-৮৯ সালে ৫২ ৫৪ পারসেন্ট, ১৯৮৯-৯০ সালে ৫০.৩০ পারসেন্ট এবং ১৯৯০-৯১ সালে ৫৭ পারসেন্ট। তাহলে বুঝতেই পারছেন, এখানে কাটমোশান আনার কি প্রয়োজন ছিল। স্যার, তাঁদের তুলনায় টায়ার এবং ডিজেলও আমরা কম খরচ করেছি। স্যার, বর্তমান আর্থিক বছর পর্য্যন্ত আমরা ৪৩৬টি টায়ার ব্যবহার করেছি। উনাদের সময়ে ব্যবহার হয়েছিল, ৮৩৫টি। কতবড় পার্টির লীডার- ক্যাডার উনারা। স্যার, পেট্রোলের খরচ উনাদের থেকে ১৫ হাজার লিটার কম। এ পর্য্যন্ত ৬০ লক্ষ লিটার খরচ হয়েছে। উনাদের থেকে স্যার, ১৫ হাজার লিটার কম। এইত তাঁদের ১০ বছরের শাসনে দেশটাকে করাপটেডের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদেরত ১০ বছর সময় দিতে হবে মেরামতির জন্য ? আমরা সবকিছুই মেরামতি করব। বাস মেরামতি করব, জনসাধারণ মেরামতি করব, এম. এল. এ. মেরামতি করব, রাস্তা মেরামতি করব। স্যার, ১০ বছরের জঞ্জাল সরিয়ে ঠিক জায়গায় আনতে কতবড় দুঃসাধ্য ব্যাপার সেটা স্যার, মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, আপনি বুঝবেন। তাঁরা বুঝবেনা। স্যার, ১৯৯০ এর ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমরা ৩২৩টি মামলা টি, আর, টি. সি অথরিটির কাছে দায়ের করেছি। লাইন চেকিং করে নতুন এম, ডি, আসার পর ৩০,৪০৫ টাকা ইন দি স্পট আদায় হয়েছে। আপনাদের সময় ৩ হাজার টাকা আদায় হয়েছে ? স্যার, ৯০-৯১ সালে আমরা দুর্নীতির কারণে ৩০ জনকে বরখাস্ত করেছি।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— লাল সমর্থক দেখলেই বরখাস্ত।)

১০৪টি বিভাগীয় মামলা দায়ের করেছি। টি, আর, টি, সি. তে কোন করাপশান নেই এ কথা আমি বলছি না। নিশ্চয়ই কোন কোন জায়গায় আছে। তবে এই সরকার করাপশান প্রতিবিধান করছে কড়া হাতে।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— অ্যাঁ, মেরামতির সরকার ত।)

মাননীয় সদস্য বাদলবাবু কাটমোশান এনেছেন, উনিও চলে গেছেন। মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার কাটমোশান এনেছেন, আমার বেয়াই, উনিও চলে গেছেন। স্যার, উনারা কাটমোশান এনেছেন, রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থায় দুর্নীতি রোধে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে।" স্যার, আমরা দুর্নীতির কেস ধরেছি। স্যার, রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের কর্মী চিত্ত দত্তকে আমরা

বরখাস্ত করেছি। আমরা কে কংগ্রেস, কে সি, পি, আই, (এম) কে যুব সমিতির লোক তা দেখছি না। যেখানেই আমরা করাপশন দেখতে পেয়েছি সেখানেই তার মূলোৎঘাটন করার চেষ্টা করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আজকের যে সমস্ত বিজনেস রয়েছে তা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হাউস অ্যাকসটেনশান করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— হাউস অনুমতি দিলে বিজনেস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউসের টাইম একসটেনসন করা হউক।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আজকে হাউসে যে সমস্ত কাজ বাকী রয়েছে সেগুলি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউস এক্সটেন্‌সন করা হোক।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস, মাখনলাল চক্রবর্ত্তী, ফয়জুর রহমান, সুকুমার বর্মন, বাদল চৌধুরী-উনারা সকলেই-শহর এবং গ্রামীণ রাস্তাঘাট উন্নয়ন, ব্রীজ, প্রভৃতি নির্মাণকার্যে জোট সরকারের অবহেলার কারণে কাটমোশান এনেছেন। স্যার, ছাঁটাই প্রস্তাবে উল্লিখিত অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি নাকচ করার জন্য আমি এই সভাকে আহ্বান করছি। স্যার, উনারা দূর্নীতি দূর্নীতি বলে এখানে চিৎকার করছেন। আমরা সরকারে আসার পর পি. ডাব্লিউ. ডি তে ৭৮ জন অফিসারকে সাসপেণ্ড করেছি। এর মধ্যে এ্যাক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আছেন, এসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার আছেন, একাউণ্ট্যাণ্ট আছেন, হেডক্লার্ক আছেন। দুইজন সুপারিনটেনডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স কেস দেওয়া আছে। সুতরাং করাপশান করাপশান বলে চিৎকার করলেইতো হবে না, উই আর টেকিং পজিটিভ স্টেপ্স। স্যার, মাননীয় সদস্য সুবোধবাবু ১৪ নং ডিমাণ্ডের উপর একটা কাটমোশান এনেছেন যে-ব্রিজ নির্মাণের কাজ হচ্ছে না। স্যার, ব্রিজ মেরামতির কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং উনার ছাঁটাই প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয়। মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বরবাবু ১৪ নং ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান এনেছেন যে কমলপুর-মরাছড়া-আমবাসা রাস্তার মেরামতি ব্যর্থতার কারণে। "স্যার, এই রাস্তায় দুটো ব্রিজ নষ্ট হয়েছিল। সেগুলির মেরামত হয়ে গেছে। অলরেডি গাড়ী যাচ্ছে আর অন্যটির ওয়ার্ক অর্ডার আমরা দিয়েছি। আর এই রাস্তাটি অত্যন্ত স্মুথ রাস্তা। সুতরাং উনার এই ছাঁটাই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। মাননীয় সদস্য বিধুভূষণ মালাকার মহোদয় ১৪ নং ডিমাণ্ডের উপর একটা কাটমোশান এনেছেন "বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান না হওয়ার জন্য।" এ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য সমরবাবু চিৎকার করেছেন। তিনি বলেছেন এই

টাকা কেন নন প্ল্যানে রাখা হল, কেন প্ল্যান হেডে ধরা হয় নি। স্যার, এটা প্ল্যান হেডে কি করে থাকবে। বাজেট না বুঝলে উনারা শিক্ষা দিতে পারেন। ১৪ নং ডিমাণ্ডে বিল্ডিং-এর জন্য কোন ওয়ার্ক অর্ডার হয় না। এখানে স্যার, উনারা উল্টাপাল্টা কাটমোশান এনেছেন। কাজেই এই কাটমোশানটি ভিত্তিহীন। স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৬ এর উপর মাননীয় সদস্য নকুলবাবু একটা কাটমোশান এনেছেন রাধানগর টু একিনপুর ভায়া ডিমাতলী। এটা এস্টিমেট করে অলরেডি অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এটা অর্থ দপ্তর এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। অর্থ দপ্তরের ক্লীয়ারেন্স পেলে, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান পেলে পূর্ত দপ্তর টেণ্ডার কল করবে। সুতরাং এই ছাঁটাই প্রস্তাব নাকচ করা হোক। মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয় আগরতলা-ফুলকুলী রাস্তায় বাস লাইন চালু থাকা সত্ত্বেও রাস্তাটি সরকারের এবং উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ না করার প্রতিবাদে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। উনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন। এই রাস্তাটি পি, ডাবলিউ, ডি, অনেক আগেই সলিং করেছে। এখন মেটেলিং এবং কার্পেটিং-এর দরকার। এই রাস্তাটি আমরা প্রয়োজনীয় মেন্টেনান্সের ব্যবস্থা করব। সুতরাং আমি আশা করব মাননীয় সদস্য ছাঁটাই প্রস্তাবটি উইথড্র করে নেবেন। স্যার ডিমাণ্ড নং ১৬ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয়—আগরতলা—বিশালগড় রাস্তা হইতে কমলাসাগর পর্য্যন্ত রাস্তায় ব্রিজগুলি পাকা করার কোন পরিকল্পনা না থাকার প্রতিবাদে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। স্যার, এই রাস্তার উপর ৯টি এস, পি, টি ব্রিজ আছে। আস্তে আস্তে এগুলো স্পান পাইপ এবং কালভার্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আরও দুটি স্থানে পাকা সেতু নির্মাণের জন্য বোরিং-এর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

কাজেই ব্রিজগুলি করা হবে। আমরা এস পি, টি থেকে কনভার্ট করে ৮ সি, সি, স্পান পাইপ দিয়ে পারমানেন্ট ভাবে করব। কাজেই যে কাটমোশানটি মাননীয় সদস্য এনেছেন উনি একজন শিক্ষক, উনাকে অনুরোধ করব উনি যেন ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি তুলে নেন।

পূর্ত দপ্তরের উপর এটা ঠিকই, আমি আগেই বলেছি আমার বাজেট সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পূর্ত দপ্তরের কাজ করতে পারছি না। কিন্তু তার প্রধান কারণ হলো, আমাদের সীমিত আয়ের মধ্যে সমস্ত কিছু করতে হয়। তার দ্বিতীয় কারণ হলো, গত ১০ বছর পূর্ত দপ্তরকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। ফর্ম এলিভেশনের নামে যেখানে কোটি কোটি টাকা বকেয়া ফেলে গেছেন এইগুলি আমাদের দিতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনিই উপলব্ধি করতে পারবেন লেন্থ অব্ দি রোড আমাদের মেন রোড করতে হয় ৫ হাজার, ৫০০ কিলোমিটার এবং মেরামতি করতে হয় এস, পি, টি ব্রিজ। স্যার ৫০০০ হাজার মিটার মেরামতির জন্য নট্ ফর কনস্ট্রাকশান, অথচ আমাদের দরকার

৯ থেকে ১০ কোটি টাকা। কিন্তু সেখানে আমাদের দেওয়া হয় মাত্র চার থেকে সাড়ে চার কোটি টাকা। এই টাকার মধ্য থেকে সি, পি, এমের আমলের বাকী, গত বছরের বাকী এবং এর আগের বছরের বাকী আমাদের সুদ করতে হয় তার জন্য বিল দিতে হয়। স্যার, ইঞ্জিনীয়াররা মার খাচ্ছেন এবং বেকার ছেলেরা গিয়ে তাদের হেনস্তা করছেন। সব কিছু করে আমাদের মেরামতি করতে হয়। আমরা আগামী বছরের জন্য অর্থাৎ ১৯৯১-৯২ সালের জন্য নতুন কনস্ট্রাকশন করব। ৭৫ কিলোমিটার নতুন রাস্তা করবো বলে ঠিক হয়েছে। ইমপ্রুভমেন্ট অব্ টি এগজিসটিং রোড যেগুলি আছে স্যার- ১৭০ কিলোমিটার মিনিমাম আমরা করবো। রেসিডেনশিয়াল বিলডিং আমরা মিনিমাম ৯৫টি করব। স্যার, নন্ রেসিডেনশিয়াল বিলডিং ৫০ স্কোয়ার মিটার করব। বাজেট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা প্রায়ই মারিং-এর কথা বলেন, কারচুপির কথা বলেন, এইগুলি এই সরকার করেন নি। আমরা জনসাধারণের ভোটে এসেছি আমরা আবার দুবছর পরে ভোটের পরে ভোটের জন্য জন-সাধারণের কাছে যাব সেটা আমাদের খেয়াল আছে। বিগত নির্বাচনে কংগ্রেস এবং টি, ইউ. জে, এসের পক্ষ থেকে নির্ব্বাচনী যে প্রতিশ্রুতিগুলি রাখা হয়েছিল, সেগুলি পালন করে ওনাদের কাছে আমরা রাস্তায় নামব। আমি ওনাদের বলব চিৎকার না করে, বিপ্লব না করে, রাশিয়ার দুরবস্থা দেখে, চীনের দুরবস্থা দেখে, জাতি-উপজাতির দাঙ্গা বাধার চেষ্টা না করে, রাশিয়ার আজার বাইজানে, কাজাকস্থানে, চীনে যা হচ্ছে তাই দেখে মুসলমানরা কি করে ওনাদের হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে সেগুলি না দেখে ওনাদের বলব জাতি-উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নজর না দিয়ে আসুন আমরা কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করি। আপনারা বিরোধী দল আপনাদের বক্তব্যেরও দাম আছে। জনসাধারণ গণ ভোট দিয়ে আপনাদের পাঠিয়েছেন। আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

আপনারা আপনাদের সাজেশান দিন আমরা সেটা গ্রহণ করব, কনষ্ট্রাকটিভ ওয়েতে সাজেশান নিয়ে এগিয়ে আসুন, বাঁদরামি ছেড়ে ভদ্রভাবে এগিয়ে আসুন, আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেটের যেসকল ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে তার উপর সমর্থন রেখে এবং মাননীয় বিরোধীরা যেসমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এইবারের বাজেটে কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এইবারের বাজেট গত

৯০-৯১ সনের বাজেট তাতে আমাদের ঘাটতি হচ্ছে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৩ হাজার। কিন্তু আমাদের ক্যারিড যে ঘাটতি ৩১ কোটি ২ লক্ষ। এইটা থাকাতে টোট্যাল দাঁড়িয়েছে ৩২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। ৯০-৯১ এর যে বাজেট এর যে চিত্র তাতে দেখা যায় এই সরকার এই বছরে অনেকখানি বাজেট কমিয়ে আনতে পেরেছে। ঘাটতি রাখেনি একেবারে। শুধু ৯০-৯১ সনের ক্লোজিং ব্যালেন্স ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫৩ হাজার। এইটা একটা বৈশিষ্ট্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইবার আমাদের এই যে ৬৮৪ কোটি টাকা, এর মধ্যে প্ল্যান হচ্ছে ২৬২ কোটি আর নন প্ল্যান হচ্ছে ৩৬৫ কোটি টাকা। এ, ডি, সিতে আমাদের প্ল্যানও ভাল, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। এ, ডি, সিতে শুধু প্ল্যান হচ্ছে ১৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, বর্ডার এরিয়া ডেভেলাপমেন্টের জন্য ১ কোটি ৫৭ লক্ষ এবং আদারস্ হচ্ছে ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের উপর যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, মাইনর ইরিগেশানের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, ফিশারীর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, এগুলির মধ্য দিয়ে এইটা স্পষ্ট যে, উনাদের কাজকর্ম, চলাফেরায় বাস্তবের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোথায় অ্যাগ্রিকালচারের কি কাজ হচ্ছে, এই ব্যাপারে তাদের কোনরকম পরিচয় নেই। মাঠের সঙ্গে পরিচয় নেই, কৃষকদের সঙ্গে, মৎস্যজীবিদের সঙ্গে, জমিতে জলসেচের কি অবস্থা, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোনরকম যোগাযোগ নেই। এইটাই সবচেয়ে বড় প্রমান। আমরা বার বার বলে এসেছি আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য স্বয়ংভরতা অর্জন। সেটা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। যেখানে যেখানে জমি জঙ্গল অবস্থায় আছে, কিংবা আরো নালা কেটে অথবা বাঁধ দিয়ে যেখানে যেখানে জমি তৈরী করা যায়, সেই ধরনের জমি উদ্ধার করতে হবে।

আমরা প্রায় দুই হাজার হেক্টর জমি উদ্ধার করেছি। আমি মাননীয় সদস্যকে বলেছি আপনাদের একজন নেতা মোহন চৌধুরী তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি শুনেছি তাকমাছড়াতে নাকি খাদ্যে স্বয়ংভর হয়েছে এবং তাদের মধ্যে নাকি এখন আর অভাব নেই, তা একটু দেখতে পারব কি? আমি বলেছি যান, আজকে গিয়ে কালকে আসুন আমরা সব রেডি করেছি একেবারে ভি. আই, পি মন্ত্রী যেভাবে যায় সেইভাবে, আমরা নৌকার ব্যবস্থা করেছি, আমরা অফিসার দের সঙ্গে পাঠাচ্ছি এবং আমি উনাকে আরও বলেছি যে, আপনি ফিরে এসে আপনার অন্য বন্ধুদের কাছে এর বার্তাটা তুলে দেবেন। আমি আপনাদেরকেও অনুরোধ করছি আপনারাও গিয়ে দেখুন, আপনারা যদি যান তাহলে আমরা সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেব। কারণ আপনাদের তো কোন পরিচিত ঘর নেই, আমি সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেব, আমার দলের লোকদের বলব ভাল করে যাতে আপনাদেরকে দেখে রাখেন, কোন অসুবিধা যাতে না হয়।

তবে এই খাদ্যে স্বয়ংভর হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ইরিগেশানের যে প্রস্তাব সেটা এখনও দুর্বল রয়ে গেছে আগেও দুর্বল ছিল এখনও খুব বেশী সবল হয়নি আমরা নতুন কিছু করতে পারিনি। তবে এবার আমরা ১০০ নুতন পাম্পসেট আনতে পেরেছি যদিও আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ৩০০টার। কিন্তু যেহেতু এগুলি ফেক্টরীতে তৈরী হয়, কাজেই নিজের ইচ্ছা মত কিছু করা যায় না। আমরা অর্ডার দিয়ে রেখেছি এবং আমি দেখেছি যে প্রচণ্ড লড়াই করতে হচ্ছে পাম্পসেটগুলি আনার জন্য। এখন পর্য্যন্ত ১০০ আনতে পেরেছি, আমার আশা আরও ১০০টা আসবে। মাননীয় সদস্য মাখন চক্রবর্তী সরবংছড়ার কথা তুলেছেন আমরা ঠিক করেছি ১৬ তারিখ এইটার উদ্বোধন হবে এবং জলসেচ দিয়ে দিচ্ছি। উনাকেও আমি নিমন্ত্রন পত্র পাঠিয়েছি, এছাড়া আমরা নুতন করে করছি চন্দ্রিলাম ছড়াতে একটা ভাল প্রজেক্ট হবে, সোনাইতেও একটা ভাল প্রজেক্ট হবে, আর এইটা হলে বেশ বড় একটা এলাকা জলসেচের আওতায় আসবে। আর দ্বিতীয়তঃ আগে যেভাবে শুধু কপি করা হত অনুকরন করা হত পাঞ্জাবে কি করছে, হরিয়ানাতে কি করছে, উত্তর প্রদেশে কি করছে এইগুলি এনে এখানে চালানো হত এইটা না, এইটা আমরা করব না। আমি বলছি আমাদের যে বৈশিষ্ট্য যে জলধারা সেই উৎসমুখ অনেক উপরে থাকে আর আমাদের জমিগুলি থাকে নীচে। সুতরাং অন-গ্রেভিটেশান যদি আনা হয় তাহলে পাহাড় অঞ্চলেও আমরা জলের ব্যবস্থা করতে পারব, সেখানে কারেন্ট লাগবে না, অপারেটর লাগবেনা এর জন্য ফ্লু ইরিগেশান করা হয়েছে। আপনারা যদি দেওয়ানছড়া যেতে পারেন, পূর্ব কসাই বাড়ী যেতে পারেন, মাননীয় সদস্য বলেছেন শিলাছড়ির কথা, সেখানে আমি সেদিন গিয়ে দেখে এসেছি, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই সব্জিগুলি আগে হত, উনারা বলবে না, বললাম কি করে হল বলবে ফ্লু-ইরিগেশানের জল দিয়ে, উনারা বলবে এই ইরিগেশানের জল দিয়ে বুরো ফসলও হচ্ছে। তাছাড়া যে সমস্ত ট্রাইবেল এলাকাতে উৎপাদন কম হত সেগুলিতে এর কারণটা খুজে বের করা হয়েছে তাদের কৃষি পদ্ধতি অত্যন্ত নিম্নমানের কাজেই সেগুলিকে উন্নতমানের করা যায় কিনা এর জন্য ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত ৫৩টা এলাকাতে আমরা ভেজিটেবল করেছি।

মিনি ওয়াটার শেড করা হয়েছে দশটা যেটা টি, এন, ভি রেকর্ড-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন ১৭টি মাইক্রো মিনি ওয়াটার শেড প্রজেক্ট্ নাবার্ড সেন্ট্রাল প্রজেক্ট্ থেকে সেংকশন করানো হয়েছে। এইগুলি চালু হলে ত্রিপুরার কৃষি ক্ষেত্রে বিরাট একটা রেকর্ড তৈরী হবে। আমাদের উৎপাদন বেড়ে চলছে। তাছাড়া মাননীয় সদস্য বলেছেন টিলা জমির কথা—সেখানেও চাষ শুরু হয়ে গেছে। এইবার ড্রাই ল্যাণ্ড ফার্মিং এ আণ্ডার রেনফেড কন্‌ডিশন টিলা জমিতে আমরা এ্যাবরাপ্‌টলী জলে ভাসিয়ে দিতে পারব। তবে আমাদের এত বেশী রিসোর্সেস্

আছে কিনা তাতে একটু সন্দেহ রয়েছে। তবু আমরা এখন এইগুলি আর ফেলে রাখছি না। রেনফেড কন্ডিশনের উপর নির্ভরশীল চাষগুলি শুরু হয়ে গেছে। সেখানে আজকে ধান হচ্ছে, চীনা বাদাম উৎপাদন হচ্ছে। তারপর আমরা আরেকটা জিনিস করছি যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবচেয়ের বেশী কন্জাম্পসন করে। কিন্তু সেটা এখানে উৎপাদিত হয় না—বাইরে থেকে এইটাকে আমদানী করতে হয়—সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ। এই পেঁয়াজের ৮০ শতাংশ আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। এইবার আমরা এইটার চাষ শুরু করলাম। আমরা দেখেছি এতে চাষীদের মধ্যে সাড়া পরে গেছে। যদিও দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে যে, এইবার অকালে যে বৃষ্টি হয়েছে তাতে পেঁয়াজের একটু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে, এইটা ত্রিপুরাতে ভাল চাষ হবে। তবে টেক্‌নিক্যালী আমাদের আরেকটু ডেভেলাপ করতে হবে। আমি বলেছিলাম যে, নীচু জমিতে যাতে না লাগানো হয়—একটু উপরের জমিতে যেন সেটা লাগানো হয়। কিন্তু আমাদের কৃষকরা যেমনভাবে পেরেছে লাগিয়েছে—উঁচু নীচু সেটা চিন্তা করে নাই। ফলে এতে একটু ক্ষতি হয়ে গেছে।

স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের বলব যে, আমাদের রাজ্যকে যদি খাদ্যে স্বয়ংভর করতে চান তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকবে না সংঘর্ষ থাকবে সেটা বলিনা। আই ওয়ান্ট ইওর কো-অপারেশন। আপনারা কৃষকদের বলুন যে কিভাবে তারা পেঁয়াজ উৎপাদন করবে, কোথায় লাগাবে, কিভাবে হাই ইলডিং ভেরাইটিজ্ অব্ রাইস্ করবে—কিভাবে সার ব্যবহার করবে, এইগুলি আপনারা তাদেরকে বলুন। এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে, কৃষকরা বীজ পায় না ইত্যাদি। আর "এই বীজ যখন ট্রাইবেল এলাকায় পাঠানো হয় তখন ঐ ব্রজবাবুরা ট্রাইবেলদের বলেন যে—এই বীজ তোমরা নিও না, এই আলু বীজ তোমরা নিও না, এই গুলিতে বিষ আছে, এইগুলি খাইলে তোমরা মরে যাবে।" এই সমস্ত কথা বলছেন। কাজেই বুঝা যাচ্ছেনা আপনারা আসলে কি চান। এরজন্য আমি বলছি যে, আপনাদের এই কাটমোশানের সঙ্গে আপনাদের বক্তব্যের কোন মিল নেই। তাতে আমি কি জবাব দেব।

তারপর এইখানে সমালোচনা করা হয়েছে যে, কৃষিতে যে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সেটা নাকি অকৃষকদের দেওয়া হচ্ছে। স্যার, ১৯৮৮-৮৯ সালে আমরা বহিঃরাজ্যে পাঠিয়েছি ৯০ জন এবং এইখানে কৃষকদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ৬০ জনকে। ৮৯-৯০ সালে ৭৩ জনকে বাইরে পাঠানো হয়েছে আর এখানে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ৭, ৪০০ জনকে। ১৯৯০-৯১ সালে বাইরে পাঠানো হয়েছে ১০২ জন আর এইখানে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ২০,৪০০ জনকে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা যাদের বাইরে পাঠাচ্ছি তারা হচ্ছে এই জুমিয়া, ভেজিটেবল্‌স্,

কাল্টিভেটরস্ এবং উপজাতিদের মধ্যে যারা মিনি ওয়াটার শেড-এর প্রতিনিধি তাদেরকে এবং যারা এড্ভান্স্ড্ কালটিভেটরস্ যারা ধান চাষে রেকর্ড করেছেন, ধান উৎপাদনের রেকর্ড করতে পারেন তাদের থেকে পাঠাচ্ছি। এরা অকৃষক হবে কেন?

স্যার, দাবি করা হচ্ছে যারা লালঝাণ্ডা করে তাদেরকে পাঠাতে হবে। এটা সম্ভব নয়। এসব আবদার করে আমার কর্মীদের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করা হয়। আমরা ক্ষমতায় আসলে তোমার চাকুরী রাখা হবে না। তোমার চাকুরী খেয়ে নেব। এই সমস্ত ভয় দেখিয়ে তারা চাপ সৃষ্টি করেন তাদের কমরেডদের দেওয়ার জন্য। এই ভাবে দেওয়া হয় না। কংগ্রেস যুবসমিতি এই পরিচয় নেই। যারা জুমিয়া পুনর্বাসন সজি উৎপাদনে ভাল কাজ করেছে তাদেরকে শুধু সেখানে সুযোগ দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার স্যার, এইবার প্লেনিং কমিশনের নোটে কৃষি দপ্তর, সেরিকালচার ও ফিসারিজ-এর উপর আমাদের দারুন ভাবে প্রসংসার নোট দিয়েছেন। কাজেই প্লেনিং কমিশন যে পুরাপুরি খবর রাখেন সেটা পরিস্কার। স্যার, মৎস্য চাষে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদন বাড়ানো। এখানে আমরা জলের এলাকা বাড়াচ্ছি। বামফ্রন্ট আমলে জলের এলাকা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেই সমস্ত এলাকাতে মাছ চাষ করা হত না। কারণ সেই জলাশয়ের মালিকের পোনা-খাদ্য দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এমনকি মাছ চাষ করতে গেলে একটা জালেরও দরকার আছে। সেটা তখন তাদেরকে দেওয়া হত না। এখন আমরা সমস্ত মিনি ব্যারেজ-গুলিতেই শুধু মাত্র বাঁধই দিচ্ছিনা, আমরা সংগে সংগে মাছের পোনা দিচ্ছি। আমরা সংগে সংগে জালও দিচ্ছি। এবং সাবসিডি দিয়ে আমরা আরও অনেক কিছুই সাপ্লাই করছি। আমি আর সময় নিচ্ছি না। এগুলি শুনতে উনাদের ভাল লাগছে না। আপনারা সেটা করতেও পারেন না, শুনতেও পারেননা।

মিঃ স্পীকার স্যার, মাইনর ইরিগেশান খুব ভাল স্কীম নেওয়া হয়েছে। তবে যে ভাবে মোটর চুরি হচ্ছে, আমি খবর নিয়ে দেখেছি যে, বামফ্রন্টের লোকদের এই ব্যাপারে একটা দারুন তৎপরতা আছে। এই সরকারের উৎপাদন যাতে ব্যাহত করা যায় সেই জন্য শুধু মাত্র ট্রাইবেল এলাকাতে এ, টি, টি, এফ তৈরী করে বলা হচ্ছে যারা সরকারী কর্মচারী তারা আসতে পারবে না। এগ্রি এ্যাসিসটেন্টদের তারা ২ হাজার, ৬ হাজার টাকা চাঁদার নোটিশ দিচ্ছে। চাঁদা না দিলে তুমি আসতে পারবে না। কিন্তু না এসে যদি ফ্রি আলো বন্টন করতে চাও তাহলে তোমাকে চাঁদা দিতে হবে। অর্থাৎ হল যে ট্রাইবেল এলাকায় কেউ আসতে পারবেনা।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি জানি যে, এই সমস্ত মোটর চুরির ব্যাপারে এম, এল, এদের রাজনৈতিক উদ্যোগ রয়েছে। মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী খুব বাহবা পাওয়ার জন্য এগুলি বলছেন। কিন্তু আমি জানি যে, আপনার এগুলিতে হাত আছে। আপনার কথায় এরা চলে। এটা আমার ভাল করে জানা আছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, ট্রাইবেলদের সম্পর্কে আমি একটু বলতে চাই। যেভাবে ট্রাইবেলদের মূর্খ ভাবা হয়, যেভাবে ট্রাইবেলদের খুব সস্তায় রাজনৈতিক পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন এতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একজন ট্রাইবেল হিসাবে সিরিয়াসলি বলছি যে ট্রাইবেলদের যত বোকা বানানো হবে, যত কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করা হবে, যত তাদের জন্য অভিনয় করা হবে তত বেশী ট্রাইবেলদের ক্ষতি হবে। এবং এখন ট্রাইবেলরা সেটা বুঝছেন। তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। ক্ষোভ বাড়তে থাকবে। ট্রাইবেলদের অন্যায়ভাবে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মিথ্যা কথা বলে যেভাবে রাজনৈতিক পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা আর করবেননা। যদি পারেন ট্রাইবেলদের জন্য আন্তরিক-ভাবে কথা বলুন, আন্তরিকভাবে কাজ করুন। নতুবা শুধু মাত্র ভোট পাওয়ার জন্য তাদের সম্পর্কে আর কথা বলবেন না। তাদের জন্য দরদ আর দেখাবেন না। এতে তাদের আরও ক্ষতি হবে।

এখানে ব্রজমোহন জমাতিয়া আমার গ্রামে একবার হঠাৎ করে গিয়ে বলছেন যে উপজাতি নিপাত যাক্। আমার জেঠা বলল কি ব্যাপার কাকা, আপনি আমাদের একমাত্র কাকা। আপনি কি করে বলছেন যে উপজাতি নিপাত যাক্? কি তাহলে মরে যাব নাকি? বলল-এটা না করলেতো আমি নমিনেশন পাইতাম না।

অতএব এইভাবে ট্রাইবেলদের আর শেষ করবেন না। আমি আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য বলব। না হলে তাদেরকে ভাওতা দিবেন না। এখানে যে সমস্ত কাটমোশানস আনা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ১৯৯১-৯২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৯১-৯২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Mr. Speaker :— Demand No. 18.

There are three Cut Motions on this Demand. I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Rudreswar Das, on Demand No. 18, Major Head-2702.

"That the amount of the Demand be requced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that :—

"Failure to maintain the existing lift irrigation Scheme at Debichhera, North Halahali and Chandcup villages under Kamalpur Sub-Division.

(The cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Keshab Majumder on the Demand No. 18, Major Head-2702

That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :—

"অচল এল্. আই স্কীমগুলি চালু করতে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Samar Choudhury on the Demand No 18, Major Head-2702.

That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :—

"বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শুরু করা এল আই. স্কীমগুলির কাজ তিন বছরেও সম্পূর্ণ না করায় প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 18 to vote.

The question before the House is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Agriculture Minister that a sum not exceeding Rs. 19, 48, 40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1992 in respect of Demand No. 18 under the following Major Head :—

2702 :—Minor Irrigation———Rs. 19,48 40,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Demand No. 30.

There are two Cut Motion on this Demand. I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Nakul Das on demand No. 30, Major Head-240.

That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :—

"রাজ্য মৎস্য দপ্তরের চরম দূর্নীতির ফলে মৎস্যজীবি ও মৎস্য সম্প্রসারণ আন্দোলন ধ্বংস করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Bidhu Bhusan Malakar on the Demand No. 30, Major Head-2405.

That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :—

"মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলোতে নিয়মিত অনুদান না দেওয়ার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 30 to vote :—

The question before the House is the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department, that sum not exceeding Rs. 6,87,00,000/-be grant to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads :—

2405 :— Fisheries .... Rs. 6,66,00,000/-

2552 :— North Eastern Areas Rs. 16,00,000/-

4405 :— Capital outlay on Fisheries Rs. 5,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Demand No. 35.

There are four Cut Motions on this Demand. I am putting the cut motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 35 moved by Shri Rudreswar Das

That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/— to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :—

"কৃষি সম্প্রসারণে এবং কৃষি প্রশিক্ষণ বিষয়ে দলবাজী করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motions on the demand No. 35 moved by Shri Sukumar Barman.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকদের ট্রেনিং দেওয়ার নামে অকৃষকদের নিয়া ট্রেনিং দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Speaker :—Now the question before the House is the cut motion on the Demand No. 35 moved by Shri Sukumar Barman.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"কৃষি ক্ষেত্রে মিনিকিট বণ্টন করার ক্ষেত্রে চরম দলবাজী করার ফলে প্রকৃত কৃষকরা বঞ্চিত হওয়ার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 35 moved by Shri Dinesh Deb Barma.

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivences that :—

Failure to complete the construction work of Rural Go-down at Kalachhari in Kamalpur Sub-Division.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr Speaker :—Now I am putting the Demand No. 35 to vote. The question before the house is the Demand No. 35 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department that a sum not exceeding Rs. 33, 87, 11,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

2401-Crop Husbandry	Rs.	21,05,41,000/-
2408-Food Storages and warehousing.	Rs.	2,14,00,000/-
2415-Agriculture Research and Education	Rs	30,00,000/-
2435-Other Agriculture programme	Rs.	1,30,00,000/-
2552-North eastern Areas	Rs	47,70,000/-
4401-Capital outlay on Crop Husbandry.	Rs.	8,60,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 49 to vote. The question before the House is the Demand No. 49 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department. That a sum not exceeding Rs. 10,41,90,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 2,60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 49 under the following Major Heads :—

2410-Crop Husbandry	Rs.	5,93,99,000/-
2402-Soil and Water Conservation	Rs.	3, 75,91,000/-
2435-Other Agriculture programme	Rs.	22,00,000/-
4401-Capital outlay on crop Husbandry.	Rs.	50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 1 to vote.

The question before the House is the Demand No. 1 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,05,95,00/- exclusive of charged expenditure of Rs. 2,94,000/- be granted to defray the charges which will

come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No : 1, of the following Major Head :-

2011-Parliament State/Union Territory Legieslatures Rs. 1,05,9[illegible],000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 18 to vote.

The question before the House is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Eduction Department. That a sum not exceeding Rs. 85,000/- be granted to defray the charged which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 18 under the following Major Head :-

2711-Flood Control-Rs. 85,05,000/-

(The Demand was put to vice vote and Passed)

Mr. Speaker :- Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 10, 70,C0 000- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 19. under the following Major Heads :-

4701-Capital outlay on Major and Medium Irrigation Rs. 8:40,00,000/-
4711-Capital outlay on Flood Control project. Rs. 2,30,00.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 20. There are six Cut Motions on this Demand. I am putting the Cut Motions to vote First and then the main Demand.

The question before the House is the Cut motion moved by Hon'ble Member Shri Badal Chowdhuri that the amount of the Demand No. 20, Mojor Head-2202 be reduced by Rs 1000/- to reprosent the economy that can be effected on the particular matter Viz :-

"বিলোনীয়া মহকুমার শাস্তিবাজারে কলেজ না করার প্রতিবাদে"

(The Cut Motion was put to vote and lost)

Next the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Badal Chowdhury that the amount of the Demand No. 20, Major Head-2202 be reduced by Rs. 10C/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :-

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচন না করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voce vote and lost)

Next, the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Nakul Das that the amount of the Demand No. 20. Major Head-2203 be reduced by Rs. 10,0000/- to reprosent the economy that can be effected on the particular mater Viz :-

'ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে রিগিং করার নামে অমানবিক নির্যাতন করে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়ার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next, the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Nakul Das that the amount of the Demand No. 20, Major Head- 2202 be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :

"রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় গণটুকাটুকি আমদানী করে উচ্চ শিক্ষাকে ধ্বংস করার প্রতিবাদে"

(Ths Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Rudreswar Das that the amount of the Demand No 20, Major Head- 2202 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that ' Failure to start the construction work of Govt. College at Kamalpur."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble member Shri Keshab Majumder that the amount of the Demand No. 20- Major Head- 2202 be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the police underlying the demand Viz. In protest against failure to equipe the Govt College."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 9,65,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the

year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

2202-General Education-	Rs 6,98,74,000/-
2203-Technical Education-	Rs. 1,32,99,000/-
2204-Sports & Youth Service-	Rs. 46,16,000/-
2205-Sports & Culture-	Rs. 87,11,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, the question before the House is the motion moved be Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 1,59,70,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 43 under Major Head :—

2230- Labour & employment-	Rs. 1,59,70,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now, Demand for Grant No. 50. There are Sixteen Cut Motions on that Demand. I am putting the cut motions to vote one after another and the main demand.

Now, the question before the House is the cut motion over by Hon'ble Member Shri Gopal Ch. Das on Major Head 2202 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/ to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "শিক্ষাবর্ষে সময় মতো ছাত্রছাত্রীদের টেক্‌স্‌ট বই সরবরাহে ব্যর্থতা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে পাঠ্যপুস্তক ছাপানো নিয়ে চরম দুর্নীতি ইত্যাদির প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Gopal Ch. Das on Major Head 2202 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্যের প্রতিবাদে।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost) Next, the question before the House is the cut motion moved by Sri Gopal Ch. Das on Major Head 2202 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রী ও আবাসিক ছাত্রাবাসের ছাত্র ছাত্রীদের যথা সময়ে ষ্টাইপেণ্ড প্রদানে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Gopal Ch. Das on Major Head-2236 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে মিড-ডে-মিল চালু রাখতে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Sri Chitta Rn. Saha on Major Head 2202 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the demand viz :- "রাজ্যের বিদ্যালয় সমূহের বুক ব্যাংকগুলি থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় বই সরবরাহে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Chitta Rn. Saha on Major Head-2552 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে পাকা গৃহ নির্মাণে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Braja Mohan Jamatia on Major Head-2202 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the particular matter viz :- "স্কুলগুলির ভগ্নদশা ঘুচানে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Matilal Sarkar on Major Head-2202 that the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কোন নুতন পদ মঞ্জুর না করার প্রতিবাদে।'

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Matilal Sarkar on Major Head-2202 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Failure to supply books in time and at considerate price."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Matilal Sarkar on Major Head-2202 that the amount of Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the Demand viz :- "Failure to provide stipends for students in time"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Matilal Sarkar on Major Head-2202 that the amount of Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy underlying the Deman viz :- বেসরকারী বিদ্যালয়ে মেরিট স্কলারশীপ মঞ্জুর করার ব্যাপারে প্রচণ্ড গাফিলতি।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Rudreswar Das on Major Head-2202 that the amount of Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivence that :- সিডিউলকাস্টস্ কম্পোন্যান্ট স্কীমে পরিচালিত কমলপুর মহকুমার মানিকভাণ্ডারস্থিত হরচন্দ্র দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য ক্যাপিটাল গ্রান্ট না দেওয়ার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before House is the cut motion moved by Tarani Deb Barma on Major Head-2202 that the amount of the Demand be reduced Rs 100/- to ventilate the specific grivence that :-

"In protest against non-sanctioning contingency the non-govt. Institution in Tripura."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Sukumar Barman on Major Head-2202 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grivance that :- "রাজ্যে অনতিবিলম্বে বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীকে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় প্রমশন দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবীতে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Rudreswar Das on Major Head-2202 that the amount of the Demand be

reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that : "In protest against to pay to anounced 6% and 5% D. A. to the Teachers and employees of the non-Govt. (aided) institution in cash within Feb, 91."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next the question before the House is the Cut Motion moved by Hon'ble Member Shri Bidhu Bhusan Malakar that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that : Failure to sanction L T.C. to the Teacher and employees of the Non-Govt. (aided) institutions in Tripura.

The Cut Motion was put to vice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Education Minister that a sum not exceeding Rs 8,44,30,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1992, in respect of Demand No. 50 under the following Major Heads :-

2202-General Eduction	Rs. 93,44,33,000/-
2236-Nutrition	Rs 4.23,95,000/-
2245-Relief on account of Natural calamities.	Rs. 3,00,000/-
2552-North Eastern Areas	Rs. 71,00,000/-
3454-Census Servey and Statistics.	Rs. 2,02 000/-

(The Demand was put to vote and passed).

Mr. Speaker :- Now, Demand for Grant No. 3. Ther are three cut motions on this Demand I am putting the cut motions to vote one after another and then the main Demand.

Now the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Sri Jitendra Sarkar, on Major Head 2014 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz ; In protest against the motivated selection of legal advisors.

(The Cut Motion was put to vote and lost)

Next, the question before the House is the Cut Mototion moved by Hon'ble Member Shri Nakul Das on Major Head 2014 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz : "In protest against the motivated appoiniment of legal advisors and Councils. (The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Sukumar Barman on Major Head 2014 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"In protest against motivated selection of Legal Advisors and Councils."

(The Cut Motion was put to v ice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Law Minister that a 'sum not exceeding Rs. 2 85,50,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 36,05 000 - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1 92 in respect of Demand No. under the following Major Hoads :—

2014-Administration of Justice :	Rs.	2,85,49,000/-
2070-Other Administrative Services :	Rs.	1,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Now, the question before the House is the motion moven by Hon'ble Law Minister that a sum not exceeding Rs. 1,72, 63,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 10 under the following Major Head :-

34 4- Census and Statistics :	Rs.	1,72,63,000/-

(The Demand was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :- Now, Demand for Grant No. 12. There are two cut motions on this Demand. I am putting the cut motions to vote one after another and then the main Demand

Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Members Sarvasree Badal Chowdhury and Keshab Majumdar on Major Head 2041 that the amount of the demand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be efected on the parti-cular matter viz :– "রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থায় দুর্নীতি রোধে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble members Sarvasree Matilal Sarkar, Samar Chowdhury Sukumar Barman and Rudreswar Das on Major head-5055 that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy under-lying the demand viz. 'Failure to keep minimum nuber of T.R.T.C. buses on the roads and to eontrol corrupt practices in T.R.T.C."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Finanace Minister that 'a sum not exceeding Rs. 2,84 62,000/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending of the 31st March, 1992 in respect of Demend No. 12 under the following Major heads :-

2041-Taxes on Vehicles	Rs. 20,12,000/-
3055-Road Transport	Rs. 5,00,000/-
3075-Other Transport Services	Rs. 9,50,000/-
5055-Capital Capital Outlay on road Transport	Rs 2,50,00,000/-,"

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :- Now, Demand for Grant No. 14. There are as cut motions on this demand. I am puting the cut motions to vote first and than main motion

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble members Sarvasree Gopal Ch Das, Makhanlal Chakraborty, Fayjur Rahman, Sukumar Barman and Badal Chowdhury on major head-3054 that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. 'শহর ও গ্রামীণ রাস্তাঘাট উন্নয়ন, ব্রিজ প্রভৃতি নির্মাণ কার্য্যে জোট সরকারের চরম অবহেলার কারণে জনজীবনে সৃষ্ট দুর্ভোগ ও জোট সরকারের এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ আমলা কর্মচারী ও কনট্রাকটারের সমন্বয় অব্যাহত দুর্নীতির প্রতিবাদে ;

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the hosue is the motion moved by Hon'ble Member Shri Rudreswar Das on Major head 3054 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievance that 'Failure to construct and maintaining the Kamalpur-Maracherra-Ambassa Road, :-

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question bfore the House is the cut motin moved by Hon'ble Member Shri Bidhu Bhushan Malakar on Major head-2059 that the amount of the demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. 'In protest agains the corruption in builidng construction.'' (The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Subodh Das on Major head 3054 that the amount of the demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "In protest against the corruption constructing the bridges," : (The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that "a sum not exceeding Rs. 37,37,00,000/- exclusive of charged expenditure of Rs 7,00.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1992 in respect of Demand No. 14 under the following major heads :

2059-Public works	Rs.	31,09,00,000/-
2202-General Education	Rs	8 00,000/-
2203-Technical Education	Rs.	2,50,000/-
2205-Arts & Culture	Rs.	5.50,000/
2210-Medical & Public Health	Rs.	4,50,00 /-
2216-Housing	Rs.	1,34,50,000/-
3054 Roads & Bridges	Rs	473,00,000/-".

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now, Demand for Grant No. 15 There is no cut motion on demand. So, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that "a sum not exceeding Rs. 8,42,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 15 under the following Major heads :-

4059-Capital Outlay on Public Wrks	Rs. 2,32,00,000/-
4202-Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture	Rs. 3,22,50,000/-
4210-Capital Outlay on Medical & Public Health	Rs. 1,97,00,000/-
4211 Capital Outlay on Family Welfare	Rs. 20,00,000/-
4235-Capital Outlay on Sociel Security	Rs. 11,00,000/-
4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	Rs. 35,00,000/-
4404-Capital Outlay on Dairy Development	Rs. 10,00,000/-
4851-Capital Outlay on Village & Small Industries	Rs. 15,00,000/-",

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Now, Demand for Grant No. 16. There are 3 cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main motion.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Nakul Das on Major Head-5054 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that "Failure to construct Border Road from Radhanagar to Ekimpur via Dhimatali under Belonia Sub Division."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Major head-5054 that the amount of the demand be reduced by Rs. 5,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. আগরতলা-ফুলতলী রাস্তায় বাস লাইন চালু থাকা সত্বেও রাস্তাটি সরকারের এবং উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা না গ্রহণ করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Major Head-5054 that the amount of the demand be reduced by Rs. 5,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. আগরতলা-বিশালগড় রাস্তা হতে কমলাসাগর পর্য্যন্ত রাস্তার ব্রীজগুলি পাকা করার কোন পরিকল্পনা না থাকার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 25,83,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in raspect of Demand No. 16 under the following Major heads :-

4216-Capital	Outlay on Housing	Rs. 2,81,00,000/-
4552 Capital	Outlay on North Eastern Areas	Rs. 4,50,00,000/-
5054-Capital	Outlay on Roads & Brdiges	Rs. 18,52,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Now, Demand for Grant No. 18 There are two cut motions on Major head-2215 of this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main demand.

The question, before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Keshab Majumdar on Major head-2215 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievances that, "আগরতলা শহরের ভুক্তাদের নিকট হতে বিপুল অংকের টাকা নেওয়ার পর তাদেরকে জল সরবরাহ করার ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Shri Badal Chowdhury on Major head 2215 that the amount of the policy under the demand viz. গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প সম্প্রসারণে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by Minister in-charge of the Public Works Department that 'a sum not exceeding Rs. 1,47, 43,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 18 under the following Major head 2215-Water Supply & Sanitation Rs. 1,47,43,000/-

(The Demaned was put to voice vote and Passed.)

Now, Demand for Grant No. 19. There are two cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Bidhu Bhushan Malakar on Maior head-4215 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievances that 'Failure to control misuse of Government vehicles,"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'-ble Member Shri Purna Mohan Tripura on Major head-4215 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz 'Misuse of Govt money on travel expenses,"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the main demend to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-incharge of the Public Works Department that a sum not exceeding Rs. 11,26,93,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 19 under the following Major heads : 4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation Rs. 11,06,93,000/-

4705-Capital Outlay on Command Area Development Rs. 20,00,000/-",

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now, Demand for Grant No. 3. There are as many as 4 cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote one after another and the main demand.

The questions before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Sarvasree Purna Mohan Tripura, Tarani Deb Barma, and Makhan Lal Chakraborty on Major head-2015 that the demand be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. 'Utter failure in conducting free and fair election in the State by the present Government",

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Sarvasree Fayzur Rahaman, Rudreswar Das, and Sunil Kr. Chowdhury on Major head-2015 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz "প্রকৃত ভোটারদের ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Member Shri Gopal Ch Das on Major head-2015 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. In protest against wide-spread violance and rigging in election in the the State",

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next the question before the House is the cut motion moved by Hon,ble Member Shri Khagendra Jamatia on Major head-2015 that the amount of the demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz "In protest against the malpractices in preparation electoral roll,"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, I am putting the main demand to vote The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister incharge of the Election Department that 'a sum not exceeding Rs. 47,46,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 3 under the following Major head-2015-Election... ... ...Rs. 47.46,000/-"

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Now, Demand for Grant No. 42. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first and then the main demand.

The question before the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Purna Mohan Tripura on Major head-2056 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : 'রাজ্যের জেলাগুলিতে আরও উন্নত মানের খাদ্য দেওয়ার প্রস্তাব না থাকার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Jail Department that 'a sum not exceeding Rs. 1,29,74,000/- be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st March 1992 in respect of Demand No. 42 under the following Major head : 2056-Jail... ... . Rs. 1,29,74,000/-",

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Now, Demand for Grant No. 17 There are as many as 5 cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Samar Chowdhury on Major head-2801 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to respresent disapproval of the policy underlying the demand viz. 'কুটিরজ্যোতি কর্মসূচী রূপায়ণে চরম ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Keshab Majumdar on Major head-2801 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz.

"Failure to generate power to the possible extent",

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Samar Chowdhury on Major head-2801 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to respresent disapproval of the policy underlying the demand viz. "Failure to need supporting generation of electricity",

(The Cut Motion was put to vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Major head-2301 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that "বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত লেম্বুতলী উপজাতি এলাকায়, ব্রজেন্দ্রনগরে, হরিহর দোলায় নতুন পল্লীতে কোণাবনের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিদ্যুত লাইন সম্প্রসারণে ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Rudreswar Das on Major head-2801 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that ,'Failure to extend electrification service at North & West Halahali villages",

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble 'Minister in-charge of the Power & Electricity Department that 'a sum not exceeding Rs. 71,53,22,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No 17 under the following Major heads :—

2045-Other taxes & duties on commodities and Services	Rs. 5,22,000/-
2801-Fower	Rs. 26,00,00,000/-
4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	Rs. 10,00,00,000/-
4801-Capital Outlay on Fower Project	Rs. 35,48,00,000/-",

(The Deamand was put to voice vote and Paesed.

Now, Demand for Grant No. 21. There are 3 cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Badal Chowdury on Major head-2202 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে :

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question befor the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Badal Chowdhury on major head- 2202 that the amount of the demand be reduced by Rs 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. বয়স্ক শিক্ষা কর্মীদের সাম্মানিক ভাতা ৫০০ টাকা না করার প্রতিবাদে ।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Nakul Das on Major head-2235 that the amount of the demand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be affected on the particular matter viz. বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কৃষি শ্রমিকদের ভাতা, রিক্সা শ্রমিকদের ভাতা সময়মতো না দেওয়ার প্রতিবাদে ।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the main demand to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister incharge of the Education & Social Welfare Department that 'a sum not exceeding Rs. 17 45,18,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 21 under the following Major heads :-

2202 General Education	Rs. 8 37,76,000/-
2235-Social Education & Welfare	Rs. 8.26,66,000/-
2236 Nutrition	Rs. 80,76,000/- ,

(The Demand was to voice vote and passed.

Mr. Speaker :- There is a cut motion on the Demand No. 27-2225 moved by Shri Keshab Majumder that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disaproval of the -policy underlying the demand viz :- In protest against in position of Boarding houses.

(The Cut Motions put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 7,31 16 000/- be granted to defray the charges which will come in course of Paymett during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 27 under the followtng Major Head :-

2225-welfare of Seh Castes, Sch Tribes
and other Backward Clases. 7,31,16,000/

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Sepker :- There are four cut motions on the Demand No. 36-2403. The cut motion moved by Shri Sukumar Barman and Sri Nakul Das that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :- In protest ageeinst the misuse of money in fueling.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr Speaker :- The cut motion moved by Shri Rudreswar Das that the a mount of the Demand be reduced to Rs 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- গরু মহিষাদির বাত রোগ নিরাময়ে ব্যর্থতার প্রতিবাদে।

(The Cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—The cut motion moved by Shri Nakul Das that the amount of the Demand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- রাজ্যের উন্নতমানের গো-প্রজননে চরম ব্যর্থতার প্রতিবাদে।

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :- The cut motion moved by Shri Matilal Sarker that the amount of the Demand be reduced by Rs, 20,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "দেবীপুর ছাগপ্রজনন কেন্দ্রের কোন উন্নয়ন না করার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 9.01,05,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :—

2403-Animal Husbandry :- Rs 8,08,30,000/-

2404-Dairy Development :- Rs. 90,50,000/-

2552-North Eastern Area :- Rs. 2,25,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল : The Salaries, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Nineth Amendment Bill, 1931 (Tripura Bill No. 7 of 1991) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, The Salaries, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Nineth Amendment Bill, 1991 (Tripura Bill No. 7 of 1991) এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :- এখন মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হলো :- The Salaries, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assmbly (Tripura) (Nineth Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 7 of 1991.) এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। (পরে বিলটি ধ্বনি ভোটে দিলে তাহা এই সভা অনুমতি দেন এবং বিলটি উত্থাপিত হয়।)

মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি বিলের কপি লাইব্রেরী অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :— The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Eight Amendment Bill, 1991 (Tripura Bill No. 8 of 1991). উত্থাপন,

আমি এখন মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Eight Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 8 of 1991). এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :- এখন মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয় কতৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :- The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Eighth Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 8 of 1991). এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

তারপর মোশানটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং উত্থাপিত হয়।

মিঃ স্পীকার :- এই সভা আগামীকল্য ১৫ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

ANNEXURE-"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 147

Name of member :- Sri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :-

ANSWER

১ নং প্রশ্ন :— বিলোনীয়ার বাঁশপড়ুয়াতে এবং সাড়াসীমাতে সরকারের পরিচালনাধীন নারিকেল বাগান ও মশলা বাগানের অধীনে বর্তমানে মোট জমির পরিমাণ কত,

২ নং প্রশ্ন :— প্রথম অবস্থায় যখন ঐ বাগানগুলির কাজ হাতে নেওয়া হয় তখন কতদূর এলাকা নিয়ে ঐ সকল বাগানগুলি গড়ে উঠার পরিকল্পনা ছিল ?

১ নং উত্তর :— বিলোনীয়ার বাঁশপড়ুয়াতে এবং সাড়াসীমাতে সরকারের পরিচালনাধীন নারিকেল বাগান ও মশলা বাগানের অধীনে মোট জমির পরিমাণ এইরূপ :—

ক) বাঁশপড়ুয়া নারিকেল বাগান — ২০৫ হেঃ

খ) সাড়াসীমা মশলা এবং ব্যাটললিফ খামার-৮.৫ হেঃ

২ নং উত্তর :— প্রথম অবস্থায় যখন ঐ বাগানগুলির কাজ হাতে নেওয়া হয় তখন বাগানগুলি গড়ে উঠার পরিকল্পনা ছিল এইরূপ :—

ক) নারিকেল বাগান — ২০০ হেঃ।

খ) মশলা এবং ব্যাটললিফ খামার — ৫০ হেঃ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :—162

Name of Member :- Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :-

১ নং প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের কমলা উৎপাদক চাষীগণ কমলা বিক্রয়ে মুনাফাবাজ বড় ব্যবসায়ীদের নিকট ন্যায্যমূল্য থেকে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং এতে দামের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে মার খাচ্ছেন,

২ নং প্রশ্ন :— সত্য হইলে কমলা উৎপাদকদের লাভজনক দাম দিতে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

inister In-Charge of Agriculture
(Sri Nagendra Jamatia).

১ নং উত্তর : — এ ধরনের খবর সরকারের জানা নেই।

২ নং উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :—172

Name of Member :- Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Home Department be Pleased to state:-

১। ইহা কি সত্য যে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী কাজি জাফর সম্প্রতি সপরিবারে ভারত বাংলা সীমান্ত গোপনে পাড় হয়ে যাত্রাপুর থানার ব্রজেন্দ্র ঘোষের সাহায্যে বাংলাদেশ থেকে পলায়ন করে ত্রিপুরায় এসেছে ;

২। সত্য হইলে এখন কাজি জাফর কোথায় রাজ্য সরকার অবগত আছেন কিনা ?

ANSWER

Name of the Minister :- Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :- বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রচারিত। এই সংবাদ সরকারের গোচরিভূত হয়। সরকার এই সংবাদের সত্যতা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছেন।

(Questions & Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO :—202

Name of the Member :- Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state.

১ নং প্রশ্ন :— উত্তর ত্রিপুরায় কমলপুরে সালেমা ব্লকের আমবাসা গাঁও পঞ্চায়েতের রাঙাছড়া ওয়াটার সেড ম্যানেজমেণ্ট প্রজেক্ট এর কাজ এখনও সম্পন্ন না করার কারণ কি,

২ নং প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে, উক্ত উত্তর রাঙাছড়া ওয়াটার সেড ম্যানেজমেণ্ট প্রজেক্ট এর ফাণ্ড থাকা সত্বেও প্রজেকট এর কাজ বন্ধ আছে,

৩ নং প্রশ্ন :— যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে উক্ত প্রজেক্ট এর উন্নতি কল্পে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Minister in-charge of Agriculture

(Sri Nagendra Jamatia)

১ নং উত্তর :— কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২ নং উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

৩ নং উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question N›. 320.

Name of the Member :- Shri Bidya Ch. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Fisheries Department be please to state :-

প্রশ্ন :- ১। ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে কত একর জমিতে মিনিব্যারেজ করা হয়েছিল,

প্রশ্ন :- ২। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে কত একর জমিতে মিনিব্যারেজ করা হয়েছিল,

প্রশ্ন :- ৩। চলতি আর্থিক বছরে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং পর্য্যন্ত কত একর জমিতে মিনিব্যারেজ করা হয়েছে।

উত্তর

ANSWER

উত্তর :- ১। ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে ৯৬৬.১৭ একর জমিতে মিনিব্যারেজ করা হয়েছিল ।

উত্তর :- ২। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে ২৯৩'৪৭ একর জমিতে মিনিব্যারেজ করা হয়েছিল।

উত্তর :- ৩। চলতি আর্থিক বছরে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং পর্য্যন্ত ১৯৪'৯৫ একর জমিতে মিনিব্যারেজ তৈরী করা হয়েছে।

Name of the Member :- Shri Bidya Ch Deb Barma,

Admitted Starred Question No :—321.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য গত ২০শে ডিসেম্বর মাসে কমলপুর মহকুমার সেছুরিয়া গ্রামের টি, ওয়াই, এফ কর্মী মিহির দেববর্মাকে কতিপয় দুষ্কৃতকারী খুন করেছে ; এবং

২। সত্য হইলে খুনিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

A N S W E R

Name of the Member :- Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister, Tripura

১। হ্যাঁ এইরূপ একটি ঘটনা সম্পর্কে উত্তর ত্রিপুরার ছালেমা থানায় একটি মামলা তদন্তাধীন আছে।

২। এই ঘটনায় আসামীদের এখন পর্য্যন্ত সনাক্তকরণ করা যায় নাই। কাজেই এখন পর্য্যন্ত কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No 326

Name of the Member :- Shri Didya Ch. Deb Darma,
Shri Mati Lal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

১। গত ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং গণ্ডাছড়া এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের গুলীতে কতজন বি-এস, এফ জওয়ান নিহত হয়েছেন এবং

২। সন্ত্রাস বাদীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

A N S W E R

Name of the Minister :- Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister, Tripura.

১। ৩ জন।

(Questions & Answers)

২। সন্ত্রাসবাদী দলটিকে গ্রেপ্তার করার জন্য এবং তাদের উৎসস্থল নিরূপনের জন্য এবং বি-এস-এফ এবং রাজ্য পুলিশ তল্লাশী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন।

Admitted Starred Question No :- 330

Name of the Minister :- Shri Nakul Das,

Will the Hon'bel Minister in-Charge of the Home Department be pleased to State :-

১। রাজ্যে আসাম রাইফেলের কয়টি ব্যাটেলিয়ান বর্তমানে অবস্থান করছেন।

২। তাদের রাজ্য সরকার কি কি কাজে ব্যবহার করছেন ?

A N S W E R

Name of the Minister :- Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister, Tripura.

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর সম্প্রতি ভারত সরকার রাজ্যে এ-টি-টি-এফ এর কার্যকলাপ দমনের কাজে রাজ্য পুলিশকে সহায়তা করার জন্য তিন সপ্তাহের জন্য এক ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেল বাহিনী রাজ্য সরকারকে দিতে সম্মত হয়েছেন।

Admitted Starred Question No :— 331

Name of Member :— Shri Sukumar Barman,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :--

১। গত ২রা ডিসেম্বর রাষ্ট্রমন্ত্রী বিল্লাল মিঞা সাহেবের এন সি-নগরের বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণের কোন ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিনা ;

২। যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি এবং এই সম্পর্কে পুলিশ কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

A N S W E R

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১। গত ২রা ডিসেম্বর কিছু অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতিকারী রাষ্ট্রমন্ত্রী বিল্লাল মিঞার বাড়ীতে একটি পটকা মেরেছিল।

২। এই ঘটনায় সোনামুড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত করছেন। কি উদ্দেশ্যে এবং কে বা কাহারা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করেছিল তদন্তে প্রকাশ পায় নাই। তবে বর্তমানে ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

Admitted Starred Question No :— 333

Name of Member :— Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ ইং কৈলাশহর মহকুমার সুশান্ত শর্মা ও কিছু লোক পূজার চাঁদা না দেওয়ার অপরাধে চিনি বাগান ইট ভাটা থেকে মালিক স্বদেশ করের টি আর এল ১২৬৩ নং গাড়ীটি অপহরণ করে নিয়ে যায় ;

২। যদি সত্য হয় তবে তার বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

A N S W E R

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১। গত ২৩-৯ ৯০ইং আগরতলা শিবনগর নিবাসী জনৈক স্বদেশ এর টেলিফোন করে কৈলাশহর থানার ও, সিকে জানান যে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় কৈলাশহর থানাধীন পাইথুর বাজারের কিছু অজ্ঞাতনামা যুবক তাহার টি-আর-এল ১২৬৩ নং গাড়ীটি নিয়ে যায়।

২। উপরোক্ত অভিযোগমূলে পুলিশ ঘটনার কথা কৈলাশহর থানায় জি-ডি তে অন্তর্ভূক্ত করে তদন্ত আরম্ভ করে। তদন্ত কালে গাড়ীটি পাইথুর বাজার হতে পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে এবং পরে জনৈক নারায়ণ কর গাড়ীটি জামিনে মুক্ত করে নেয়। স্বাক্ষীর অভাবে কাহারো বিরুদ্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় কাহাকেও অভিযুক্ত করা যায় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 336

Name of Member :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state.

১। বর্তমান বর্ষে আমন ফসল সারা রাজ্যে কত পরিমাণ উৎপাদিত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। গত বৎসরে আমন ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

A N S W E R

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

উত্তর :—

১। বর্তমান বর্ষে ১৯৯০-৯১ ইং সনে আমন ফসল সারা রাজ্যে যে পরিমাণ উৎপাদিত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

কৃষি মহকুমার নাম	অনুমিত উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন)
১। পানিসাগর	১৯৯৮৫
২। কাঞ্চনপুর	৯৫৭০
৩। কুমারঘাট	১৯১৯০
৪। ছামনু	৬৪৩০
৫। সালেমা	২২৮০০
৬। খোয়াই	১৬৩৪০
৭। তেলিয়ামুড়া	১৮১৫০
৮। জিরানীয়া	১৭৭৯৫
৯। মোহনপুর	১৪৯৪৫
১০। বিশালগর	২৭২২৫
১১। মেলাঘড়	২৫৭৭০
১২। মাতারবাড়ী	২০০৮০
১৩। অমরপুর	১১৮৭০
১৪। গণ্ডাছড়া	১১৪৫০
১৫। বগাফা	১৩৯৫০
১৬। রাজনগর	১৫৬৩০
১৭। সাতচাঁন্দ	১১৫২০
মোট ত্রিপুরা	২,৭৫,৪০০

উত্তর :—

২। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৮৯-৯০ ইং সনে সারা রাজ্যে যে পরিমাণ আমন ফসল উৎপাদিত হইয়াছিল তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

কৃষি মহকুমার নাম	উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন)
১। পানিসাগর	১৯৯২০
২। কাঞ্চনপুর	৯৫৬৮
৩। কুমারঘাট	১৯৪৭৯
৪। ছামনু	৬৩১১
৫। সালেমা	২১৬৭২
৬। খোয়াই	১৪৮৭০
৭। তেলিয়ামুড়া	১৭৫০৬
৮। জিরানীয়া	১৬১১৩
৯। মোহনপুর	১৩৩৪১
১০। বিশালগড়	৩১৯৬৩
১১। মেলাঘর	২৬৭৬০
১২। মাতারবাড়ী	২১৯৭৫
১৩। অমরপুর	১১০৭৫
১৪। গণ্ডাছড়া	১৫৪৪
১৫। বগাফা	১৪০১০
১৬। রাজনগর	১৪৬২৪
১৭। সাঁতচাঁন্দ	১১৯৪০
মোট ত্রিপুরা	২,৭০,১৮৪

Admitted Starred Question No :— 349

Name of Member :— Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, গত ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং রাত অনুমান ৮টায় অমরপুরের বীরগঞ্জে সি-পি-আই (এম) কর্মী সন্তোষ রায়কে একদল দুষ্কৃতকারী আক্রমণ করে গুরুতর আহত করে।

২। এই সকল দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ। তবে সন্তোষ রায় কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী কিনা তাহা জানা যায় নাই।

২। আসামীদের বিরুদ্ধে বীরগঞ্জ থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিরা পুলিশ গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলাতক বিধায় তাদের এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ তল্লাশী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

Admitted Starred Question No :— 350.

Name of the Member :— Sri Purnamohan Tripura,
Sri Matilal Sarkar,

Will the Hon'ble Ministor-in-charge of the Home Departmant be pleased to state ;—

১। ইহা কি সত্য যে, গত ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং কৈলাশহর পূর্ত্ত বিভাগের এস, ডি, ও সুশান্ত দত্তকে কতিপয় সমাজ বিরোধী আক্রমণ করে এবং দৈহিক নির্যাতন করে।

২। সত্য হইলে সমাজ বিরোধীদের শাস্তির জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ; এবং

৩। এফ, আই, আর এ বর্ণিত আসামীদের নাম কি ?

ANSWER

Name of the Minister :— Sri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১। গত ৫ই ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা কৈলাশহর পূর্ত্ত বিভাগের এস, ডি, ও শ্রী সুশান্ত দত্ত আক্রান্ত হন।

২। আসামীদের বিরুদ্ধে কৈলাশহর থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আসামীরা সকলেই আদালতে আত্মসমর্পণ করে এবং পরে আদালত থেকে জামিন প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমানে বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

৩। ১। শ্রীভবতোষ দাস,
২। শ্রীসুশান্ত শর্মা,
৩। শ্রীদিলীপ দেব,
৪। শ্রীগৌরাঙ্গ দেব।

Admitted Starred Question No. 355.

Name of the Member :— Sri Rudreswar Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, গত ১৯শে জানুয়ারী ১৯৯১ ইং কমলপুর মহকুমাধীন সালেমা থানার অন্তর্গত বড়লুৎমা গ্রামের নিবাসী চন্দন গৌড়কে তার নিজ বাড়ী হতে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী বল পূর্ব্বক ধরে এনে প্রচণ্ডভাবে মারধর করে গুরুতর ভাবে আহত করেছে ।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এ বিষয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

A N S W E R

Name of the Minister :— Sri Sudhir Ranjan Majumder,
CHIEF MINISTER, TRIPURA.

১। ইহা সত্য যে চন্দন গৌড়কে তার বাড়ীর নিকট কিছু দুষ্কৃতকারী মারধর করে এবং তাহাতে সে আঘাৎ প্রাপ্ত হয় ।

২। শ্রীচন্দন গৌড়ের ভাইয়ের অভিযোগ মূলে আসামীদের বিরুদ্ধে সালেমা থানায় একটি সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেন । ঘটনায় জড়িত অসামীরা পলাতক বিধায় তাদের এখনও গ্রেপ্তার করা যায় নাই । তবে তাদের গ্রেপ্তারের জন্য অনুসন্ধান কার্য্য অব্যাহত আছে ।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No 67

Name of Member :—(1) Shri Samar Choudhury,
(2) Shri Mati Lal Sarkar,
(3) Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের কোন কোন থানায় গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে নারী ধর্ষণ, নির্য্যাতন এবং খুনের অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে ।

২। উক্ত সময়ে রাজ্যে উপজাতিভুক্ত ও তপশিলী জাতিভুক্ত নারীদের উপর ধর্ষণ, নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা ও খুনের ঘটনা কয়টি,

৩। এই সকল অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার কি কি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং কত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে,

৪। এই সকল অভিযোগের কয়টি চার্জসীট হয়েছে এবং কয়টি ফাইন্যাল রিপোর্ট দেয়া হয়েছে,

৫। কয়টি অভিযোগ ২ বৎসরের অধিককাল এবং ১ বৎসরের অধিককাল তদন্তাধীন রয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister, Tripura

১। গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে রাজ্যের নিম্নলিখিত থানাসমূহে নারী ধর্ষণ, নির্য্যাতন এবং খুনের মোট ৬২১টি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে :—

উত্তর ত্রিপুরা জেলা	দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা
১। কৈলাশহর	১ কিল্লা	১। যাত্রাপুর
২। ফটিক রায়	২। বিলোনীয়া	২। আমতলী
৩। মনু	৩। পি আর বাড়ী	৩। সোনামুড়া
৪। ছামনু	৪। শান্তির বাজার	৪। টাকারজলা
৫। ধর্মনগর	৫। বাইখোরা	৫। মেলাঘর
৬। চোরাইবাড়ী	৬। স ব্রুম	৬। তেলিয়ামুড়া
৭। পানিসাগর	৭। মনু বাজার	৭। কলমছড়া
৮। দামছড়া	৮। নূতন বাজার	৮। পূর্ব আগরতলা
৯। কাঞ্চনপুর	৯। অমরপুর	৯। বিশালগড়
১০। পেচারথল	১০। অম্পি	১০। এয়ারপোর্ট
১১। ভাঙ্গমুন	১১। বৈত্রু	১১। খোয়াই
১২। কমলপুর	১২। গণ্ডাছড়া	১২। সিধাই
১৩ আমবাসা	১৩। রইশ্যাবাড়ী	১৩। পশ্চিম আগরতলা
১৪। সালেমা	১৪। গঙ্গানগর	১৪। কল্যাণপুর
	১৫। আর, কে, পুর	১৫। জিরানীয়া

২। উপরোক্ত সময়ে রাজ্যে স ঘটিত মোট ৬২১টি ঘটনার মধ্যে উপজাতিভূক্ত ও তপশিলী জাতিভূক্ত নারীদের উপর ধর্ষণ, নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা ও খুনের ঘটনার হিসাব :—

ঘটনার বিবরণ	উপজাতি	তপশিলীভূক্ত জাতি
নারীধর্ষণ	৩৭	২৩
নির্য্যাতন	৪	১৪
লাঞ্ছনা	৫৫	৩৬
খুন	৪	৯

৩। উক্ত ৬২১টি অভিযোগে মোট ৭৯৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে থানাসমূহে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে পুলিশ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য আদালতে চার্জশীট দাখিল করা হয়।

৪। থানায় লিপিবদ্ধ মোট ৬২১টি অভিযোগের মধ্যে মোট ৪৩১টি চার্জশীট এবং ১০৭টি ফাইন্যাল রিপোর্ট দেয়া হয়েছে।

৫। ৬২১টি অভিযোগের মধ্যে মোট ১৫টি অভিযোগ ২ বৎসরের অধিক এবং ৬৮টি অভিযোগ ১ বৎসরের অধিক সময়ে তদন্তাধীন আছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 107

NAME OF THE MEMBER :— SHRI SAMAR CHOUDHURY.

প্রশ্ন

১। ১৯৯০ ডিসেম্বর এ রাজ্যের কোন শ্রেণীর কোর্টে কত সংখ্যায় জামীনযোগ্য এবং জামীন পাওয়ার অযোগ্য ক্রিমিন্যাল অপরাধের অভিযোগে মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

২। এই সকল মামলার মধ্যে কত সংখ্যা ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারীর পর কোর্টের বিচারের জন্য নথিভুক্ত হয়েছে।

৩। কত সংখ্যক কেইস এর চার্জসীট পুলিশের নিকট থেকে পাওয়া গেছে এবং কত সংখ্যক অভিযুক্ত পুলিশের ফাইন্যাল রিপোর্টের দ্বারা বিচারের পূর্বেই মুক্ত হয়েছেন?

উত্তর

১ }
২ } তথ্য সংগ্রহাধীন
এবং }

Admitted Un-Starred Question No :— 108

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

১। রাজ্যের থানাগুলিতে ১৯৮৮ এপ্রিল থেকে ১৯৯০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সর্বমোট কয়টি কি শ্রেণীর অপরাধমূলক কাজ লিপিবদ্ধ হয়েছে;

২। এই সকল অপরাধের জন্য কতজন অভিযুক্ত হয়েছেন, অপরাধের শ্রেণীভিত্তিক অপরাধীর সংখ্যা ;

৩। অভিযুক্তদের কতজন গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গত তিনবছরে কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই ?

A N S W E R

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :

১৯৮৮ ইং এপ্রিল থেকে ১৯৯০ ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের থানা সমূহে লিপিবদ্ধ শ্রেণীভিত্তিক অপরাধের মোট সংখ্যা এবং এই সকল অপরাধে শ্রেণীভিত্তিক মোট অভিযুক্তের সংখ্যা নিম্নে দেয়া গেল :—

অপরাধের শ্রেণীভিত্তিক বিবরণ	মোট অপরাধের শ্রেণীভিত্তিক সংখ্যা	অপরাধের শ্রেণীভিত্তিক মোট অভিযুক্তের সংখ্যা
খুন	৩৯৭	১৩০০
ডাকাতি	২৩৩	৮৫৭
ছিনতাই	৩৭৮	৫৪৯
সিঁধেলচুরি	২০২২	১২৯৬
চুরি	২৮৮২	১৭০২
ধর্ষন	১৭৫	৩৬১
নারী নির্য্যাতন	১১৮	২৫৯
শ্লীলতাহানী	৩১২	৪৬৯
অপহরণ	২২৯	৫১৮
অগ্নিসংযোগ	৭৮০	৫৫২
শারীরিক নির্য্যাতন	২৫০৩	৪৯৪১
দাঙ্গা	১৫৩৯	১১২৯১
অন্যান্য	৩৯৫৬	৬৫৮১

৩। অভিযুক্তদের মধ্যে মোট ২১, ২১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গত তিন বছরে মোট ৯,৪৬৬ জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO :—114

Name of the Member :- Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :-

১নং প্রশ্ন :— বিলোনীয়া মহকুমার সারাসীমার বাশপাড়ুয়াতে সরকারের পরিচালনাধীন নারিকেল বাগানের কাজ শুরু হওয়া থেকে ১৯৯০ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঐ বাগানে কত চারা লাগানো হইয়াছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) এবং এখন পর্য্যন্ত কত নারিকেল গাছ বেঁচে আছে ?

২নং প্রশ্ন :— ঐ বাগানে বর্তমানে কত শ্রমিক কর্মরত আছে ?

ANSWER

Minister in-charge of Agriculture
(Sri Nagendra Jamatia)

১নং উত্তর :— বিলোনীয়া মহকুমার বাশপাড়ুয়াতে সরকারের পরিচালনাধীন নারিকেল বাগানের কাজ শুরু হওয়া থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং পর্য্যন্ত ৬৩,৭৫৭টি চারা লাগানো হইয়াছে এবং বর্তমানে ২১,১১৮টি গাছ বেঁচে আছে।

বছর ভিত্তিক চারা লাগানোর হিসাব এইরূপ :—

	১৯৮৫—৮৬ =	৫,২০৮	টি
	১৯৮৭—৮৭ =	১২,০৪৭	,,
	১৯৮৭—৮৮ =	১৫,২০০	,,
	১৯৮৮—৮৯ =	১৩,১০৬	,,
	১৯৮৯—৯০ =	৮,৭৫০	,,
	১৯৯০ ৯১ =	৯,৪৪৬	,,
(৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)	মোট—	৬৩,৭৫৭	টি

২নং উত্তর :— ঐ বাগানে ১৭৩ জন শ্রমিক কর্মরত আছে ?

Admitted Un-Starred Question No:—115

Name of the Member : Shri Badal Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state:-

১। ১লা জানুয়ারী ১৯৮৯ ইংরেজী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের কতজন সচিবও গেজেটেড অফিসার দুস্কৃতকারীদের হাতে আক্রান্ত ও নিগৃহীত হয়েছেন; (অফিসারদের নামের তালিকা সহ);

২। এই পরিপ্রেক্ষিতে কতটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাতে এখন পর্য্যন্ত কতজন দুস্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :- Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১। মোট ১০ জন/আক্রান্ত/নিগৃহীত অফিসারদের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া গেল ঃ—

১) শ্রী এ-ভি চতুর্বেদী এস ডি ও, খোয়াই।

২) " রমনীকান্ত দাস এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিভাগ।

৩) " মিহির দত্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পূর্ত্ত দপ্তর, ১নং ডিভিশন।

৪) " পি দেববর্মা, এক্সিকিউটিভ অফিসার, আগরতলা মিউনিসিপালিটি।

৫) " ডাঃ ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য, অধ্যক্ষ বিলোনীয়া কলেজ।

৬) " পার্থ সারথী দত্ত মুহুরী, এ ই, এম-আই, এফ সি, ডিভিশন-৫, বিলোনীয়া।

৭) " এম. এল চক্রবর্ত্তী, এস-ডি-পি-ও, ধর্মনগর।

৮) " বি-এন বসুরায়, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার নর্দান ডিভিশন, ধর্মনগর।

৯) " সি-এন-পাল, এস-ডি ও, পূর্তবিভাগ, কৈলাশহর ডিভিশন-১।

১০) " সুশান্ত দত্ত, এস ডি ও পূর্তবিভাগ, কৈলাশহর ডিভিশন ১।

২। মোট ১০টি মামলা দায়ের করা হয়। ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ৭ জন আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

ADMITTED UN-STARRED QUES ION NO :—120

Name of the Member :- Shri J.tendra Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :-

১নং প্রশ্ন :— Horticulture Development Corporation রাজ্যে ফলের বাগান সহ কি কি কর্মসূচী রূপায়িত করার পরিকল্পনা নিয়েছিল।

২নং প্রশ্ন :— এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত কতটি ফলের বাগান গড়ে উঠেছে এবং তাতে কত শ্রমিক কর্মরত আছে (বাগানের নাম সহ বাগান ভিত্তিক শ্রমিক সংখ্যা কত)

৩নং প্রশ্ন : — এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে ৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ এই দুইটি আর্থিক বছরে বহিঃরাজ্য থেকে কত নারিকেল কিনেছে, তাতে কত নারিকেল চারা উৎপাদন হয়েছে,

৪নং প্রশ্ন :— প্রতিটি নারিকেল চারা উৎপাদনে কত খরচ পড়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture

(Shri Nagendra Jamatia)

১ নং উত্তর : — ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন ত্রিপুরায় ফলের বাগান করা সহ কৃষি সংক্রান্ত নানাহ ব্যবসা যথা বীজ কীটনাশক ঔষধ ও কৃষি যন্ত্রাদি সরবরাহ করা ইত্যাদি পরিকল্পনা নিয়েছিল।

২ নং উত্তর :— এই পর্যন্ত কর্পোরেশনের মাধ্যমে ১১টি কাজু বাদামের বাগান, ১টি কলা বাগান, ১টি কমলা বাগান ও ১টি নারিকেল বাগান করা হয়েছে। উক্ত বাগানগুলিতে মোট ৫৫ জন শ্রমিক কর্মরত আছে।

বাগানগুলির নাম ও কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা এইরূপ :—

বাগানের নাম	কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা
১) দূর্গাছড়া	২ জন
২) গকুল নগর	১ ,,
৩) হরিমঙ্গল	৪ ,,
৪) বালিধুম	৪ ,,
৫) গোলাঘাটি	১ ,,
৬) দক্ষিণ কৃষ্ণপুর	২ ,,
৭) দক্ষিণ শ্রীরামপুর	২ ,,
৮) বাঁশতলি	৭ ,,
৯) মনুবাজার	২ জন
১০) দেওয়ান বাড়ী	৪ ,,

বাগানের নাম	কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা
১১) কড়ইছড়া	৮ ”
১২) দক্ষিণ হিচ্চাছড়া	৩ ”
১৩) গারদাং	১০ ”
১৪) দক্ষিণ মাছমারা	৫ ”

৩নং উত্তর :— এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে বহি:রাজ্য থেকে মোট ৬,৮৬,৩৫২টি নারিকেল বীজ কিনেছে এবং তা থেকে মোট ৪,১১,৭১০টি নারিকেল চারা উৎপাদিত হয়েছে.

৪নং উত্তর :— প্রতিটি নারিকেল চারা উৎপাদনে ১৪ (চৌদ্দ) টাকা খরচ পড়েছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 121

Name of the Member :— Shri Badal Choudury,

Will the Minister in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

QUESTION :

১। ত্রিপুরা দুগ্ধ সমবায় সমিতি পরিচালিত আগরতলা ডেয়ারীতে দৈনিক কত লিটার দুধ দৈ উৎপাদন হয় এবং তার মধ্যে কত দুধ জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করা হয় ;

২। বর্ত্তমানে কতটি দুগ্ধ সমবায় সমিতি থেকে আগরতলা ডেয়ারীর জন্য কত লিটার দুধ ক্রয় করা হয়ে থাকে।

৩। বর্ত্তমানে কত দামে দুধ বিক্রি করা হত।

৪। দুধের দাম বাড়ানোর কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা।

৫। রাজ্য সরকার আগরতলা ডেয়ারী'র জন্য এবং ত্রিপুরা দুগ্ধ সমবায় সমিতির জন্য বছরে কত টাকা ভর্ত্তুকি দিয়ে থাকেন।

৬। ১৯৮৮-৮৯। ১৯৮৯-৯০ এই দুইটি আর্থিক বছরে কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা ?

ANSWER : MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIA

১। ত্রিপুরা দুগ্ধ সমবায় সমিতি পরিচালিত আগরতলা ডেয়ারীতে বর্ত্তমানে দৈনিক ৬,৫০০ লিটার দুধ উৎপাদন করা হয় এবং উৎপাদিত ৬,৫০০ লিটার দুধই জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। এখানে কোন দৈ উৎপাদন করা হয় না।

২। বর্ত্তমানে ৫৮টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি থেকে আগরতলা ডেয়ারীর জন্য মোট ৩০০০ লিটার দুধ ক্রয় করা হয়।

৩। বর্ত্তমানে প্রতি লিটার দুধ ৫ টাকা ৬০ পয়সা দামে বিক্রি করা হয়।

৪। দুধের দাম বাড়ানোর সরকারী কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

৫। ত্রিপুরা দুগ্ধ সমবায় পরিচালিত আগরতলা ডেয়ারীর জন্য রাজ্য সরকার বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে থাকতেন ; তবে এই আর্থিক বৎসরে এখন অব্দি মোট ২২,৬৫,৪১৪.৮৫ টাকা ভর্ত্তুকী দেওয়া হইয়াছে।

৬। ত্রিপুরা সরকারের সমবায় কর্ত্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট দিয়ে ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরের অডিটের কাজ চলছে

Admitted Un-Starred Question No : 137

Name of the Member :— Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকার মোট কতটি মোকদ্দমা আদালত থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বা প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১। মোট ২১৭টি মোকদ্দমা আদালত থেকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ২১৭টি মোকদ্দমার মধ্যে ১২৯টি মোকদ্দমা আদালত থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাকী মোকদ্দমাগুলি প্রত্যাহারের জন্য আদালতের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 138

Name of the Member :— Shri Nakul Das,

প্রশ্ন :

১। রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন আদালতে মোট মামলার সংখ্যা কত ?

২। তার মধ্যে কতটি খুনের মামলা, কতটি ধর্ষনের মামলা এবং কতটি অনান্য অপরাধের মামলা ;

৩। ঐ মামলাগুলির কতটিতে আসামিদের গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে এবং কতটি ক্ষেত্রে সরাসরি কোর্টে আত্মসম্পর্ণ করেছে।

৪। এর মধ্যে কয়টি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে এবং কত জনের সাজা হয়েছে ?

উত্তর :

১ ২ ৩ এবং ৪	তথ্য সংগ্রহাধীন

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO :—140

Name of the Member :— Shri Matilal Sarkar

প্রশ্ন :

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন কোর্টে বর্তমানে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা কত ?

২। এর মধ্যে হাইকোর্টের মামলার সংখ্যা কত ?

৩। মামলাগুলির মধ্যে কতগুলি ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস হতে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে কয়টি মামলা রজু করা হয়েছে, এবং

৪। এইসব মামলায় মোট আসামীর সংখ্যা কত ?

উত্তর :

১ ২ ৩ এবং ৪	তথ্য সংগ্রহাধীন

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A, M Friday, the 15th February, 1991

PRESENT.

Shri Jyotirmay Nath Speaker, in the chair, The chief Minister, the Deputy speaker, Seven Ministers, nine Ministers of state and 36 Members

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকারঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে-কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীলকুমার চাকমা।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেঁচারথল) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৩৫।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৩৫।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৩৫।

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় হাইস্কুল এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে হেড-মাষ্টার ও প্রয়োজনীয় শিক্ষক আছেন কিনা, এবং

২। না থাকিলে কোন্ কোন্ হাইস্কুল ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে নাই এবং তাহার কারণ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় মোট ১১টি হাইস্কুলের মধ্যে ৬টিতে প্রধান শিক্ষক, ১টিতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক উভয়েই রহিয়াছেন। উক্ত এলাকায় ৫টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ২টিতে উচ্চ পর্য্যায়ের প্রধান শিক্ষক ও একটিতে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ২টিতে কেবল মাত্র সহকারী প্রধান শিক্ষক রহিয়াছেন।

২: বর্তমানে শিক্ষা দপ্তরে উচ্চতর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের প্রমোশনযোগ্য মোট ১৮৮টি শূণ্য পদ রহিয়াছে। উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ে ৯৬ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্য্যায়ে ৯২টি বিষয় শিক্ষকের বিভিন্ন পদে মোট ১২২১টি পদ খালি রহিয়াছে।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, শিক্ষকদের শূণ্য পদ পূরণ করা না হলে স্কুলগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক দেওয়া সম্ভব নয়। রামগুনা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। তারপর আর সেখানে দেওয়া হয়নি। অর্থমনি ধ্বনিছড়া হাইস্কুলে কোনও শিক্ষক ছিলেন না, তাছাড়া অন্যান্য বিষয়েও—বায়ো সাইন্সের শিক্ষক নেই। গ্র্যাজুয়েট টীচার নেই, পিওর সাইন্সে নেই। কাজেই প্রয়োজনীয় এই সব স্কুলগুলি অতি সত্বর প্রয়োজনীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পূর্বেই বলেছি, হেড মাষ্টার পদে, এস, টি :- ২৭টি পদ শূণ্য আছে, এস, সি : ১২টি পদ শূণ্য এবং আদারস ২টি, মোট— ৪১টি। অ্যাসিসটেন্ট হেড মাষ্টার পদে শূণ্য আছে, এস, টি-৩০, এস, সি,-১১ আদারস- ১৩, মোট- ৫৫টি। হেড মাষ্টারস হাইস্কুলে-এস, টি, ৫৬, এস, সি,-৩ ও আদারস-৩৩, মোট-৯১। স্যার, এস, টি, এর ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে ১১৩ এস, সি, এর ক্ষেত্রে ২৭, আদারস-এর ক্ষেত্রে ৪৮, সর্বমোট ১৮৮। কাজেই এই পদগুলি পুরণ না হলে আমরা সমস্ত স্কুলে দিতে পারব না। তবে আমাদের দিক থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছি পেপারে অ্যাডভারটাজমেন্ট দিয়ে ঐ পদগুলি পুরণ করার জন্য। আমরা পদগুলি পুরণ করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দেব। ঠিক তেমনি বি, এস, সি, পিওর সাইন্সে-এস, টি—১৩৭, এস, সি, ১২৫, আদারস—৫০, টোট্যাল ৪১২, অ্যাসিসটেন্ট টীচার বায়ো—এস, টি,— ১০৮ এস, সি,— ৩৮, আদারস— ১০৮, টোট্যাল—২৫৪। অ্যাসিসটেন্ট টীচার—বি, এ, বি-কম, এস, টি, ২৩৫ এস, সি,—নিল, আদারস —৭২, টোট্যাল ৩০৭। ক্লাসিকেল—এস, টি, ১৩১, এস সি,—৩১, আদারস—৮৬ মোট—২৪৮। এস, টি,—মোট, ৭১১, এস, সি,— ১৯৪, আদারস —৩১৬, মোট—১২২১। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে পুরণ করে অতি সত্বর ঐ সমস্ত স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করতে পারি।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, শহর এলাকার স্কুলগুলিতে হেডমাষ্টার মহাশয় আছেন এবং এক একটি সাবজেকটের উপর, ৫ | ৬ | ৭ জন করে শিক্ষক আছেন ১ | ০ | ১২ | ১২ বছর যাবৎ? ঐ সব স্কুল থেকে তাদের বদলী করে অন্য স্কুলে দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, এই যে একটা ইম্ব্যালেন্স ছিল গ্রামেগঞ্জে এবং শহরাঞ্চলগুলিতে নূতন রিক্রুটমেন্ট করে আমরা সেই ইম্ব্যালেন্স কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। আগরতলা শহরে প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষক আছে এবং প্রতিটি সাবজেকট্-এ ৫ | ৬ জন করে শিক্ষক আছেন, এটা সত্য নয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে হয়তো কোন সাবজেক্ট-এ ২ | ১ জন

অতিরিক্ত শিক্ষক আছেন। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য পাবলিক ইন্টারেষ্টে আমরা ট্র্যান্সফার করতে পারছি না। কারণ পাবলিক ইন্টারেষ্টে ট্র্যান্সফার করতে গেলে তাদেরকে টি, এ, দিতে হয়। কাজেই এই আর্থিক অসঙ্গতির উপর নির্ভর করে আমরা গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের বিদ্যালয়গুলিতে একটা ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (পাথামুখ):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিশেষ করে দুর্গমাঞ্চলগুলিতে, কাঞ্চনপুরে ১১টা স্কুলের মধ্যে ৬টা স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই! ৫টা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের মধ্যে ৪টাতে কোন প্রধান শিক্ষক নেই। এটা অত্যন্ত বাস্তব যে দুর্গমাঞ্চলগুলিতে প্রধান শিক্ষকের প্রচণ্ড অভাব। মাননীয় মহোদয় এখানে বলেছেন যে, রিক্রুটমেন্ট করতে অসুবিধা হচ্ছে। অসুবিধা থাকতে পারে, কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে যে সমস্ত স্কুলে শিক্ষক নেই, সেখানে শিক্ষক পাঠানোর ব্যাপারে বদলী নীতি গ্রহণ করেছেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, প্রধান শিক্ষকদের রিক্রুট করার জন্য টি, পি, এস, সির কাছে রিকুইজিশান দিয়েছেন। এটা কবে দিয়েছেন এবং টি, পি, এস, সি, এ সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, জানাবেন কি?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী):—স্যার, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৫৮টা স্কুলে প্রধান শিক্ষক দিতে পেরেছি, যেটা আগে ছিল না। ১৯১টা হাইস্কুলে যেগুলি আগে প্রধান শিক্ষক ব্যতীত চলছিল, সেগুলিতে প্রধান শিক্ষক দিয়েছি। আমি আগেই বলেছি যে এস, টি পোষ্টে যোগ্য প্রার্থী না থাকাতে অনেকগুলি পদ আমরা পূরণ করতে পারছি না। অনেক ক্ষেত্রে এস, সি এবং এস, টি শিক্ষকরা তাদের শিক্ষাগত মান বাড়ানোর জন্য ষ্টাডি লীভ চাচ্ছেন। আমরা তাদেরকে বিধি অনুযায়ী ষ্টাডি লীভ দিচ্ছি। তারা ট্রেনিং-এর সুযোগ পেয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন সরকার সে দিকে দৃষ্টি রাখছেন। সরকার চেষ্টা করছেন বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে এস, সি এবং এস, টি যোগ্য প্রার্থী যাতে এমনিতেই নামে সেই জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি তাদের দেবার দরকার সেগুলি বিধান অনুযায়ী দিয়ে এই পদগুলি পূরণ করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। এবং এতে অবস্থার ক্রমোন্নতি হচ্ছে। আর কিছুদিন আগে, সঠিক তারিখটা আমি এখন বলতে পারছি না, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে রিকুইজিশান আমরা দিয়েছি। ইতিমধ্যে বি, এড পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হওয়ার পর এস, সি এবং এস, টি যারা কোয়ালিফাই হয়েছেন তাদেরকে এসিসট্যান্ট হেডমাষ্টার পোষ্টে প্রমোশান দিয়ে পরবর্তীকালে যাতে তারা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের হেড মাষ্টার পোষ্টে যেতে পারেন তার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি, সাবজেক্ট টীচার বিশেষ করে পিওর সাইন্স টীচার বিভিন্ন স্কুলে শর্টেজ আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া

করে জানাবেন কিনা যে, আমাদের দল ক্ষমতায় আসার পর এস, সি. এস, টি এবং জেনারেল মিলিয়ে কতজনকে পিওর সাইন্স এবং সাবজেক্ট, টিচার হিসাবে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আর এস. সি. এস, টি এবং জেনারেল যে সমস্ত পোষ্টগুলি বাকী রয়েছে সেগুলিতে কবে নাগাদ নতুন নিয়োগ করা হবে ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর জব ফর্ম যখন প্রথম আহ্বান করা হয় তখন সেখানে পিউর সায়েন্সের এস, টি, এস সি. এবং সাধারণ যারা ছিলেন তাদের সবাইকে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯৮৮—৮৯ ইং সালে সাধারণ থেকে হয়তো কিছু পিউর সায়েন্সে নেওয়া হয়েছে কিন্তু এস্‌টি এবং এস, সি পরবর্ত্তীকালে আর পাওয়া যায় নি, তাই আর দেওয়া সম্ভব হয় নি। আমাদের যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী কেনডিডেট আছে। এটার জন্য একটা রিক্রুটমেন্ট রুল করতে হবে এবং এটা আগামীদিনে আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে যথাযথ ব্যবস্থা আমরা নেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী, শ্রীনকুল দাস শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

প্রশ্ন

১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করা রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি ?

২। ইনার লাইন পারমিট চালু করার ব্যাপারে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কোন সর্ব্ব সম্মত প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন কি ?

৩। রাজ্য সরকার এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কি ?

উত্তর

১। না, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি।

২। ইনার লাইন পারমিট চালু করার ব্যাপারে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কোন সর্ব্ব সম্মত প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠান নাই।

৩। উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা নিশ্চয়ই জানেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম এবং অরুনাচল এই সমস্ত

রাজ্যগুলিতে ইনার লাইন পারমিট চালু আছে। এখানে যারা সরকারে আছেন তাঁরা এই কথা মনে করেন কিনা যে, এটা সংবিধান সম্মত এবং এটা চালু করতে তাদের কোন আপত্তি আছে কিনা ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং(মন্ত্রী)— স্যার, উত্তর – পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থান থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান একটু আলাদা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ষ্টেটগুলিতে স্বাধীনতার পরেই এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আইন-সঙ্গত ভাবে চালু হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এটা সবে মাত্র হয়েছে। তবে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ইনার লাইন পারমিট চালু না করেও বিদেশী নাগরিকদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কোন রাস্তা যদি থাকে তাহলে সেটা দেখা হবে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হাউসের মধ্যে সেই দলও দীর্ঘদিন এই দাবী নিয়ে লড়াই করেছে ইনার লাইন পারমিট চালু করেতে হবে এবং আমরা দেখেছি কোন এক সময়ে কংগ্রেস দলের যিনি আজ মুখ্যমন্ত্রী তিনিও বলেছেন আমি সারা রাজ্যে ইনার লাইন পারমিট চালু করব। ইনার লাইন পারমিট এইটা তাদের দলের দাবী ছিল। আজকে এই দাবীটা প্রত্যাহার করেছেন কিনা, কিংবা যদি মনে করেন এই দাবীটা ভায়েব্ল না, তাহলে সেই সময়ে তারা কেন অবিবেচনাপ্রসূত দাবী তুলেছিলেন এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, ইনার লাইন সম্পর্কিত একটা প্রস্তাব এই হাউসে এসেছে এবং সেটা সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব. এটা খতিয়ে দেখা হবে। আমি মনে করি এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আর কোন প্রশ্ন আসতে পারে না।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৫৮।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৫৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্য সরকার কোন্ কোন্ সম্প্রদায়কে ও, বি, সি ভুক্ত সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ?

২। যেসকল সম্প্রদায়কে ও, বি, সি ভুক্ত সম্প্রদায়ভুক্তের জন্য গন্য করা হচ্ছে তাদের গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছে কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য সরকার এখন পর্য্যন্ত কোন সম্প্রদায়কে ও, বি, সি হিসাবে চিহ্নিত করেন নাই। তবে রাজ্যে সরকার কর্ত্তৃক গঠিত ও, বি, সি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ অনুসারে সুপারিশকৃত ২৭টি সম্প্রদায়ের মধ্যে নেপালী বাদে ২৬টি সম্প্রদায়কে নীতিগত ভাবে ও, বি, সি হিসাবে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২। কমিটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট না পাওয়ায় এখন পর্য্যন্ত গেজেট নোটিফিকেশন করা সম্ভব হয়নি।

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে ২৬টা সম্প্রদায়কে সরকার গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এবং কমিটির রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত গেজেট নোটিফিকেশন করা হবেনা বলেছেন, তা এই কমিটির রিপোর্ট কতদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে, কমিটির মেয়াদ কতদিন আছে তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—এই কমিটিকে আগামী ৩১।৩।৯১ইং তারিখের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। কমিটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আমরা এর আগেই পেয়ে যাব বলে আশা করি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ২৭টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি ভুক্ত সম্প্রদায় হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথাও তারা চিন্তা করছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি সরকার সাহায্য দিয়েই থাকেন, এদিকে যদি গেজেট নোটিফিকেশন না করেন, সরকারী ভাবে স্বীকৃত যদি না হয়, তাহলে ত এইভাবে সাহায্য দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনী এবং কোন সরকার এইভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি তারা একমত হয়ে থাকেন তাহলে গেজেট নোটিফিকেশন করতে অসুবিধাটা কোথায় এবং এই ২৭টি সম্প্রদায় কারা এবং কবে নাগাদ গেজেট নোটিফিকেশন করবেন এইটা মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি ?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, আমি স্পষ্টই বলেছি কমিটির অন্তর্বর্তী যে সুপারিশ সেই সুপারিশের ভিত্তিতে আমরা ২৬টি সম্প্রদায়কে মেনে নেওয়ার জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কমিটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেলে পরে আমরা এইসব বিবেচনা করব।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ২৬টি সম্প্রদায়কে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এর মধ্যে চৌধুরী বা মল্লিক আছে কিনা জানতে চাই।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—এই ২৬টা সম্প্রদায়ের মধ্যে চৌধুরী বা মল্লিক এইখানে আসেনি, পরবর্ত্তী ফাইন্যাল রিপোর্টে আমরা সেটা জানাতে পারব।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :—মাননীয় মন্ত্রী এইটা জানাবেন কিনা, আদৌ ও, বি, সি, ভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য এই সরকারের কোন কিছু করার ইচ্ছা আছে কিনা, কমিটি করেছেন, আরো অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু এখনও গেজেট নোটিফিকেশন হয়নি। আদৌ কোন কিছু করার ইচ্ছা আছে কিনা। এর কারণ স্যার, গতকাল ও যে বিলটা এসেছে আমার সন্দেহ হচ্ছে এই বিধানসভার এই অধিবেশন সম্ভবত শেষ অধিবেশন। কারণ পেনশন স্কীম করেছে আড়াই বছরের।

মিঃ স্পীকার :—আপনি যখন বিল নিয়ে আলোচনা করবেন তখন এইসব বলবেন। এখন আপনি আপনার প্রশ্ন করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের আদৌ ইচ্ছা আছে

কিনা ও, বি, সিভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য কোন কিছু করার, গেজেট নোটিফিকেশন কবে হবে, কবে পর্য্যন্ত গেজেট নোটিফিকেশন করে অন্ততঃ ও, বি, সিভুক্ত যারা, তাদের চিহ্নিত করে ওদের সম্পর্কে কি করা হবে, এই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী :—স্যার, আমি খুব আনন্দিত একটা বিষয়ে যে, দেরীতে হলেও মার্কসবাদীরা এইটার প্রয়োজনীয়তা যে বুঝতে পেরেছেন এই জন্য । কমিটি করা হয়েছে এবং তার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা হবে। ঐ কমিটির সিদ্ধান্তকে মর্য্যাদা দেবার জন্য সরকার কমিটি করেছে এবং হাই পাওয়ার কমিটি এইটা। স্যার, তারপর আমি ওনাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য বলছি যে, এই সরকার পুরো পাঁচ বছরই যাবে এবং আরও আসবে, আবার যাবে আবার আসবে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :—স্যার, আমার সাপ্লিমেণ্টরী হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না যে ২৬টা সম্প্রদায়কে সরকারী ভাবে গ্রহণ করেছেন এই ২৬টা সম্প্রদায়ের জন্য এখানে ও,বি,সি,ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু বুক গ্রাণ্ট-এর টাকা সেংশান হয়েছিল কি না এবং ওবি সির জন্য কিছু টাকা আছে কিনা. যদি থেকে থাকে তাহলে সরকারী ভাবে নোটিফিকেশন না হওয়া সত্ত্বেও এই বুক গ্র্যাণ্টের টাকা পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই ২৬ টা সম্প্রদায়কে অতিসত্বর গেজেট নোটিফিকেশন করে দেওয়া হবে এবং কবে বাজেট প্রভিশান মত সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ২৬ টা সম্প্রদায়ের জন্য মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ ভিত্তিক তার কমিট রিপোর্ট অনুযায়ী উনারা সব কিছু করবেন। এখানে আমার বলার বিষয় হল যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ৪৮ শতাংশ রিজার্ভেশান আছে, এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় আছে যে ফিফটি পারসেণ্ট এর বেশী রিজাভেশান হবে না। কাজেই সেই ২৬ টাই হোক আর ৩৬ টাই হোক এখানে যেখানে সুপ্রিম কোর্টের বাধা আছে সেখানে সেই বাধা ডিঙ্গানোর ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কমিটির রিপোর্ট কার্য্যকরী. করা যায় না। কাজেই সেই ক্ষেত্রে এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই সংবিধান সংশোধন করে যাতে এই বাধাটা দূর করা যায় তার জন্য কোন প্রস্তাব পেশ করবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি বলেছি কমিটি করা হয়েছে, কমিটি সমস্ত কিছু বিবেচনা করে এইটা করেছে। স্যার, যত বাধাই থাকুকনা কেন কমিটি রিপোর্টকে কার্য্যকরী করতে গেলে এই সরকার সেই সমস্ত বাধা দূর করেই সেটা করবেন।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— স্যার, বামফ্রণ্ট সরকার থাকার সময় এই ও বি, সিদের সামাজিক ও আর্থিক যে দাবী দাওয়া সেটা পুরনের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কি না। দ্বিতীয়তঃ

আমাদের যে কমিটি এই কমিটির রিপোর্ট কবে পর্য্যন্ত আশা করতে পারি এবং এই কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গেলে ও, বি, সিদের জন্য আলাদা ডাইরেকটরীয়েট করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— প্রথম প্রশ্নের উত্তর মাননীয় সদস্য নিজেই জানেন এবং উনারাও সবাই জানেন যে উনারা কি বলেছেন আর কি করেছেন, উনারা ও, বি, সিদের আন্দোলনকে দমন করার জন্য অনেক রক্ত ঝড়িয়েছেন। তখন এখানে দাঁড়িয়ে বলা হয়েছে এই বামফ্রন্ট সরকার যতদিন থাকবে ও বি, সিদের দাবী সাম্প্রদায়িক দাবী আমরা তা মেনে নিতে পারি না, আমরা নেব না এই আন্দোলন দমন করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা আমরা নেব। এখানে আমি আর এটা কথা বলব মাননীয় সদস্য অখিলবাবু আজকে কোথায়, আজকে তার অবস্থা কি হয়েছে ? কাজেই আজকে আর এখানে কোন কথা বলে কোন লাভ নেই।

স্যার, এই সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন করেছেন। তবে সময়ের প্রশ্ন এইটা আমি মানি। কারণ স্যার, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এইটা বিচারবিবেচনা করে দেখতে হবে এবং সেই সময়টুকু নিশ্চয়ই সকলে দিচ্ছেন—সেইজন্য আমি সকলে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(২) নং প্রশ্নের উত্তর ৩১শে মার্চের মধ্যে এই রিপোর্ট পাওয়া যাবে। আর ডাইরেকটরেটের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলছি — যে এইটা প্রয়োজন মোতাবেক বিবেচনা করা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইটা জানাবেন কিনা — আমরা যতটুকু জানি কংগ্রেস- (আই) সভাপতি শ্রী রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনো তিনি মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ মানেননি। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যেহেতু সেই দলের লোক। সুতরাং তিনি সেই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করার জন্য ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই উদ্ভূত কথা উনি কোথায় পেলেন ? আমাদের ইলেকশন ম্যানিফেস্টো যেটা ছিল সেটা আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী এপ্রোভ্ড্ করেছেন। কাজেই এই সব উদ্ভূত কথা বলে লাভ নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমলমল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১২৭।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১২৭

QUESTIONS & ANSWERS.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত মহাবিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে ;

২। যদি সীমাবদ্ধ করে রাখা হয় তাহলে ঐ সকল মহাবিদ্যালয়ের কর্মচারীরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কি না ; এবং

৩। বঞ্চিত হয়ে থাকলে প্রতিকারের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১। অধিকৃত মহাবিদ্যালয়ের আইন মোতাবেক গেজেটেড্ এবং নন্-গেজেটেড কর্মচারীদের প্রমোশন স্ব-স্ব মহাবিদ্যালয়ে তাদের সিনিয়ারিটি ভিত্তিক থাকে ।

২। নিয়োগনীতি অনুসারে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন না ।

৩। (২) নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না ।

শ্রী***অমল মল্লিক***: –সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না — এই মহাবিদ্যালয়-গুলি যেমন বিলোনীয়া মহাবিদ্যালয় এবং কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় যখন অধিগ্রহণ করার সময় কর্মচারীদের হার্ডশিপের কথা বলা হয়েছিল । কিন্তু দেখা যায় তাদের প্রমোশনের ক্ষেত্র সীমিত — সেই কলেজে ভ্যাকেন্ট পোস্ট এর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে । বাইরের সুযোগের আওতায় তাদের আনা যাচ্ছেনা । এইজন্য যে তারিখ থেকে এই মহাবিদ্যালয়গুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেই তারিখ হইতে তাদের অপশন দেবারাবাব রকসস্থার নেবেন কি না ?

শ্রী***অরুণকুমার কর*** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, Tripura Educational Institutions (Acquisition of Right title and Interest) Act, 1930, এই এ্যাক্টের ফলে যেসমস্ত বে-সরকারী মহাবিদ্যালয়গুলিকে টেকেন-ওভার করা হয়েছে । ঐখানে যেসমস্ত শিক্ষক-কর্মচারী আছেন তাদেরকে অপশন দেওয়ার (৬ মাসের মধ্যে) সুযোগ দেওয়া হয়েছে । তারা সবাই অপশন দিয়েছেন । অপশন ফরম্‌টা স্যার এই রকম :—

THE TRIPURA EDUCATIONAL INSTITUTION'S TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES (TERMS & CONDITIONS OF SERVICE) RULES, 1984

FORM OF POTION
(Sec Rules 3, 4 & 5)

I, Shri/Smti

... ... was holding the post of.... ... ... in the... ... ... (name of the institution) immediatoly before the first day of January, 1982. I have carefully gone through the torms & conditions of abserption in Government service, as provided in the Tripura Educational Institution's Teachers and other Employees (Terms & Conditions of Service.) Rules, 1984 and in pursuance to the first proviso to Sub-sections (1) of Section 9 of the Tripura Educational Institutions (Acquisition of right, title and Interest) Act 1980 and Rules 3 and 5 of the aforesaid Rules I exercise my option as follows :—

I opt for absorption in the service of the Govt. of Tripura,

or

I opt to be retrenched from the service.

or

I opt to be absorbed in the service of the Govt. of Tripura retaining the retirement age and retirement benefits which were applicable to me in my present service

একরডিংলি যারা গেজেটেড্-নন গেজেটেড্ শিকক্ষ-কর্মচারী আছেন তারা অপশন দিয়েছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তৎকালীন সময়ে তাড়াহুড়া করে এটা করা হয়েছে। রাজনৈতিক বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাড়াহুড়া করে এটা করা হয়েছে। কিন্তু কর্মচারীদের কথা চিন্তা না করে তাদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যে একটা জটিল সমস্যা তারা তখন তৈরী করে গিয়েছিলেন যার জন্য অনেক কর্মচারীদের হয়ত কোর্টেও যেতে হয়েছিল। তাদের কেইস্গুলি হয়ত এখনো পেনডিং রয়েছে। এই সমস্ত কথা চিন্তা-ভাবনা করে সরকার তাদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

দ্বিতীয়ত, এই কলেজগুলিতে যেসমস্ত পোষ্টগুলি ছিল সেই সমস্ত পোষ্টগুলি ফিল-আপ করে তাদের জন্য সুযোগ দেওয়া হবে কিনা তাদের প্রমোশনের জন্য এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা অনেক সময় কাজ করতেগিয়ে

দেখেছি যে বিগত সরকার সস্তা রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে গিয়েছেন। জটিলতা তারা সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষক—কর্মচারীদের স্বার্থে বিভিন্ন জটখোলার চেষ্টা এখন আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। ঐ ক্ষেত্রেও বিষয়টি খুবই জটিল। এবং এতে কর্মচারী-শিক্ষকরা বেকায়দায় আছেন। বিষয়টি খুবই জটিল হওয়াতে এখানে এই সম্পর্কে কিছুই বলা আমার পক্ষে এক্ষুনি সম্ভব হচ্ছে না! তবে সেটা আমি খতিয়ে দেখব।

মি: স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর):— এড্মিটেড, কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮৯।

শ্রী**অরুণকুমার কর** (মন্ত্রী):— স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮৯।

প্রশ্ন

১। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কি হারে রাজ্য সরকার মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন;

২। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কত সূচক সংখ্যা ধরে ১৯৮৭ সালে এই সকল মজুরির হার কত ছিল এবং বর্তমান সূচক সংখ্যা কত?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার কোন শ্রমিকদের জন্য মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেন না। রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাত্র ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারন করেন।

২। ১৯৮৬ এবং ১৯৮৭ সালের বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত সূচক সংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সিডিউলে ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারিত হয়েছিল। সর্বশেষ প্রাপ্ত ভোগ্যপন্য মূল্যসূচক ৮৬। (আগষ্ট, ১৯৯০)

শ্রী**সমর চৌধুরী**:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খেত মজুরদের যে মজুরির হার নূন্যতমমানে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, আজকে এই ক্ষেত্রে মজুরির হার এই বিধানসভাতেই ১৭ টাকা ৫০ পয়সা, আর একদিন প্রশ্ন উত্তরে জানানো হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে হারে যে ইনডেকস্ এ নির্দিষ্টভাবে খেত মজুরির হার নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, এখন তার চেয়ে ইনডেকস্ অনেক বেড়ে গেছে। তা সত্ত্বেও খেত মজুরের মজুরির হার এখনো অনেক কমিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি অন্যান্য প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারী, মন্ত্রী, এম, এল এদের পর্যান্ত আড়াইশ টাকা, তিনশ টাকা, চারশ টাকা করে বেতন বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু খেত মজুরদের মজুরির হার নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধির কথা চিন্তা করছেন না। এটা সত্য কিনা?

শ্রী **অরুনকুমার কর** (মন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য যিনি পূর্বতন মন্ত্রিসভার শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। এটা উনার জানা থাকা দরকার যে, আমরা ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে দেখা যায় সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ম আছে যে, ৫০ পয়েন্ট বৃদ্ধি অথবা দুই বছর। এই দুইটার মধ্যে যেটা আগে

হয়, যেটা আলি হয়, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু আমরা বিগত দিনে মজুরদের যে মজুরি বৃদ্ধি করেছি, তার যে ৫০ পয়েন্ট বৃদ্ধি এবং দুই বছরের যদি হয়ে যায়। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা মজুরি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকি।

শ্রী **সমর চৌধুরী** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে শুধু খেত মজুরদের নয়, বিভিন্ন ইনডাস্ট্রিতে মজুরির হার নতুন করে পুনঃ বিবেচনা করার জন্য বোর্ড গঠন করে সব কিছুকে মূল্যায়ন করবেন কিনা ?

তার বর্তমানে জিনিষপত্রের দাম অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে মানুষের একটা দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাতে নিম্নতম মজুরি আইনে কত হওয়া উচিৎ ? আবার ইণ্ডাষ্ট্রি মজুর, কৃষি মজুর এদের ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ড গঠন করে সমস্ত দিক বিবেচনা করা হবে কিনা ?

শ্রী **অরুণকুমার কর** (মন্ত্রী):—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণ করার ব্যাপারে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতেই যে কনসানশাস হয়েছে, সেই নীতি অনুযায়ী আমরা মজুরি নির্দ্ধারণ করে থাকি। এখন আলাদা বোর্ড করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনা।

শ্রী **সমর চৌধুরী** :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মজুরি বোর্ড গঠন করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯—৮০তে এইরকম মজুরি বোর্ড গঠন করে এই সমস্ত মূল্যায়ন করে একটা হার ঠিক করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কয়েক বছর পার হয়ে গেছে, নতুন করে আবার বোর্ড গঠন করে এই মজুরির হার নির্দ্ধারণ করাবেন কিনা ? আগের যে বামফ্রন্ট সরকার মজুরি বোর্ড করেছিলেন, তাতে চার টাকা মজুরি হার ছিল, তার থেকে বাড়িয়ে দশ টাকা করা হচ্ছে। কাজেই এখানে বর্তমান সরকার মজুরদের পরিস্থিতি ও অন্যান্য ইণ্ডাষ্ট্রিগুলির মধ্যে যে শ্রমিকরা আছেন, তাদের যে অবস্থা সেগুলি বিবেচনা করার জন্য নতুন করে মজুরি বোর্ড গঠন করবেন কিনা ?

শ্রী **অরুণকুমার কর** (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত দিনের সরকার শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করেছেন এবং অনেক ভাঁওতা দিয়েছেন। বিগত দিনের সরকারের আদর্শ আমাদের নয়। কারণ তাদের এই উদ্দেশ্য যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের স্থানও তাদের জায়গায় হবে। তাই আমরা নতুন ভাবে চলছি এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মজুরি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে যে নীতি আছে, সেটা আমরা মেনে চলছি। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য আমরা বলছি প্রতি দুই বছর অন্তর ৫০ পয়েন্ট ইনডেকস্ বৃদ্ধি অনুযায়ী আমরা মজুরি নির্দ্ধারণ করব। কাজেই উনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সারা ত্রিপুরাতে আমরা নজীর বিহীন ঘটনা ঘটিয়েছি। চা শ্রমিকদের মজুরি একসাথে দুই টাকা বৃদ্ধি করেছি। কাজেই শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে আমরা রাজনীতি করিনা। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা যেটা আছে, সেটা মেটানোর জন্য আইনগত যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেবার আমাদের সুযোগ আছে, সেটা আমরা দেই।

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী ও শ্রীনকুল দাস।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২০৬।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকাব স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২০৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, চলতি শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতের দ্বিতীয় ভাগ স্কুলে সাম্মাষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাজারে পাওয়া যাবে ;

২। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে পাঠ্য বই ছাপানো ও সরবরাহ করার জন্য শিক্ষা দপ্তর থেকে কোন ভিত্তিতে কোন কোন প্রকাশক ও সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, এবং যে সমস্ত প্রকাশক বা সংস্থা ঠিক সময়ে পাঠ্য বই সরবরাহ করেনি, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা ?

উত্তর

১। ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতের দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯০ইং ডিসেম্বর মাসে বাজার জাত করা সম্ভব হয়েছে ।

২। ১৯৯০—৯১ইং শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরে ৮ (আটটি) পাঠ্য বই ছাপানো ও বণ্টনের দায়িত্ত টেণ্ডারের মাধ্যমে এস, এ, বি এর সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী সিদ্ধান্ত মতে ক্যালকাটার বুক হাউসের আগরতলার ইম্প্রিণ্টকে দেওয়া হয়েছিল।

৩। চুক্তির শর্ত্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, আমাদের রাজ্যে যে ছাপাখানা আছে সরকারী প্রেস। সেই ছাপাখানায় আগে বই ছাপাত এবং এই ছাপাখানার যে কর্মীরা আছেন অত্যন্ত দক্ষ কর্মী এবং খুব দক্ষতার সঙ্গে তারা কাজ করতেন, ভালোভাবে শিখেছেন। কিন্তু সেই ছাপাখানায় কাজ না দিয়ে বিশেষ কোন প্রকাশক "দৈনিক সংবাদ" ইম্প্রিণ্ট মাননীয় মন্ত্রীর বিশিষ্ট বন্ধু তাকে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করার জন্য এই "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার মালিককে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কি বিবৃতি দিতে চাচ্ছেন না সাপ্লিমেণ্টারী চাচ্ছেন ?

শ্রীনকুল দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার হেলপ চাচ্ছি, আপনি আমাকে দয়া করে হেলপ করুন। কাজেই সেই দিক থেকে যে আমরা রাজ্যের ছাপাখানাকে কাজ না দিয়ে শুধু মাত্র "দৈনিক সংবাদের" মালিককে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করার জন্য সমস্ত বই সেখানে দেওয়া হল এবং সেখানে ব্যবসার নামে যেটা ভালো কাগজে ছাপাখানার কথা সেটা নিউজ প্রিণ্টে ছাপানো

হল এবং 'দৈনিক সংবাদের' মালিক ঠিক করলেন বাইরের কোন কোন প্রেসকে দিয়ে বই ছাপানো হবে। এই করে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে গায়েব হল। সেই ব্যবসাটাকে নষ্ট করা হলো খারাপ কাগজে ছাপিয়ে আমাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে বছরের শেষে বাজারে বই প্রকাশ করা হল। দ্বিতীয়তঃ কিছু কিছু বই বাজারে আসল, সেই ক্ষেত্রেও পাঠ্য নোট বই কিনতে হলে কিনতে হবে। আমার ছেলে ক্লাশ সিক্সে পরে, আমাকেও আড়াইশ টাকার বই কিনতে হল।

আমি নিজে বই কিনেছি। একটা বই কিনতে হল আমাকে পাঠ্য বই-এর সঙ্গে নোট বই এটা কি ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য? কাজেই এই "দৈনিক সংবাদের" মালিককে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করার জন্য মন্ত্রী এই সমস্ত কাজ করেছেন। রাজ্যের পরিবেশ নষ্ট করেছেন, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করেছেন। এবং আমাদের সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নষ্ট করে দিয়েছেন। আমাদের দেশকে অচল করে দিয়েছেন। এই কাজগুলি করতে পারেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী**সুধীররঞ্জন মজুমদার** (মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন সরকারী প্রেসকে কাজ দেওয়া হচ্ছে না কেন? এটা ঠিক নয়। সরকারী প্রেস পাঠ্য পুস্তক ছাপানো ছাড়াও আরো অনেক কাজ আছে, এই যে আমরা বাজেট ছাপিয়েছি সরকারী প্রেসে। আমাদের যে বাজেট, সেটাও সরকারী প্রেসে ছাপানো হয়েছে এবং এছাড়াও অনেক সরকারী কাজ সরকারী প্রেসেই ছাপানো হয়। সরকারী প্রেস তার ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু করতে পারে, সেটুকু তাদের করতে দেওয়া হচ্ছে। আর বাইরে যেসব ছাপানোর কাজ করানো হচ্ছে, সেগুলি টেনডারের মাধ্যমেই করা হচ্ছে। আপনাদের আমলে কি করা হয়েছিল, সেটা কি আমাদের জানা নেই? আপনারাও বাইরের প্রেস থেকে অনেক কিছু ছাপিয়ে এনেছেন। এখানে আপনাদের আসল যে কথা, সেটা হল আপনাদের মার্কসবাদী শিক্ষায় সব কিছুকেই খতম করে দেওয়া।

শ্রী**অমল মল্লিক** :— ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইটা বাজারে আসতে এত দেরী হল কেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী**অরুণকুমার কর** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের প্রোগ্রাম অব এ্যাক্‌শন অনুযায়ী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইটা ১৯৮৯ সাল থেকেই চালু করার কথা এবং মধ্যশিক্ষা পর্যদ সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৮৯ সালেই ত্রিপুরা গর্ভণমেন্ট প্রেসকে সেটা ছাপাবার জন্য দেয়। কিন্তু গভর্ণমেন্ট প্রেস সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, বইটা তাদের ক্ষমতায় ছাপানো সম্ভব নয়। আমরা তখন গভর্ণমেন্ট প্রেসকে বলেছি যে তোমরা যদি ছাপাতে না পার, তাহলে অন্য কোন প্রেসকে দিয়ে

তোমাদের মাধ্যমে বইটা ছাপিয়ে দাও। তাই, পশ্চিমবঙ্গের সরস্বতী প্রেসকে ১৯৮৯ সালেই এই বইটা ছাপাবার জন্য দেওয়া হয় এবং তারা কথা দিয়েছিল যে বৎসরের শুরুতেই তারা বইটা ছাপিয়ে দেবে। কিন্তু আমাদের এখানকার বাদল বাবু এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের গুরু জ্যোতিবাবুর দৌলতে ১৯৮৯ সালের মধ্যে তারা সেটা ছাপিয়ে দিতে পারে নি। ফলে '৮৯ সালেও পুরানো যে গণিত বইটা ছিল, সেটা দিয়ে ছাত্রদের কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ১৯৯০ সালেও আমরা যে ঐ' বই ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সে একই চক্রান্তেই চলছে এবং সরস্বতী প্রেস আমাদেরকে জানিয়ে দিল যে, আমরা বইটার অর্ধেক ছাপিয়েছি এবং বাকীটা আমরা দ্বিতীয় খন্ড হিসাবে ছাপিয়ে দিচ্ছি এবং মাস কয়েকের মধ্যে সেটার দিয়ে দেব। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তারা সেটা দেয় নি। অথচ, আমাদের বিরোধী দল এখানে হাত পা নেড়ে চিৎকার করছেন যে এই সরকার স্কুলের ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বই দিতে পারছে না। কিন্তু আমরা জানি যে, উনাদের সময়েও বহু পাঠ্য বই বে-সরকারী প্রেসে ছাপানো হয়েছে। আর, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি যে এটার বিষয়ে স্টেট এ্যাডভাইসারী বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সরকার সেটা গ্রহণ করেছেন, অথচ তারজন্যও তারা আমাদের অভিযুক্ত করেছেন, এটা বড়ই দুঃখের বিষয়।

শ্রী**বাদল চৌধুরী** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সরকারী প্রেসের ক্যাপাসিটি বামফ্রন্টের আমলে ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার ইমপ্রেশন, আর এই সরকারের আমলে সেটা কমে এসেছে ৯০ হাজার ইমপ্রেশন, এবং তাতে এখন ৩৭৫ জন কর্মচারী কাজ করছেন! এর পরেও যদি বলা হয় যে প্রেসের ছাপানোর ক্ষমতা নেই, এটা তো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না

এই সমস্ত টাকার জন্য উনারা এই সমস্ত কথা বলছেন। তাছাড়া আটটা বই ছাপানোর কথা ছিল এর মধ্যে কয়টা ছাপা হয়ে বাজারে বেড়িয়েছে? আর গণিতের কথা যেটা মাননীয় মন্ত্রী বললেন এটা গভর্ণমেন্ট টেনডার কল করে এবং তার একটা রেট ঠিক করে। এটা ৬ ৭ টাকার বেশী হবে না। কিন্তু যখন বাজারে বের হলো তখন দেখা গেল এর দাম ১৬ টাকা। কেন এই টাকা বাড়িয়ে দিলেন? কারা কারা এই বাড়তি টাকা পেয়েছে? কারা সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল সেটা মানেন নি এবং তাদের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী**অরুনকুমার কর** :— (মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার প্রশনোওরে বলেছি যে চুক্তির সর্ত ভংগকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সরকার সেইটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের নাম যথাসময়ে প্রকাশ করবেন। এটা সরকারী প্রাক্রিয়ার মাধ্যমে জানানো হবে। আটটি বইয়ের, সেগুলি বাজার জাত করা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি যে সরস্বতী বুক ডিপোকে এটা দেওয়া হয়েছিল এবং সেই সময়ে ছাত্রছাত্রী-

দের অসুবিধা হবে এই বিবেচনা করে তাড়াতাড়ি বইগুলি বাজারে ছাড়া হয়। এতে দরটা একটু বেশী পড়েছে। এটার মধ্যে কোন দুর্নীতি নেই। এটা মাধ্যমিক পরিষদ ছাপিয়েছে। তারা সরকারী নিয়মকানুন মেনেই করেছে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে মূল্যটা একটু বেশী হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রী***মাখনলাল চক্রবর্তী*** (কল্যাণপুর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৩২

শ্রী***দ্রাউকুমার রিয়াং*** (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ২৩২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) এ, ডি, সি এরিয়ায় ভর্তুকীতে ডাবল রেশন ও জুমিয়া এলাকায় বিনা মূল্যে বা বাকীতে রেশন দেবার ব্যাপারে সরকার কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ?	১) সমস্ত এ, ডি, সি এলাকায় কর্মহীন সময়ে ভর্তুকীতে দেড়গুণ হারে রেশন চালু রাখার ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন। গণ্ডাছড়া মহকুমার সারা বৎসর ভর্তুকীতে দ্বিগুণ হারে এবং কৃষ্ণপুর এলাকায় ১৭টি ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত দেড়গুণ হারে ১—১—৯১ ইং হইতে ২৩/২/৯১ ইং পর্যন্ত রেশন চালু রাখার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন।
২) ইহা কি সত্য যে ঐ এলাকায় ডাবল রেশন দেবার সরকারী সিদ্ধন্ত থাকা সত্যেও তাহা বর্তমানে বন্ধ আছে ?	২) সত্য নহে।
৩) সত্য হইলে তার কারণ ?	৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী***মাখনলাল চক্রবর্তী*** :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, এখানে মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন, আমার জানা মতে বর্তমানে অনেক জায়গায় এ, ডি, সি এলাকায় এটা বন্ধ আছে যেমন দক্ষিণ কল্যাণপুর, উত্তর কল্যাণপুর আরও অনেক জায়গাতে ডাবল রেশন যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিনামূল্যে বাকীতে রেশন দেওয়ার ব্যাপারে কিছু বলছেন না। বিনামূল্যে এবং বাকীতে রেশন দেবেন কি না ?

শ্রী***দ্রাউকুমার রিয়াং*** :— (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার. আমাকে এখানে তাহলে বলতে হয় বামফ্রন্টের আমলে ভীষণ ভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে রকম পরিস্থিতি নেই। সে জন্য বিনা পয়সায় দেওয়ার কথা আমরা চিন্তা করছি না। তবে কিছু কিছু প্যাকেটে দেড়গুন করা হয়েছে। আর গণ্ডাছড়া এলাকায় দ্বিগুণ করা হচ্ছে।

REFERENCE PERIOD

শ্রী***মাখনলাল চক্রবর্ত্তী*** :— স্যার, এই বিধানসভায় অনেক তথ্য এসেছে। স্যার, কাঞ্চনপুর এলাকায় জুমিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে আজকে অনাহারে মৃত্যু শুরু হয়েছে। কাজেই এরকম বিনা পয়সায় রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা ঐ সমস্ত এলাকায় যেখানে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড আকারে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী***দ্রাউকুমার রিয়াং*** (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনাদের আমলে বাকীতে রেশন দেওয়া হয়েছিল। সেই বাকী টাকা আমাদের শোধ করতে হয়েছে। আমরা ৩ কোটি টাকা এ জন্য দিয়েছি। সে যাই হউক, বর্তমানে উপজাতি এলাকায় আর খাদ্যাভাব নেই। আমরা মনাছড়াতে, সায়াংবাড়ীতে ১০০,১০০ করে মোট ২০০ পরিবারকে ২৫ হাজার টাকার স্কীম দেওয়া হয়েছে। কাংরাই এলাকায় ১১০ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। বান্দারাম গাঁও সভায় ৬০০ পরিবারকে ডেভেলাপমেন্ট স্কীমে ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। সাকাই-সেরমনে ২০০ পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ঘসিরামে ৭৫টি পরিবারকে শিফটিং কাল্টিভেশন স্কীমে দেওয়া হয়েছে। কাজেই, এতে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন এলাকায় খাদ্যাভাব নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— নাও, টাইম ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES— "A" & B")

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সাতটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি দেওয়ায় কথা অন্তর্ভুক্ত আছে।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ১১,২,৯১ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি "হলো গত ১০ই ফেব্রুয়ারী" স্যান্দন" পত্রিকায় রিজার্ভার তৈরীর নামে পরিত্যক্ত জমি অধিগ্রহণ, পুরসভার কয়েক লক্ষ টাকা গায়েবের চক্রান্ত-শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রী***সমর চৌধুরী*** :— (ধনপুর) :— * * * * *

শ্রী***মতিলাল সরকার*** :— (কমলাসাগর) :— * * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না জিরো আওয়ারে এটা হবে না। আগে থেকে নোটিশ না দিলে এটা এলাউ করা হবে না।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ সাইলেন্ট ।

শ্রী*সুধীররঞ্জন মজুমদার* :— (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, উনারা এখন যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জড্ করা হোক ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলে সদস্য মহোদয়রা যে সমস্ত বক্তব্য এখন রেখেছেন সেগুলি প্রসিডিংস থেকে এ্যাকসপাঞ্জড করা হল ।

... ...

Maharani ibhukumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker sir, now Iam giving the statement with reference to Shri Matilal Sparker, M, L. A,

During the last Left Front Government Agartala Municipality was advised by the then Chief Minister that the tank of Shri Jyotirmoy Roy Barman is to be acquired. It was a Cabinet decision. The Ex-Chief Minister has also advised that in case the land is to be acquired advance possession could be taken and immediate action for improving the tank be made. The improvements suggested were :—

i) Cleaning the embakments of the Water tank ;

ii) Construction of a permanent bathing ghat ;

iii) Constructing a separate enclosure for facilitataing female bathers,

In order to keep the desire of the then Chief Minister.

Shri Nripen Chakraborty, Agartala Municipality had initiated acquisition proposal to the L. A. Collector of West District for acquiring land measuring 1. 610 acres owned by Shri Jyotirmoy Roy Barman. On receipt of the proposal from the Agartala Municipality L. A, Collector assesed the compensation of the land for an amount of Rs. 22. 11, 180 and requested the Agartala Municipality towards placement of the fund for making the payment to the owner of the land. Owning to financial constraint and paucitʌ of fund Agartala Municipality was not in a position for placing the fund during the current financial year neither is it in the same position to-day. *

* Expunged as orderd by the Chair.

REFERENCE PERIOD

In view of the involvement of a considerable amount towards acquisition of the land in question, the proposal or acquisition which has been initiated by the then Left Front Government, is being further examined by the Government in consultation with the Agartala Municipality and other Departments including legal aspects as per provisions of the Land Acquisition Act. As such the captioned news under reference is far from truth.

শ্রীমতিলাল সরকার :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি, এই যে জমিটা অধিগ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে এটার মালিক কে? মিউনিসিপ্যালিটির এ্যাডমিনিষ্ট্রেরের অবর্ত্তমানে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক তড়িঘড়ি করে উনার কক্ষে সভা করেছেন এবং এই জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেবার জন্য যে ব্যবস্থা করতে চলেছেন মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া সেটা জানতেন না। আমি পত্রপত্রিকায় দেখেছি। অনারেবল মিনিষ্টারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে জমি অধিগ্রহণ করার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি?

Maharani Bibhu kumari Devi(Minister) :—Mr. Speaker Sir, since the Hon'ble Member has brought it to my notice I will now make inquiries and see that justice is done.

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১১.২.৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো —"গত ১০ই ফেব্রুয়ারী 'ত্রিপুরা দর্পন' পত্রিকায় 'লঙ্গাই এলাকায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি তিন শিশুসহ আটটি অনাহার মৃত্যু'—এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ "ত্রিপুরা দর্পন" পত্রিকায় প্রকাশিত লঙ্গাই এলাকায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি তিন শিশুসহ আটটি অনাহার, মৃত্যু এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্যগণ হয়তো অবগত আছেন যে এ-রাজ্যে একটি সুপরিকল্পিত এবং সুসংহত

গণবণ্টন ব্যবস্থা বর্ত্তমানে আছে। বর্ত্তমানে ১১৯১টি ন্যায্যমূল্যের দোকান রাজ্যের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাসহ এই গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত এবং রাজ্যের সমস্ত জনসাধারণগণকে এই ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা হইয়াছে।

সংবাদপত্রে উল্লিখিত "লঙ্গাই" অঞ্চলে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ সরকারের গোচরে আসিয়াছে। কিন্তু তদন্তে প্রকাশ পায় যে, উক্ত মৃত্যুর কারণ অনাহারজনিত নহে। তাহারা সকলেই খেদাছড়া গাঁওসভার কালাগাং পাড়ার এগ্রিসেটেলমেণ্ট কলোনীর বাসিন্দা। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, তাহারা জ্বর ও আন্ত্রিক গোলযোগের দরুন স্বাভাবিক ভাবেই মারা গিয়াছে। রোগের প্রাদুর্ভাব হেতু ঐ এলাকাতে গত ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখে খেদাছড়ায় একটি ২৫ তারিখে সোনাছড়ায় একটি হেলথ, ক্যাম্পও বসানো হইয়াছিল আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য। কালাগাং পাড়ার এগ্রিরিসেটেলমেণ্ট কলোনী বাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য কণ্ট্রোল অব, শিফটিং কালটিভেশ্যান স্কীমে কৃষি বিভাগ হইতে প্রতি পরিবারের সপ্তাহে ৫ দিনের কাজ গত ডিসেম্বর ১৯৯০ হইতে '৯৯১ পর্য্যন্ত কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু এস, আর, ই, পি খাতে কাঞ্চনপুরের বি, ডি, ও একটি ২৮৫ শ্রম দিবসের এবং অপর ২টি স্কীমেও ২২৬ ও ২৫৮ দিনের কাজ গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে চালু করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন এস, ডি, ও ধর্মনগর ঐ এলাকাতে ৬০টি পরিবারকে জি, আর হইতে ৩০০ কেজি চালও বিতরণ করিয়াছেন। আরও ৫০টি পরিবারকে অবস্থা বিবেচনায় ঐরূপ সাহায্য বিতরণ করার প্রস্তাব আছে। কাঞ্চনপুর এলাকার কোন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাদ্যাভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় সরকার ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং হইতে ঐ এলাকার ১৭টি ন্যায্যমূল্যের দোকানের মারফৎ স্বাভাবিক বরাদ্দের দেড়গুণ হারে রেশন বণ্টনের ব্যবস্থা চালু করিয়াছেন। প্রয়োজনে ঐরূপ অভাবগ্রস্ত এলাকায় বর্দ্ধিতহারে রেশন বণ্টনের বিবেচনা করিতেছেন।

গণ বণ্টন ব্যবস্থায় রেশন দোকানের মাধ্যমে-এ দেশ চাউল ছাড়াও গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প অর্থাৎ এস, আর, ই, পি খাতে যথারীতি চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সমস্ত রাজ্যে সরকারী গুদামে চাউলের মজুত বর্ত্তমানে অত্যন্ত সন্তোষজনক। পত্রিকায় উল্লিখিত কাঞ্চনপুর ব্লকের বিভিন্ন খাদ্যগুদামের ডিসেম্বর মাসের চাউলের মজুত নিয়ে উল্লেখ করা হইল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় দুর্গত এলাকা চিহ্নিতকরণের কাজ হাতে নিয়েছেন যাহাতে প্রয়োজন বোধে অভাবগ্রস্ত এলাকাতে বর্দ্ধিত হারে রেশনের চাউল বণ্টন করা যায়।

উপরন্ত উল্লেখ করা যায় যে, সমগ্র আই, টি, ডি, পি, এলাকাতে অর্থাৎ এ, ডি, সি ও টি, এস, পি এলাকায় বিশেষ ভর্তুকীতে চাউল বণ্টন করা হয়।

REFERENCE PERIOD

১৯৯০ ইং সনের ডিসেম্বর মাসের কাঞ্চনপুর ব্লকের বিভিন্ন খাদ্যগুদামের মজুত নিম্নরূপ :—

(ফিগার্‌স ইন, এম, টি)

ক্রমিকনং	গুদামের নাম	মজুত ক্ষমতা	মাসিক চাহিদা	চাউলের মজুত
১।	আনন্দবাজার	৫০	৩০	২৯
২।	মম্পাই	৫০	৩৫	২৩
৩।	দামছড়া	১৬৪	৭০	৮৯
৪।	খেদাছড়া	৫০	২৫	৬৭
৫।	কাঞ্চনপুর	১৫০	২১০	৫৬৩

শ্রী*সুবোধ দাস* :—(পাণিসাগর) পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন, এই যে লংগাইভেলী এইটা ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে দুর্গম এবং ঐখানে রিয়াং এবং হালাম এই দুইটা সম্প্রদায় এই অঞ্চলে মধ্যে বাস করে। এই যে মাননীয় মন্ত্রী তথ্য দিলেন এর মধ্যে ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কাছে সেই এলাকা থেকে দলমত নির্বিশেষে গত ৪, ১, ৯১ ইং তারিখ শ্রীকৃষ্ণজয় রিয়াং, ধর্মজয় রিয়াং উন্নয়ন কমিটির সদস্য দক্ষিণ খেদাছড়া গাঁওসভা ধনীরাম রিয়াং সহ ৭জনের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত মাননীয় এস, ডি, ওকে দেওয়া হয়েছে এবং যারা ৮জন মারা গেছেন তাদের একটা লিস্ট মাননীয় স্পীকার যদি চান আমি দিতে পারি, আমার কাছে আছে। এই যে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা তারা জানিয়েছে এবং আরো এইভাবে লোক মারা যেতে পারে। আমি সেদিনও ঐ এলাকার ৫৩টা পাড়া এই ধরনের দুর্গত, তাদের জন্য যাতে তারা না মরেন তাদের জন্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজকর্ম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে এবং মাননীয় মন্ত্রী রবীন্দ্রবাবু বলেছেন টিম গিয়েছে, টিম গিয়ে থাকলে ভাল, কিন্তু টিমের রিপোর্ট যদি হিমঘরে পড়ে থাকে তাহলে অনাহার মৃত্যু ঠেকানো যাবে না। আর মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, অনাহারে মরেনি আন্ত্রিক রোগে মরেছে। অনাহারজনিত কারণে আন্ত্রিক, আমাশয় নানান ধরনের রোগ হতে পারে। অনাহারে থাকতে থাকতে একটা রোগ দেখা দেয়। এইটা রাজনীতি করার জন্য নয়, মানুষকে বাঁচানোর জন্য এই ধরনের কোন পরিকল্পনা সরকার নেবেন কিনা, এইটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি।

শ্রী*মতিলাল সাহা* (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এইখানে বলেছি যে কন্‌ট্রোল অফ সিফ্‌টিং কালটিভেশান স্কীম কৃষি বিভাগ হইতে পরিবার পিছু প্রতি সপ্তাহে ৫দিনের কাজ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ও বিভিন্ন স্কীমে এস, আর, ই, পি'স্কীমে কাজ দেওয়া হচ্ছে, তারপর এস, ডি, ও আফিস থেকে ধর্মনগর জি, আর, ও দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এইরকম যদি কোন জায়গায় থেকে থাকে তাহলে আমরা পুণরায় তদন্ত করে দেখব এবং পরিবারগুলি বাঁচানোর জন্য নিশ্চয়ই রাজ্য সরকার বিবেচনা করবেন। বিভিন্ন অঞ্চলে যদি খাদ্যের

অভাব থেকে থাকে সেটাকে রোধ করার জন্য সঠিক ভাবে যাতে রেশন পৌঁছে দিতে পারি তার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ১৯, ১, ৯১ ইং মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয় বস্তুটি হল,—"গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং আগরতলা শহরের নিকটবর্ত্তী গুর্খাবস্তিতে খোকন পোদ্দার নামে জনৈক যুব বং (ই) কর্মী নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"

শ্রী*সুধীররঞ্জন মজুমদার* (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়" গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং আগরতলা শহরের নিকটবর্ত্তী গুর্খাবস্তিতে খোকন পোদ্দার নামে জনৈক বং (ই) কর্মী নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

গত ১২, ২, ৯১ইং সন্ধ্যা অনুমান ৬—৩০ মিনিটের সময় আগরতলা সিমনা রাস্তার উপর গোর্খাবস্তি বাজারে বিকট শব্দ একটি বোমা ফাটার শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় কংগ্রেস (আই) কর্মী খোকন পোদ্দারকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় রাস্তার উপর পড়ে থাকতে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে আহত খোকন পোদ্দারকে চিকিৎসার জন্য জি, বি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। রাত অনুমান ৮—১৫ মিনিটের সময় খোকন পোদ্দার জি, বি হাসপাতালে মারা যায়। এই ঘটনাটি খেজুর বাগান নিবাসী মিশুদ জানকের অভিযোগ মূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৮২৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

পুলিশ গত ১২।২।৯১ তারিখ গুর্খাবস্তি নিবাসী শ্রীমুন্না চোহানকে উক্ত মোকদ্দমা সংস্রবে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। মৃত খোকন পোদ্দার কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক, ঘটনায় জড়িত আসামীদের রাজনৈতিক পরিচয় এখনও প্রকাশ পায়নি। তবে শত্রুতাবশত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হয়। ঘটনাটির তদন্ত এখনও অব্যাহত আছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—পয়েন্ট অফ্ ক্লারিফিকেশন স্যার, এই যে ঘটনাটা ঘটল এতে দুঃখের বিষয় হচ্ছে কংগ্রেস (ই)র একটা উপদলীয় কোন্দলের পরিণতি এইটা। স্যার, এই খোকন পোদ্দার মাননীয় সদস্য এই বিধানসভার দীপক রায়ের বিরোধী গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিল এলাকার এবং যখন তাকে জি, বি, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল তখন তার পাড়াপ্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধব সেখানে যারা ছিলেন তারা এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। সেই ক্ষোভের মধ্যে দেখা যায় দীপক বাবু সম্পর্কে তাদের ক্ষোভ ছিল, তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইটা জানাবেন কি

যে, এই যে ঘটনাটা ঘটল তাতে অবশ্য একজন গ্রেপ্তার হয়েছে বলেছেন, কিন্তু যেখানে দুইটা গ্রুপের আগরতলার অতি সন্নিকটে একটা কোন্দল থেকে এইটা হয়েছে এবং যেখানে একজন মাননীয় সদস্য সম্পর্কে মানুষের প্রশ্ন সেখানে মাননীয় সদস্যকে এখনও কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার, উনি এইসব কথা কোথায় শুনতে পান জানিনা। কারণ এই ঘটনার দিন আমি শালগড়াতে মাননীয় সদস্যের সঙ্গে মিটিং করছিলাম, সেখানে নিউজ গেল খোকন পোদ্দার আহত হয়েছে, খবর পেয়ে আমি ওখান থেকে সরাসরি জি, বি, হাসপাতালে গিয়েছি এবং পোদ্দারের বাড়ীতেও গিয়েছি, ঘটনা স্থলেও গিয়েছি, কিন্তু কোথায়ও এই ধরনের কথা কেউ বলেনি। স্যার, ঘটনাটা অত্যান্ত দুঃখজনক। এখানে আমি এই ঘটনার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলেই মর্মাহত হয়েছেন এবং সকলেই চাইছেন, এবং সকলের সঙ্গে মাননীয় সদস্য নিজেও চাইছেন, আমাকে বলেছেন এই ঘটনায় জড়িত যে সমস্ত আসামী রয়েছে তাদেরকে যেন গ্রেপ্তার করা হয় এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। স্যার, নিশ্চয়ই তাদের রাজনৈতিক পরিচয় এই সরকার বের করবে এবং এই ঘটনায় যারা জড়িত প্রতিটি আসামীকে ধরা হবে, গ্রেপ্তার করা হবে এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীদীপককুমার রায় (বড়জলা):— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্য যে, কথা বলেছেন এইটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত যথা আমাকে জড়িয়ে যেটা করা হয়েছে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি স্যার, উনারা সাপ হয়ে কাটে আর ওঝা হয়ে ঝাড়ে, এই ভূমিকাটা এখানে উনারা নিয়েছেন। কারণ ঘটনার পরের দিন আমি দশটার সময় এসেও এখানে রেফারেন্স নোটিশ আনতে পারেনি। সাড়ে আটটার সময় এসে বসে আছে কাগজটা নিয়ে ঐ খুনীরা, আমারটা কেনসেল হয়ে গেছে, যেহেতু মতিবাবুর নামে এডমিট হয়ে গেছে, এর কি কারণ ? কারণ হল উনারা জানে কিভাবে খুন হয়েছে কিভাবে খুন করানো হয়েছে, আবার এখানে আগে এসে বাহাদুরী নেবার জন্য একটা রেফারেন্স নোটিশ দিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা বড়জলাতে উনাদের নেতা চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে খোকন পোদ্দারকে খুন করার জন্য একটা মিটিং হয়। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে যে গ্রামের প্রত্যান্ত অঞ্চলে উনারা এ, টি, টি, এফ সৃষ্টি করেছে সেখানে উপজাতি যুব সমিতির এবং কংগ্রেসের সমর্থকদের হত্যা করার জন্য আর শহরে কমিউনিষ্ট পার্টির কিছু লোককে নিযুক্ত করেছে কংগ্রেস (আই) সমর্থকদের হত্যা করার জন্য। এবং সেই জন্য স্যার, এই বড়জলাতে চন্দ্রশেখরের বাড়িতে সি, পি, এম, এর নেতারা মিটিং করেন এবং এরফলে তারপরের দিনই এই খোকন পোদ্দার খুন হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইটা অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং আমি বলেছি যে কোন সদ্‌জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এই ঘটনার নিন্দা করবেন। এবং এর সঙ্গে কি রাজনীতি আছে কি না আছে সে সমস্ত কিছু খোঁজ করে বের করা হবে এবং এইটা বের করার পর জনসাধারণ সবকিছু জানতে পারবেন। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তিনি যাদের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে যেন তদন্তকারী অফিসারকে সে সব তথ্য দেন—তাহলে সেটা নিশ্চয় দেখা হবে !

মিঃ স্পীকার ঃ আজ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত একটি রেফারেন্স নোটিশের উপর মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছিলেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৩০শে ডিসেম্বর, ৯০ ইং ত্রিপুরা দর্পন পত্রিকায়" স্কুল শিক্ষায় চরম বিপর্যয়ের আশংকা রাজ্যের দশ হাজার সাম্মানিক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের বেতনক্রম অবনমনের সিদ্ধান্ত "শিরোনামে প্রকাশিত শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই রেফারেন্স নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো 'গত ৩০শে ডিসেম্বর, ৯০ ইং ত্রিপুরা দর্পন পত্রিকায়" স্কুল শিক্ষায় চরম বিপর্যয়ের আশংকা ঃ রাজ্যের দশ হাজার সাম্মানিকও স্নাতকত্তোর শিক্ষকদের বেতনক্রম অবনমনের সিদ্ধান্ত 'শিরোনামে প্রকাশিত শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে "।"

স্যার, ৩০শে ডিসেম্বর, ৯০ইং তারিখে 'ত্রিপুরা দর্পন' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি অতিরঞ্জিত এবং অসত্য।

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষক বলিয়া শিক্ষা বিভাগে কোন পদ নেই। তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষক এবং উচ্চ—মাধ্যমিক শিক্ষকগণের জন্য ত্রিস্তর বেতন কাঠামো আর, ও, পি, রুলসের মাধ্যমে চালু করা হয়েছে যে সকল শিক্ষকগণে উচ্চ অথবা উচ্চতর বিদ্যালয় পর্য্যায়ে নিয়োগ ব্যতীত শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চতর স্কেল প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাহাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ত্রিস্তর স্কেল প্রয়োজ্য নয়। সেজন্য এই সমস্ত শিক্ষকগণ ত্রিস্তর কাঠামো বিশিষ্ট স্কেলের সুবিধা পাচ্ছেন না।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, ১৯৮৩ সালে সরকারী আদেশ বলে ২৩,৪, ৮৩ইং পর্য্যন্ত নিযুক্ত সমস্ত শিক্ষককে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতনক্রম দেওয়া হয়। ইহাও স্থির হয়েছিল যে, এই বেতনক্রম প্রাপ্ত শিক্ষক সমূহকে বেতনক্রম অনুযায়ী নির্দ্দিষ্টস্তরে বদলী করে তাদেরকে সিনিয়র বেসিক। উচ্চ—উচ্চতর বিদ্যালয়ে পাঠদানের দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু উচ্চতর বেতনক্রম কার্য্যকরী হলেও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্টস্তরে শিক্ষকদের বদলীর ব্যাপারে

REFERENCE PERIOD

পূর্বতন সরকার কর্তৃক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে আর, ও, পি, অনুযায়ী নতুন বেতন ক্রম চালু হবার ফলে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট স্তরে নিযুক্ত না হবার জন্য ত্রিস্তর বেতনক্রম এইসব শিক্ষকদের ক্ষেত্রে চালু করা যায়নি। এইরূপ শিক্ষকের সংখ্যা দশ হাজার নহে—প্রায় দুই হাজার শিক্ষক আর, ও, পি, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে ত্রিস্তর বিশিষ্ট বেতনক্রমের সুযোগ পাচ্ছে না। উক্ত মাধ্যমিক শিক্ষকগণ এবং সাম্মানিক শিক্ষকগণ ও স্নাতক শিক্ষকদের বেতনক্রম অবনমনের কথা সত্য নহে।

তবে যেসমস্ত সাম্মানিক ও স্নাতক শিক্ষক নির্দিষ্টস্তরে নিযুক্ত না হবার জন্য ত্রিস্তর বেতনক্রম পাচ্ছেন না। তাদের বিষয়টিও সরকার যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন। এই সমস্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ত্রিস্তর বেতনক্রমের সুযোগ সুবিধা চালু করার বিষয়টি উপযুক্ত স্তরে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। শিক্ষক কর্মচারীদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে সে ব্যাপারে সরকার সক্রিয় এবং সহানুভূতিশীল।

শ্রী**মতিলাল সরকার** :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ম্যাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে, বিভিন্ন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে নিয়ম ছিল ট্রেনিং না দেওয়ার আগে পর্য্যন্ত কোন স্কেল দেওয়া যাবে না কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সেই ট্রেনিং বারটা তুলে দেন। তুলে দেওয়ার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে যেসমস্ত প্রাইমারী স্কুলের গ্রেজুয়েট শিক্ষক ছিলেন, অনার্স গ্রেজুয়েট ছিলেন তারা সহ সর্বস্তরের শিক্ষকরা স্কেল পান ১৬-১৭ বছর আগে থেকে ফিকসেশান করে এক একজন শিক্ষক ১৬-১৭টা করে ইনক্রিমেন্ট পান। এখন প্রশ্নটা হলো নতুন বেতনক্রম যখন এই সরকার দিলেন তখন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরাও সেটা পান। থার্ড পে কমিশনের সুপারিশে যা করা হলো, সেখানে শিক্ষকদের মতামত শুনা হল না তারপর দেখা যাচ্ছে যে, হাজার হাজার শিক্ষক সিলেকশান গ্রেড পাচ্ছেন না। আবার যারা হায়ার স্কেল পেয়েছিলেন তাদেরকে নিম্নতম স্কেল দেওয়া হয়েছে। ফিকসেশান এইভাবে করা হয়েছে। যাদেরকে বেশী দেওয়া হয়েছে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে বেতন কাটা যাবে। আজকে শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুসারে সিলেকসান গ্রেড এবং যা বেতন পাওয়ার কথা ও এই বেতন কাটা বন্ধ করে তাদেরকে যোগ্যতা অনুসারে পে-স্কেল দেওয়া হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী**অরুণকুমার কর** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি এবং এখনও বলছি যে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার সস্তা বাহবা নেওয়ার জন্য, সস্তা রাজনীতি করার জন্য সর্বত্র এমন সমস্ত কাজ করে গিয়েছেন, সর্বত্র এমন সব জট লাগিয়ে গিয়েছেন যে, সেই সমস্ত জটগুলি খুলতেই আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। তারপরও শিক্ষক-কর্মচারীদের কাজ করতে গিয়ে আমাদের কি

পরিমাণ কষ্ট করতে হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়। ১৯৮৩ সালের ২৩শে এপ্রিল পর্য্যন্ত শিক্ষকরা যোগ্যতা অনুসারে তাদের বেতন (স্কেল) পেয়েছেন। সংগে সংগে ঐ আদেশ বলেই তারা ঠিক করেছিলেন যে তাদেরকে যে যে স্তরে স্কেল পাচ্ছেন সেই স্তরে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু একজনকে তারা নেন নাই স্যার। ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস অবধি একজনকে তারা নেন নাই। সমস্ত বোঝাটা তারা চাপিয়ে গিয়েছেন এই সরকারের উপর। বেতন কমিশনের স্কেল টু স্কেল তারা মানেন নাই। যে যেখানে যে স্তরের কাজ করছেন সেই অনুসারে স্কেল দেওয়া হয়েছে।

নতুন করে ফিক্সেশানের ফলে অনেকেই বেশী ড্র করছেন। তাদের বেতন থেকে সেই টাকা কেটে নেওয়ার কথা বলা হয়ছিল এবং পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এখন আর বেতন কাটা হচ্ছে না।

আমি আগেও বলেছি যে শিক্ষক কর্মচারীদের ব্যাপারে এই সরকার খুবই সহানুভুতিশীল। বিগত সরকার যেটা করতে পারেন নাই অর্থাৎ-শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুসারে যেটা পাওয়ার কথা সেটা যাতে উনারা পান সেই ব্যাপারে এই সরকার যথেষ্ট নজর রাখছেন এবং এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও করছেন।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১৪,২,৯১ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো—"গত ৩রা ফেব্রুয়ারী "ত্রিপুরা দর্পণ" পত্রিকায় প্রকাশিত "পুড়ে যাওয়া ছাউনিগুলি মেরামত হয়নি খোলা আকাশ তলে করবুক শরনার্থীরা" শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ৩রা ফেব্রুয়ারী "ত্রিপুরা দর্পণ" পত্রিকায় প্রকাশিত' পুড়ে যাওয়া ছাউনিগুলি মেরামত হয়নি খোলা আকাশ তলে করবুক শরণার্থীরা" শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।"

গত ১৮.১,৯১ইং তারিখে করবুক শরণার্থী শিবিরে আগুন লাগে এবং ১০টি ঘর পুড়ে যায়। তাতে ৯৮টি শরণার্থী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হন। দুর্ভাগ্যবশত একটি চার বছরের শিশুও আগুনে পুড়ে মারা যায়। অমরপুরের মহকুমা শাসক সঙ্গে সঙ্গেই করবুক শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে শীত নিবারণের জন্য কম্বল, কাপড়-চোপড় এবং রান্নার জন্য বাসনপত্র ও প্রয়োজনীয় রেশনের ব্যবস্থা করেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির থাকার জন্য সাময়িকভাবে করবুক শিবিরের স্কুলে ব্যবস্থা করেন।

REFERENCE PERIOD

পুড়ে যাওয়া শিবিরগুলির পুনঃনির্ম্মাণের জন্য গৃহ সামগ্রী যথা-বড়াকবাঁশ, মুলীবাঁশ, ও ছনের বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ ডি, এফ, ও যতনবাড়ীকে দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় অতিশীঘ্র পুড়ে যাওয়া শিবিরগুলির পুনঃনির্ম্মাণ হয়ে যাবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :—পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্বীকার করেছেন সেখানকার শরণার্থীদের দুরবস্থার কথা। সেখানে যে শিবিরগুলি পুড়েছে এবং তারা সেই অবস্থার মধ্যে এখনো আছে। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী, এখানে যে সারা স্কুলের মধ্যে যারা আছে, কিন্তু স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে, সেখানে বিভিন্ন শিবিরের মধ্যে এডজাষ্ট করার জন্য বলা হচ্ছে। স্যার, এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দুই নাম্বার হচ্ছে এক জায়গাতে গাজাগাজি করে থাকার ফলে তাদের মধ্যে নানারকম ইনফেকশান হচ্ছে, নানা রকম রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানে সব সময় একটা ক্রাই লেগে আছে। স্যার, সেখানে কেউ কেউ নিজের কাপড় চোপড় সংগ্রহ করে নিজ মাথার উপর ছাউনি দিয়ে আছে সেখানে অমানবিক অবস্থা চলছে। তারপর মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ডি, এফ, ওকে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাঁশ, ছন কেনার জন্য। কিন্তু কবে সেই বাঁশ ছন পাওয়া যাবে, কবে তাদের ব্যবস্থা হবে? স্যার, শীত ও বৃষ্টির মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট করে তাদের থাকতে হয়। স্যার, এটা একটা মানবিক সমস্যা। কাজেই এইগুলি যা'তে ত্বরান্বিত হয়। স্যার, যে শিবিরগুলি করা হয়েছে, যে ছাউনিগুলি দেওয়া হয়েছে, সেই এমন সংগীন অবস্থা সেগুলির মধ্যে দিয়ে আকাশ দেখা যায়, রোদ, বৃষ্টির মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট পায়। কাজেই এই ব্যাপারে যাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করে না। সেইগুলি তদারকির ব্যবস্থা দেওয়া হলে ভালো হত।

স্যার, এইগুলি দেওয়া হল কিনা। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, ইতিমধ্যে সেখানে তাদের জন্য যে সমস্ত ভোজ্য তৈল জ্বালানি তেল ইত্যাদি দেওয়া হত শুকনো মাল দেওয়া হত বন্যা হয়ে যাওয়ার ফলে সেগুলি সরবরাহ সেখানে বন্ধ হয়ে আছে। ফলে সমস্যাটা আরও বেড়েছে। কাজেই এইগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে যাতে প্রয়োজনীয় সরবরাহ থাকে এবং তাদের মাল যাতে সেখানে রক্ষা হয় এইগুলি দেখবেন কিনা এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিষ আমি জানতে চাই যে, শরনার্থীদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে, স্যার আমরা নানান সমস্যার কথা শুনছি, ইতিমধ্যে মিটিং হয়েছে তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কি হয়েছে, না হয়েছে এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের জানাবেন কিনা? কারণ তারা এখানে থাকার ফলে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর আঘাত আসছে এবং সেখানে স্থানীয় নানান সমস্যা হচ্ছে রাবার সমস্যা হচ্ছে, খাদ্যের সমস্যা হচ্ছে, কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানাবেন কিনা?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে কথাটা উনি বলেছেন সেটা সঠিক নয়। ওরা স্কুলগুলিতে আছেন এবং আমি আগেই বলেছি যে, আমরা যতনবাড়ীর ডি, এফ, ও, কে ৫লক্ষ টাকা প্লেইস করেছি ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য যে মেটেরিয়েলস দরকার হবে সেগুলি সাপ্লাই করার জন্য। কাজেই উনি যে বলেছেন খুব কষ্ট হচ্ছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে আকাশ দেখা যায় এইটা ঠিক না। কারণ আমরা যত মেটেরিয়েলস দরকার সাপ্লাই করি এবং তারা নিজেরাই কনস্ট্রাকশান করে, লেবারটা তারা নিজেরাই দেয়। কাজেই নিজের থাকার ঘর নিজেরা ঠিক ভাবে করবে না এইটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। তারপর শরনার্থীদের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে গত ১১ তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবে বক্তব্য রেখেছেন যে, আমরা তাদের যাওয়ার ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছি এবং তাদের যাওয়ার পরিকল্পনার ব্যাপারে কি করেছেন। তাদের থাকার ফলে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও স্থানীয় ভাবে কি এফেক্ট হয়েছে এইটা বিধানসভায় বার বার আলোচিত হয়েছে আপনারা সবাই জানেন, আবার পুনরাবৃত্তি করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বলতে চাই যে, যেসব জিনিষ তাদের পাওয়ার কথা সেগুলি সঠিক ভাবেই সরবরাহ করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ১৪,২,৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ইং খোয়াই থানাধীন পশ্চিম বাবুবিল গ্রামের ভূষণ দেবের পুত্র শ্রীঅনাথ দেব বাড়ী হইতে মোহনছড়া বাজারে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ৮-১-৯১ ইং খোয়াই থানাধীন বাবুবিল নিবাসী শ্রীভূষন দেব খোয়াই থানায় এসে জানান যে তাহার ছেলে, তরকারী ব্যবসায়ী শ্রীঅনাথ দেব (১৩ বৎসর) তরকারী কেনার জন্য গত ২-২-৯১ ইং মোহরছড়া বাজারে যায়, কিন্তু আর বাড়ী ফিরে আসে নি।

উক্ত নিখোঁজ সংবাদ ৮-২-৯১ ইং তারিখ খোয়াই থানায় ৩০০ নং দৈনিকে লিপিবদ্ধ করিয়া নিখোঁজ শ্রীঅনাথ দেবের শারীরিক বর্ণনা সহ ত্রিপুরার সমস্ত থানাতে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য বেতার বার্তা পাঠানো হয়।

তদন্তকালে জানা যায়, নিখোঁজ শ্রীঅনাথ দেবকে গত ২-২-৯১ ইং বিকালে মোহরছড়া বাজারে দেখা গিয়েছিল এবং এর পর থেকে তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

নিখোঁজ শ্রীদেব কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। তবে তাহার পিতা শ্রীভুষন দেব সি, পি,আই (এম) এর সমর্থক বলিয়া প্রকাশ পায়। নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঠিকই বলেছেন যে, ছেলেটি তরকারী বিক্রি করত এবং তার বাবাও এখানে এসে মাননীয় মন্ত্রী সাথে দেখা করে গিয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রীরা নাকি বলেছেন যে আমরা কি করব? দশরথবাবু অথবা নৃপেনবাবুর কাছে যান। কাজেই, এই ছেলেটিকে যাতে খুঁজে বের করা যায়, তারজন্য আরও সক্রিয় ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা একটা দুঃখের বিষয় যে ছেলেটির বয়স মাত্র ১০ বা ১২ বছর, অথচ তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি এবং পুলিশও চেষ্টা করছে. যাতে ছেলেটিকে খুঁজে বের করা যায়। আর, সেজন্যই আমি বলেছি যে খুঁজে বের করার চেষ্টা অব্যাহত আছে।

মিঃ স্পীকার :—উল্লেখ্য বিষয়ের যে টি গত ১৪—২—৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নের বিষয়ের উপর পূর্ত্ত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি, এখন মাননীয় পূর্ত্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নের বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয় বস্তুটি হল— "বিলোনিয়া মহকুমার মির্জাপুর লাউগাঙ রাস্তার লাউগাঙ নদীর উপর জনস্বার্থে কাঠের সেতু তৈরী করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— উল্লেখিত রাস্তাটির নির্মাণের কাজ এখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই এবং রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত নয়। মাননীয় বিধায়ক লাউগাঙ নদীর উপর যে ব্রিজটির উল্লেখ করিয়াছেন, উহা লাউগাঙ না হয়ে মুহুরী নদীর উপর হইবে। রাস্তাটি লাউগাঙ হইতে বনকর— সরসীমা ১১ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য। নির্মাণের কাজ শেষ হইলেই ব্রিজের কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে। এই বিষয়ে উল্লেখ্য মুহুরী নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী তথ্যাদি শীঘ্রই সংগ্রহ করা হবে। উক্ত সেতু নির্মাণের কাজটি ১৯৯০—৯১ ইং আর্থিক বছরের সিডিউল্ড অব ওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ক্রস সেক্শান, লঙ শেকসন, সাব - সয়েল ইনভেষটিগেশান এবং অন্যান্য কারিগরী পরীক্ষার পর ঐ স্থানের কাঠের সেতু নির্মাণ ট্যাকনিক্যালি উপযুক্ত মনে হইলে আগামী আর্থিক বর্ষের শেষ নাগাদ ঐ সেতুর কাজ শুরু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ মাননীয় সদস্য সুবোধ দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় পূর্ত্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন, আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত পূর্ত্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তুটি হল—"ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র বলাকা সিনেমা হলের সম্মুখে জুরী নদীর উপর প্রস্তাবিত পাকা ব্রীজ নির্মাণ করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :—ধর্মনগর বাগবাসা সড়কের উপর জুরী নদীর উপর পাকা ব্রীজ নির্মাণ সেনট্রাল রোড কনাড থেকে করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছেন এই প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১২।৯।৮৪ ইং সনে অনুমোদিত হয়। রাজ্য সরকার ১৯৮৪ইং সনে এই ব্রীজটির জন্য যে এসটিমেটস পেশ করিয়াছিল কেন্দ্রীয় সরকার কারিগরী বিষয়ে কিছু মন্তব্য করিয়া পাঠান এবং সেই মতে এসটিমেটটি পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে এই ব্রীজটির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্থল পরিবহন দপ্তরের সংগে রাজ্য সরকারের আরো কিছু পত্র বিনিময় হয় এবং রাজ্য সরকারের পূর্ত্তদপ্তর পুনগঠিত এসটিমেট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেন। এর পরে কয়েক দফা চিঠি লেখার পর কেন্দ্রীয় সরকারের স্থল পরিবহন দপ্তর রাজ্য পূর্ত্ত দপ্তরে জানান যে পূর্বে পেশ করা এসটিমেটটি তাদের অফিসে পাওয়া যায় নাই। রাজ্য সরকারের পূর্ত্ত দপ্তর কর্তৃক ১৯৯০ ইং সনের ৪ই মে তারিখে এসটিমেটটি পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। এই এসটিমেটটিতে ব্রীজ নির্মাণ এবং এপ্রোচরোডের জন্য মোট ৬৪. ০৬,৫০০ টাকা ধরা হইয়াছে। তার মধ্যে ব্রীজ- নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ৫৮, ৪৮, ৯০০ টাকা এবং এপ্রোচ রোডের অনুমানিক ব্যয় এর পরিমাণ ৫, ৫৭, ৬০০ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯০ইং সনের জুন তারিখে চিঠিতে কারগিরী বিষয়ে অনুমোদিত এসটিমেট পেশ করার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করে। তদানুসারে গত জুলাই মাসের ৫ তারিখে কারিগরী বিষয়ে অনুমোদিত এসটিটমেট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এছাড়া এই বিষয়ে উল্লেখ করা যায় যে রাজ্য সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয় গত ১/২/৮৯ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের স্থল পরিবহন দপ্তরে এই ব্রীজের কাজের আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য পত্র দ্বারা অনুরোধ করিয়াছেন। পূর্ত্তসচিব কর্তৃকও বিভিন্ন সময়ে এই ব্রিজটার আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য তাগিদা দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় ১৯৯১—৯২ আর্থিক বর্ষে এই ব্রিজটার জন্য আর্থিক মঞ্জুর পাওয়া যাবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এখনও চিঠিপত্র চালাচালি চলছে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। এখন যে জুরি নদীর উপর

ধর্মনগরের ব্রিজটা সেটার উপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসা যাওয়া করে এবং এই শহরটি হচ্ছে একটি বৃহত বাণিজ্য কেন্দ্র। কাজেই এটার গুরুত্ব অনুসারে সরকার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মত বিবেচনা করে কাজটা ১৯৯১—৯২ সালে শুরু করবেন কিনা ?

শ্রী***সমীর রঞ্জন বর্মন*** (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনারা বিগত দশ বছরে জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গেছেন। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কোন কাজ করে নি। আমরা এই তিন বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছি এই ব্রিজটা করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও এগ্রি হয়েছেন, অনুমোদন দিয়েছেন। আমরা টেকনিকেল স্যাংশন দিয়ে দিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী এবং পূর্ত দপ্তরের সচিব এই ব্রিজটা যাতে অতি শীঘ্র আরম্ভ করা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। টেকনিকেল স্যাংশন হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং শুধু টাকা আসবে। প্রায় পৌণে এক কোটি টাকা লাগবে। এটা তো সাকু নয় বা এস, পি, টি ব্রিজ নয়। কাজেই এই সব ব্যাপার নিয়ে রাজনীতি করবেন না।

শ্রী***নগেন্দ্র জমাতিয়া*** (মন্ত্রী) ঃ— এই ব্রিজটা যে এলাকায় অবস্থিত সেটা তো আপনার এলাকা। আপনার অভিমত কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ— ব্রিজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মনগরের সঙ্গে আউট সাইডের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা। আমি অনুরোধ করব মাননীয় পূর্তমন্ত্রী যখন দিল্লী যাবেন তিনি উদ্যোগ নিয়ে খবরটা নেবেন।

শ্রী***সমীররঞ্জন বর্মন*** (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের আদেশ মাথা পেতে নিলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের উপর সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাননীয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়া একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়াকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—গত ১৩—২—৯১ ইং "স্যন্দন পত্রিকায়" প্রথম পাতায় প্রকাশিত ফাইলে নোট দিয়েছে সমাজ কল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী সেই মত চাকুরীর অফারও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সংবাদ সম্পর্কে"

শ্রী***মতি বিভারানী নাথ*** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হলো ঃ—গত ১৩,২,৯১ ইং তারিখে "স্যন্দন" পত্রিকায় প্রথম পাতায় প্রকাশিত ফাইলে নোট দিয়েছেন সমাজ কল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী সেই মত চাকুরীর অফারও ছেড়ে দেয়া হয়েছে—সংবাদ সম্পর্কে "

প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আই. সি. ডি. এস. এর অন্তর্গত সুপারভাইজারের পদ পূরণের জন্য দপ্তর প্রস্তাব তৈরী করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন। সরাসরি নিয়োগের সংরক্ষিত ক্ষেত্রে পদগুলি পূরণের জন্য ডিপার্টমেন্ট অব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের কাছে নাম পাঠাবার জন্য দপ্তর অনুরোধ পাঠিয়েছেন।

যে কোন পদ পুরনের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনগুলি যাতে সরকারের নীতি অনুসারে পুরণ করা হয় তার প্রতি দপ্তর সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। পদ পূরণের ক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত তার কোন ব্যতিক্রম হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, আই, এস ডি, এস, এর অন্তর্গত সুপার ভাইজারের পদ পুরণ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিনা ? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, যদি ছেড়ে দেওয়া হয়ে না থাকে, তাহলে "স্যন্দন পত্রিকা" এ ধরনের খবর ছাপাল কেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীমতী বিভারানী নাথ (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, আমি আমার উত্তরে বলেছি, দপ্তর প্রস্তাব তৈরী করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন কাজেই দেওয়া হয়ে গেছে বলে যে সংবাদ বেড়িয়েছে তা ঠিক নয়। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই, পত্রিকা কেন প্রকাশ করেছে তা ওরাই জানে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় কতৃর্ক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"গত ১২শে সেপ্টেম্বর উদয়পুর কে, বি, আই- স্কুল ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ উদয়পুর উপশিক্ষা অধিকর্তার অফিসে ষ্টাইপেণ্ড আনতে গেলে তাদের উপর লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার করার ঘটনা সম্পর্কে"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনায় প্রকাশ যে, গত ১২-৯-৯০ইং তারিখ উদয়পুর মহকুমার রাধাকিশোরপুর থানাধীন কে, বি, আই, স্কুলের কিছু ছাত্র তাহাদের বকেয়া ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে অফিস চলাকালীন উদয়পুর উপ-শিক্ষা অধিকর্তার অফিসে যায় এবং অফিসের দরজায় তালা দিয়ে বিক্ষোভ জানাতে থাকে।
উপরোক্ত সংবাদ পুলিশের গোচরে আসা মাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং অফিসের দরজার তালা খোলে কর্মচারীদের উদ্ধার করে এবং কর্ত্তব্য আপরাধের সম্ভাবনায় কে, বি, আই স্কুলের মোট ১৩ জন ছাত্রকে ভারতীয় কার্য্যবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার করে। পরে ছাত্রদের পক্ষ থেকে

একজন এই ঘটনার ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি দিলে ঐ দিনই ছেড়ে দেওয়া হয়। বিক্ষোভ চলাকালীন এবং গ্রেপ্তার করার সময় ছাত্রদের উপর কোন প্রকার লাঠি চালনার কথা সত্য নহে। ঘটনাটি রাধাকিশোরপুর থানায় গত ২১,৯,৯০ ইং তারিখে ১৪৩১ নং দৈনিকিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।

শ্রীনকুল দাস **:—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই কে, বি, আই স্কুলের বোর্ডিং-এর ছাত্ররা প্রায় ৬ মাস ধরে কোন বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না। তাছড়া বোর্ডিং হাউসের মধ্যে কোন বেড়া নেই, ইউটেনসিলস নেই, আসবাবপত্র নেই। আমরা একটা কমিটি সেখানে গিয়েছিলাম, তারা আমাদের কাছেও এটা জানিয়েছে। এবং আমরা এটা সরকারের দৃষ্টিতেও এনেছিলাম। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ছাত্ররা রেগুলার স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না। সেইজন্য ছাত্ররা উপশিক্ষা অধিকর্ত্তার অফিসে যায় স্টাইপেণ্ড আনার জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যেটা বলেছেন যে ছাত্ররা অফিসের কর্মচারীদেরকে তালা দিয়ে রেখেছে, সেটা সম্পূর্ন অসত্য। দীর্ঘদিন ধরে স্টাইপেণ্ড না পাওয়াতে তারা সেখানে যায় এতে তাদের কিছুটা হয়তো রাগও হতে পারে। সেই কারনে তাদেরকে লাঠি পেটা করা হয় এবং থানাতে নিয়ে আসা হয়। তারপর সেখানকার সমস্ত লোক দলমত নির্বিশেষে থানাতে গিয়ে ছাত্রদেরকে উদ্ধার করে। আমার প্রশ্ন হলো :— আমাদের ছোট ছোট ছাত্ররা বোর্ডিং-এ থাকবে, ওরা স্টাইপেণ্ড পাবে না? আর সেই স্টাইপেণ্ডর জন্য ওরা শিক্ষা অধিকর্ত্তা, উপশিক্ষা অধিকর্ত্তার অফিসে যাবে সেটাও তারা পারবে না? যাওয়ারতো কোন দরকার নেই যদি ঠিকমত স্টাইপেণ্ড দেওয়া হতো। বিশেষ করে এস,সি, এস, টি দের উপর এই সরকারের দৃষ্টিভংগী কি? ছাত্ররা ঠিকমত স্টাইপেণ্ড পাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, মাননীয় সদস্য যে ক্লেরিফিকেশ্যান চেয়েছেন আমার মনে হয় উনি সেখানে ছিলেন। ছেলেরা দরজায় তালা দেয় নি, কিছু করে নি সমস্ত কিছু উনি সেখানে থেকে মনে হয় প্রত্যক্ষ করেছেন উনারা এটাই করেন। উনারা ছেলেদেরকে উস্কিয়ে দেন, তাদের মাথা নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করেন আমি বলেছি ছেলেরা তাদের কৃতকার্যের জন্য লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়েছে এবং ভবিষ্যতে করবে না বলেও বলেছে। ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়নি। ছেলেরা এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছে, এবং মীমাংসা হয়েছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। ছাত্রদের প্রতি, অভিভাবকদের প্রতি, শ্রমিকদের প্রতি, কৃষকদের প্রতি তথা সর্বস্তরের নাগরিকদের প্রতি এই সরকার সহানুভূতিশীল।

মিঃ স্পীকার **:—** এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2.00 P. M.

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— আমি স্যার, গত ১১,২, ৯১ইং তারিখে, মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা মানিক দেব সম্পর্কে উনার অনুপস্থিতিতে যে উক্তি করেছেন। গতকাল আমার কলিং এটেনশ্যান বা রেফারেন্সের এগেষ্টে যে কথা বলেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি যে অসত্য ভাষণ ছিল সেগুলি অ্যাকস্‌প্যানজ করা হোক।

মিঃ স্পিকার :—জেনারেল প্র্যাকটিজে আছে যদি কেউ হাউসে উপস্থিত না থাকে বা হাউসের বাইরে থাকলেও তার বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ বা কোন অসত্য তথ্য থাকে তাহলেও সেটা করা যায় না। কোন পোরশ্যানটা আপনি বলুন আমি এ্যাক্সপ্যান্‌জ্‌ করব।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :—ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা সংক্রান্ত। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—এনটায়ার বক্তব্য আমি অ্যাক্সপ্যাজ্‌ করব না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আপনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে কিছু যুক্ত আছে যদি কোন কর্মচারীর কোথাও কোন করাপশ্যান থাকে, যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে কি সেই অফিসার বা কর্মচারীকে এখানে এনে বলা যাবে ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) : - স্যার, আমার বিবৃতিতে বলেছি ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করার জন্য এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে উনার অনুপস্থিতিতে এই সমস্ত অসত্য ভাষণ রাখা হয়েছে। স্যার, এইগুলি অক্‌স্‌পানজ্‌ করা হোক।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে, কোন অফিসার তার বিরুদ্ধে যদি কোন করাপশ্যান থাকে সেটা হাউসে আলোচনা নিশ্চয়ই হতে পারে কিন্তু আমি এ কথা বলছি না যে কোন ভিত্তিহীন ওয়ার্ড ইয়ুজ করা যাবে। যদি সেটা ভিত্তিহীন হয় যেমন এখানে চরিত্র হননের কথা বলছেন ব্রীচ অব প্রিভিল্যাজও হতে পারে কিংবা এ্যাক্সপ্যাঞ্জও করা যেতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এখানে এক একজন মাননীয় সদস্য যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, যে ধরনের সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করেছেন এটা দুঃখজনক এবং এরপর আপনাদের লিডার এখন বলছেন— (গণ্ডগোল)

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :—স্যার এটার জন্য কোন প্রতিবাদ তাঁরা করেননি বা কোন ক্ল্যারিফিকেশ্যানও চাননি। ঐখানে অধ্যাপক মানিক দেব এবং তাঁর স্ত্রীকে উল্লেখ করে ব্যক্তিগত ভাবে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি অ্যাক্সপাঞ্জ করা হোক। স্যার, বিগত দিনে আপনি এমন একটা নজীর রেখেছেন'ল সেক্রেটারী সম্পর্কে। স্যার, এটা প্রসিডিউর। কাজেই আমি বলছি স্যার, উনাদের যে অধিকার সেটা যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেননি। কাজেই অন্ততঃ ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপনি এটা বিবেচনা করবেন।

মিঃ স্পীকার :—'ল সেক্রেটারী সম্পর্কে যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে 'ক্রিমিন্যাল" । আপনি পার্টিকুলার ভাবে বলুন ।

শ্রী*অরুনকুমার কর* (মন্ত্রী) :—স্যার, অধ্যাপক মানিক দেব এবং উনার শ্রী বি, এড পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে যেটুকু উক্তি আছে সেইটুকু ।

শ্রী*সমর চৌধুরী* :— স্যার, একটা কথার পিঠে মাননয়ী মন্ত্রী স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন, উত্তর দিয়েছেন । মাননীয় মন্ত্রী যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেটা থাকবে, আর যে বক্তব্য টা রেখেছিল, যার জন্য এই স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন সেটা থাকবেনা এইটা কি করে হয় ?

মিঃ স্পীকার :— যদি আনপার্লামেন্টারী কিছু থাকা তাহলে অ্যাকৃনপানজ্ড করে দেব । অ্যান্ড বিকজ দি মেটার ইজ রেইসড্ বাই দি পার্লামেন্টারী মিনিষ্টার, আই উইল লুক্ ইন্টু দি মেটার । আমি এই হাউসে বলছি আই সেল গোটু দি স্টেটমেণ্ট হোয়িচ ইজ গিভেন বাই দি বিমল সিন্হা, ইফ আই গেট এ্যানি আন-পার্লামেন্টারী থিংগ্স, ইট স্যুড বি আমিটেড । আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । এখন আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন ।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—" ধর্মনগর শহরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ কালে প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণ করা সম্পর্কে ।"

শ্রী*অরুন কুমার কর* :— (মন্ত্রী) স্যার, ধর্মনগর শহরের বন্যা নিয়ন্ত্রনকল্লে প্রস্তাবিত বাঁধ নির্ম্মাণ করা সম্পর্কে ।"

স্যার, ধর্মনগর শহর ও তার সংলগ্ন এলাকাকে জুরী, কাকরী ও শুকনাছড়ার বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য দীর্ঘ সময় হইতে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলিতেছে । তিনটি নদী ও ছড়ার খুব কাছাকাছি অবস্থানের ফলে উক্ত এলাকাকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ । বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি করা হইবে বলিয়া বর্ত্তমানে মোটামুটিভাবে স্থির হইয়াছে ।

১) কৃষ্ণপুর হইতে ধর্মনগর রেল স্টেশনের পাসে রেলওয়ে বাঁধ পর্য্যন্ত বাঁধ নির্ম্মাণ । (অনুমিত ব্যয় ১৪-৪৬ লক্ষ টাকা)

২) দেওয়ান পাশা হইতে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্যন্ত শুকনাছড়ার গতি পরিবর্ত্তন ও তার দুই পাড়ে বাধ নির্মান (অনুমিত ব্যয় ২৯,৭৬লক্ষ টাকা)

৩) কৃষ্ণপুরে জুরী নদীর প্রবাহ বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রিত করা ।

৪) ধর্মনগর বাগপাশা রাস্তার উত্তরদিকে কাকড়ী নদী তীরে অবস্থিত রাস্তার উচ্চতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি ।

এইসব বাস্তবায়িত করার জন্য অর্থসংস্থানের উপর নির্ভর করিয়া প্রকল্পগুলিকে পর্যায়ক্রমে হাতে নেওয়া হইবে উপরে উল্লিখিত ১নং প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে।

আশা করা যায় আগামী বর্ষার পুর্বেই এই কাজ শেষ করা যাইবে।

২নং প্রকল্পের জন্য ও মঞ্জুরী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু জমি অধিগ্রহনের কাজ শেষ না হওয়ায় এই কাজ এখনো আরম্ভ করা যায়নি। জমি অধিগ্রহনের কাজ শেষ হইলেও প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে ১৯৯১-৯২ সালে এই কাজ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জমি অধিগ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব ইতিমধ্যে এল, এ, কালেক্টর-এর নিকট পাঠানো হইয়াছে।

৩নং ও ৪নং প্রকল্পের পরীক্ষা নীরিক্ষার কাজ সমাপ্ত হয় নাই।

শ্রী*সুবোধ দাস* :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানালেন যে, জুরী, কাকরী ও শুকনাছড়াকে বন্যার কবল থেকে ধর্মনগর শহরকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য একটা প্রকল্প সরকারের হাতে নিয়েছে এই বন্যার ফলে ধর্মনগর শহর খামেশ্বর, টঙ্গীবাড়ী, পুর্বপটরসী পশ্চিম পটরসি, রাজবাড়ী, ভাগ্যপুর, সাকাইবাড়ী, আনন্দপুর, ইয়াকুবনগর ইত্যাদি এলাকার লক্ষাধিক মানুষ বন্যার কবলে আক্রান্ত হয়ে থাকেন যেখানে কৃষ্ণপুরের বাঁধ নির্মাণের কথা বলা হচ্ছে, এইটা টেকনিকেলি ব্যাপার. তবুও আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই এই নদীর পুর্বপাশে গ্রাম লাতুগাঁও, টঙ্গীবাড়ী, খাসড়ীপার, খামেশ্বর ইত্যাদি নদীর একপাশে বাঁধ দিলে নদীর অপর পার্শ্বে জলের তলায় ডুবে যাবে এবং বিগত বন্যায় মোট ৭জন লোক নিহত হয়েছিল এখানকার বাড়ীঘর লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়. এই অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী যে জুরী, কাকড়ী, শুকনাছড়াতে বাঁধ নির্মাণের কথা বলেছেন দ্বিতীয় প্রকল্পটির অনুমোদন পাওয়া গেছে। এই কাজটা চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে হাতে নেওয়া হবে কি না? এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কৈলাশহর, ধর্মনগর হল সবচেয়ে বন্যা উপদ্রুত এলাকা। এর মধ্যে কৈলাশহরে সন্তোষজনক ভাবে বামফ্রন্ট আমল থেকে শুরু হয়েছে কাজ, ধর্মনগরে এই কাজটা বিলম্বিত হচ্ছে, এইটা অবহেলিত হচ্ছে, বলে আমি মনে করি। সেটা অবহেলা না করে, চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যে গোটা প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হবে কিনা এবং এই ব্যাপারে অর্থ সংস্থানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কিনা জানতে চাই।

শ্রী*অরুণকুমার কর* (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত দিনে বৈদ্যনাথবাবু এই দপ্তরটা দেখতেন। কৈলাশহর উনার নিজের এলাকা! মার্কসবাদীদের ধর্ম নিজের এলাকাকে উন্নত করা, উনার নিজের এলাকাকে সম্পূর্ণ করে নিয়েছেন। সুবোধবাবুকে কিছু দেননি। আমরা এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে কাজ করি না। পর্য্যায়ক্রমে প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হবে। আমি বলেছি আমরা ইতি মধ্যে এই প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

CALLING ATTENTION

কৃষ্ণপুর থেকে ধর্মনগর রেল স্টেশনের পাশে রেলওয়ে বাঁধ পর্য্যন্ত বাঁধ নির্মাণ এ বছর শেষ হয়ে যাবে আমরা আশা করছি। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজটা পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে এবং ১৯৯১—৯২ সালে সেটা হাতে নেওয়া হবে এবং দুই পাড়েই বাঁধ দেওয়া হবে। উনি যে কথা উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণপুর জুরী নদীর অন্য পাড়ের বাঁধের কথা এবং তিন ও চার নাম্বার প্রকল্পগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে. এখনও এইটা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নি।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— পুলিশ "কর্মচারীরা স্পেশাল সি এ প্রত্যেক বৎসরই জানুয়ারী মাসের শেষে নতুন ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে পাওয়ার কথা, এই বৎসর এখনও না পাওয়ার কারণ সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, পুলিশ কর্মচারীরা স্পেশাল সি এ প্রত্যেক বৎসরই জানুয়ারী মাসের শেষে নতুবা ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে পাওয়ার কথা, এই বৎসর এখনও না পাওয়ার কারন সম্পর্কে বলছি। ত্রিপুরা পুলিশের নন—গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী (সাব ইনস্‌পেকটার পর্য্যন্ত) যাহারা এক বৎসরের মধ্যে সরকারের ঘোষিত (রবিবার ছাড়া) ছুটি সমুহ ভোগ করিতে পারেন না তাহাদেরকে স্পেশাল কমপেনসারী এলাউন্স হিসাবে ডিসেম্বর মাসকে ধরে এক মাসের অতিরিক্ত বেতন প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু ৩য় বেতন কমিশনের রিপোর্টে এক মাসের পরিবর্তে ৩০ দিনের বেতন স্পেশাল কমপেনসারী এলাউন্স হিসাবে প্রদান করার সংস্থান রাখা হইয়াছে। ত্রিপুরার পুলিশ কর্মচারী যাহারা উক্ত এলাউন্সের আওতায় পড়েন তাহারা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ৩০ দিনের পরিবর্তে ডিসেম্বর মাসকে ধরে এক মাসে বেতন প্রদানে দাবী জানান। সরকার উক্ত বিষয়ে বিবেচনার পর গত ১৬, ১, ৯১ ইং তারিখ এই শর্তে মঞ্জুরী প্রদান করেন যে, পরবর্তী বৎসর থেকে যাহারা উক্ত এলাউন্স এর আওতায় পরবেন তাহাদের প্রত্যেকের সরকার ঘোষিত ছুটির দিনগুলির কাজের হিসাবের এক প্রতিলিপি সরকারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত এলাউন্স প্রদানের ব্যবস্থা শীঘ্র করা হইতেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, এইটা খুব অন্যায় করা হচ্ছে সাধারন পুলিশদের জন্য, এইটা তাদের একটা অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, বার মাস চাকুরী করে তের মাসের বেতন পাওয়া। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এইটার মধ্যে একটা সর্ত্ত চেপে দিয়ে তাদের অধিকারকে খর্ব করেছেন এবং এইভাবে তিনি পুলিশদের প্রতি অবিচার করেছেন এইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু সুবিচারের ব্যবস্থা করবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, পুলিশের প্রতি সুবিচারই করা হয়েছে এবং সুবিচার করেই এইটা করা হয়েছে। এখানে এই এলাউন্সটা হচ্ছে যারা সরকারী ছুটির দিনগুলিতে ছুট ভোগ না করে ডিউটি করবেন এইটা তাদের জন্যই হয়েছে। এখানে এলাউন্সটা কি, এলাউন্সটা হচ্ছে স্পেশাল কমপেনসারী এলাউন্স। কাজেই এখানে কোন অবিচার করা হয়নি।

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, কত দিনের মধ্যে এই কাজটা শেষ হবে এবং তারা কত দিনের মধ্যে পাবে এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমিতো বলেছি এইটা দেওয়া ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

LAYING OF REPLY TO THE POSTPONED QU-STION ON THE TABLE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো" লেয়িং অব রিপ্লাই টুদি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান' গত বিধানসভার অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

Shri Samir Rn. Barman (Minister) ; Mr. Speaker Sir. I beg to lay the replys to the postponed unstarred question No, 21 on the table of the House, (ANNEXURE—"C")

FRESENTATION OF PETITION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাছি যে, আমি একটি পিটিশান পেয়েছি (যাহা পিটিশান কমিটির অন্তর্ভুক্ত মেটারস, অব পাবলিক ইম্পরটেন্স এর উপর)। পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী মাতাজয় রিয়াং এবং গং ১১৪ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো

Construction of Road from Dasda (Kancahnpur to Sabnal via-Hallempur and Brajakumar Para).

পিটিশানটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়কে পিটিশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Gauri Sankar Reang :— Mr. spaker sir, I beg to lay the Petition singed by shri Matajay Reang with other 114 nos, of signatories on the subject as "Construction of Road from Dasda (Kanchanpur to Sabnal via-Hallempur and Brajakumar Para)." on the Table of the House,

PRESENTATION OF COMMITTEE—REPORT

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "পাব্লিক আণ্ডারটেকিংস, কমিটির বিশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়কে (চেয়ারম্যান, অব দি কামিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস) পাবলিক আণ্ডারটেকিংস, কমিটির বিশতম প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Gauri Sankar Reang :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay the 20th. report of the Committee on Undertakings on the Table of the House,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির ২০তম প্রতিবেদেনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

PANEL OF CHAIRMEN

মিঃ স্পীকার .— আমি সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ১১ (১) নং ধারা বলে নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়দের নিয়ে একটি প্যানেল অব চেয়ারম্যান গঠন করেছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম হলো :—

(১) শ্রীরতনলাল ঘোষ,
(২) শ্রীঅমল মল্লিক,
(৩) শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা,
(৪) শ্রীকেশব মজুমদার,

MOTION FOR EXTENSION OF TERM OF OFFICE OF PRESENT MEMBERS OF DIFFERENT ASSEMBLY COMMITTEES.

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, I like to inform you that present 5 Elected Committees and 9 nominated Committees ~~of this~~ Assembly were constituted to work up to 31st March, 1991. So, after expiry of 31st March, 1991 those Committees will have no life. The present Assembly Session will continue upto 15th February, 1991 and it is also likely that no Assembly Session will be held within this financial year after conclusion of the session. The term of office of the Members of any committee can not be terminated before the expiry of

this specific period, as there is no such provision in our Rules of precedure.

As there is no scope of termination of the ter n of offic of t he Members of the Committee before expiry of the scheduled period it is necessary that the term of office of the members all the committees be extended for a period upto the last day of the next session of the Assembly

In view of this any Member/Minister may move Motion for this purpose Before moving any such motion it is necessary that Rule 203 of the Rules of procedure be suspended for the time being Now any Member/Minister may move the Motion accordingly,

Shri Arun Kumar Kar (Minister);—Mr. Speaker Sir, In pursuance of Rule 350 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move-"That this House do suspend Rule 203 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly in its application to the Motin for extension of the term of office of the present members of the five elected Committees and nine nominated Committees viz :-

Elected Committees.

1. Committee on Public Accounts.
2. Committee on public Undertakings
3. Committee on Estimates,
4. Committee on Welfare of Scheduled Castes,
5. Committee on Welfare of Scheduled Cribes

Nominated Committees.

1. Business Advisory committee,
2. Committee on Privileges,
3. Committee on Delegated Legislation,
4. Committee on Absence of Members from the sittings of the House.
5. House Committee,
6. Library Committee,
7. Committee on Petitions,

8, Rules Committee,

9. Government Assurance Committee,

Mr. Speaker :— Now I put the motion to vote, The question before the House is the Motion moved by Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs Department ' that this House do Suspend Rule 203 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly in its application to the motion of extension of the term of office of the present members of the five elected committees and nine nominated committees viz—

Elected Committee

1. Committee on Publ ic Accounts,
2. Committee on Public Undertakings,
3, Committee on Estimates,
4, Committee on welfare of Scheduled Castes,
5, Committee on Welfare of Scheduled Tribes,

Nominated Committees

1, Business Advisory Committee,
2, Committee on Privilege,
3, Committee on Delegated Legislation,
4, Committee on Absence of Members from the sittings of the House,
5. House Committee,
6, Library Committee,
7, Committee on Petitions,
8, Rules Committee,
9, Government Assurance Committee,

(The Motion was put to Voice Vote and adopted)

Mr. Speaker :— Now the Hon'ble Minister may move a motion for extension of the term of the office of the Members of the Committees

Mr. Arun Kr. Kar (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move "That this House do extend the term of office of the present members of the following Committees up to the last day of the next Session of the Assem'y .—

ELECTED COMMITTEES

1. Committee on Public Accounts.
2. Committee on public undertakings
3. Committee on Estimates,
4. Committee on Welfare of Sch, Castes.
5. Committee on Welfare of Sch. Tribes.

NOMINATED COMMITTEES

1. Business Adv isory Committee.
2. Commit tee on Privileges,
3. Con mittee on Delegated Legislation.
4. Committee on Absence of Members from Sittings of the House,
5. House Committee,
6 Library Committee,
7. Committee on Petitions,
8. Rules Committee.
9. Government Assurance Committee,

Mr. Speaker :—The Motion moved by Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs Department "that this House do extend the term of office of the present Members of the following Committees up to the last day of the next session of the Assembly :-

ELECTED COMMITTEES

1, Committee on public Accounts.
2, Committee on Public Undertakings.
3, Committee on Estimates.
4, Committee on Welfare of Sch. Castes.
5, Committee on Welfare of Suh. Tribes.

NOMINATED COMMITTEES

1, Business Advisory Committee.
2. Committee on Privilages.

PANNEL OF CHAIRMEN

3. Committee on Delegated Legislation,
4, Committee on Absence of Members from the sittings of the House,
5, House Committee,
6, Library Committee,
7, Committee on petitions,
8, Rules Committee.
9, Government Assurance Committee,

(The Motion was Put to voice vote and adopted)

(The term of office of the present members of the 5 Elected Committees and 9 Nominated Committees has been extended by the House upto the last day of the next Session of the Assembly

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1991—92

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—" ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ ।"

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ৭টি ব্যয় বরাদ্ধের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে ।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, অজেকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরেব মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উপস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো :— এখন ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো উপর আলোচনা শুরু হবে । আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর ভোটে দেব ।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা দেওয়ার জন্য ।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করতে ।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আজকে যেসমস্ত ডিমাণ্ড মুভ করা হয়েছে আমি সেগুলো সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি । এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে

যেসমস্ত কাট মোশান মানা হয়েছে সেগুলোকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

একটি ডিমাণ্ড হচ্ছে প্রিন্টিং দফতরের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। আজকে সরকারী প্রেস-এর অবস্থা কি ? উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় প্রেস। ৩৭৫ জনের মত স্টাফ সেখানে। এখানে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় ছিল তখন শিক্ষা এবং প্রচার দপ্তরের কাজ করানো হত এই সরকারী প্রেসেই। তখন দৈনিক গড় ইমপ্রেশান ছিল ২ লক্ষ ১০ হাজার। আজকে সেখানে গড়ে হচ্ছে মাত্র ৯০ হাজার। মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করেছেন এই প্রেসটিকে অচল ও ধ্বংস করে দিয়ে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উদ্যোগে শুরু হয়েছে।

১৪ লক্ষ টাকার উপর গত এক বছরে কলকাতার বিভিন্ন প্রেস থেকে কাগজ ছাপিয়ে আনা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ্য টাকা খরচ করা হয়েছে। স্যার, একটা অবসেট মেশিন, সেই মেশিনটা এখন অচল। আমাদের সময় এক দিনের জন্য অচল ছিল না। সেখানে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হায়ার স্কেলের প্রায় সাত জন কর্মচারী আছেন। তারা সেখানে বসে বসে বেতন ড্র করছে। এই মেশিনের যে যন্ত্রপাতি, সেই যন্ত্রপাতি কেনার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর পরিবার পরিজনদের নিয়ে মহারাষ্ট্রে গেলেন। স্যার, যন্ত্রদাম হবে যা তার তিনগুন খরচ করে এলেন। মেশিনটা সচল করার জন্য উনারা বিলাস ভ্রমণ করে এলেন। স্যার, একটা ব্লক মেশিন ছিল। এখানে আমি গতকালও বলেছি, সেই ব্লক মেশিনটাও এখন অচল করে রাখা হয়েছে। এখন বাইরে থেকে করানো হচ্ছে। প্রেসের যিনি অফিস সুপারিনটেনডেণ্ট তিনি নিজের বাড়ীর মধ্যে একটা ব্লক মেশিন বসিয়েছেন। এখন সরকারের যে সমস্ত ব্লক, সেইগুলি অফিস সুপারিনটেনডেণ্ট বিজন রায়, তার বাড়ী থেকে করা হয় বা এখানে "স্পন্দন" অথবা "ইমপ্রিণ্ট" থেকে সমস্ত ব্লকগুলি তৈরী করা হচ্ছে। এই সরকারের সমগ্র প্রেসটাকে অচল করে রাখা হয়েছে। আজকে প্রেসের অবস্থাটা কি ? তারপর ডেপুটি ম্যানেজার যিনি সেখানে প্রেসের কাজে আছেন, মিহিরলাল দাস ৯৮ রীম কাগজ এই পূজোর সময় যেখানে সমস্ত অফিস আদালত বন্ধ, এই কাগজগুলি নিয়ে গেলেন। আজ পর্য্যন্ত সেইগুলির হিসাব পাওয়া গেলনা। এখন কাগজের ষ্টক মিলিয়ে দেখা যায় সেখানে দুইশ রীম কাগজ নেই। আজকে তার হিসাব সেখানে মিলানো যাচ্ছে না।

আজকে এখানে যুব কংগ্রেসের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সম্মেলন করেছেন। স্যার, তার জন্য জব কার্ড দেওয়া হয় না, বা পেপার রিকুজ্যিশান দেওয়া হয় না, কারণ এটি কোন অফিসারের সাহস নেই। যারা এই সমস্ত অর্ডার দেন, যদি মাননীয় মন্ত্রী অর্ডার দেন তাতে কি জব কার্ড দেওয়া সম্ভব ? কিন্তু প্রেসের কর্মচারীরা কি করবেন, অফিসাররা কি করবেন ? এখানে মন্ত্রীরা যারা আছেন তাদের কাছে খুব বেশী আশা করে লাভ নেই, কারণ উনারা নিজেরাই এই সকল

অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। স্যার, একটা নিরপেক্ষ তদন্ত করলে ভাল হত। শুধু কংগ্রেস (আই) যুব কংগ্রেস, এন, এস, ইউ, আই বা এই শাসক দলে যারা আছেন তাদের নামে কত হেণ্ডবিল, কত পোষ্টার এই প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছে একটি পয়সাও তারা দিয়েছেন একটি নজীর দেখাতে পারবেন ? আমরা দেখেছি স্যার, কি বিজয়া দশমী, কি বৎসরের প্রথম, কি পৌষ পার্বন কি বড় দিন, মাননীয় মন্ত্রীরা, বিধায়করা, পরাজিত এম, এল, এরা, বিভিন্ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানরা ২০টাকা ২৫টাকা দামের গ্রীটিংস কার্ড বিলি করেছেন।

স্যার, এই ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করা হচ্ছে স্যার। লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে বাড়ী তোলা হচ্ছে। স্যার, আজকে এখানে আলোচনা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের সেই কাজটা সরকারী প্রেসে করাতে পারতেন। সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে আবেদন করেছেন যে "আমাদের কাজ নেই, আমাদের এখানে কাজ করান'। আমরা তো দেখেছি শ্রমিক কর্মচারীরা শিক্ষা দপ্তরের বই ছাপানোর সময় তারা রাতের পর রাত জেগে বই ছাপিয়েছেন পাঠ্য পুস্তক ঠিক সময় মত ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের হাতে এই সমস্ত পাঠ্য পুস্তক পৌঁছে নি কেন ? শ্রমিক কর্মচারীরা নিজেরা আবেদন করেছেন মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে যে, আমাদের হাতে দিন আমরা করে দেব। সেগুলি স্যার, করানো হয় নি। যারা কোটিপতি তাদের পুঁজি বাড়ানোর জন্য টাকা বাড়ানোর জন্য এবং একদিকে মন্ত্রী তাদের এর লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন সেই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহা, শুধু এটা নয় স্যার, আমি একটা দৃষ্টান্ত আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই অমরপুরের একজন কনট্রাক্টার পার্থনাথ সাহা, এ, ডি, সি নির্বাচনের আগে একটা ব্রিজ করার জন্য তাকে কয়েক লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে ব্রিজটা করতে হবে। তখন উনি বললেন আমি কাঠ পাচ্ছি না। পি, ডবলিও, ডি, উদ্যোগ নিয়ে যতনবাড়ীর বি, এস, এফ রিজার্ভ তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শাল কাঠের ব্যবস্থা করে দিলেন। কনট্রাক্টার সমস্ত শাল, কাঠ কেটে এনে বিক্রি করে দিলেন এবং সেখানে নিয়মনীতি ভেঙ্গে রাতারাতি ব্রিজ করা হলো। যখন বিল করা হলো তখন আমাদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার দেখলেন লক্ষ লক্ষ টাকার বিল, এই ভাবে দেওয়া যায় না সেজন্য বিলটাকে আটক করলেন। মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহা তখন সেই কনট্রাক্টার পার্থনাথ সাহার নিকট থেকে একটা আবেদনপত্র গ্রহণ করলেন। সেই আবেদনপত্র সংগ্রহ করে মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহা সেই দপ্তরের সেক্রেটারীর কাছে লিখেননি ! কারণ সেখানে লিখলে এনকোয়ারির প্রশ্ন উঠতে পারে তারজন্য মন্ত্রীর সবচেয়ে পেয়ারের লোক এডিশন্যাল চীফ ইঞ্জিনীয়ার বি কে, দাসের কাছে লিখলেন। সেই সমস্ত তথ্য আমার কাছে আছে স্যার, আপনি

যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি পড়ে দিতে পারব, সমস্ত তথ্য আমার কাছে আছে। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগারের ব্যাপার। কি ভাবে এই একটা ব্রিজকে কেন্দ্র করে সেখানে একজন মন্ত্রী লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন তার সমস্ত কাগজপত্র আমার কাছে আছে স্যার, যদি বলেন তাহলে দেখাতে পারব। আমি জানি না উনারা সেগুলি নিয়ে তদন্ত করবেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি বসুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— স্যার, আমাকে আরও সময় দিতে হবে।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **ঃ**— স্যার, একজনের একটা পিটিশ্যান এবং সেখানে দপ্তরের মিনিষ্টারের কাছে আমি যদি এটা লিখি, সেখানে টাকার প্রশ্ন যেটা বলছেন, আমি চ্যালেঞ্জ করছি স্যার, নতুবা এটা অ্যাকস্‌পাঞ্জ করা হোক।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ —স্যার, সমস্ত কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখুন)।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)**ঃ**— স্যার, আমি তো ডাইরেকটলি দপ্তরের কাছে পাঠাতে পারতাম। আমি মিনিষ্টারের কাছে রিকোয়েষ্ট করেছি, এই জন্য যে কি কারণে তার বিলটি পেনডিং আছে তিনি যেন সেটা দেখেন। স্যার, সেটা তো গণতান্ত্রিক নিয়ম। সুতরাং এটা অ্যাকস্‌পাঞ্জ করা হোক।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—আমার কাছে সমস্ত কাগজপত্র আছে স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহা আগরতলার প্রাক্তন শিক্ষক আই, কে, রায়ের বাড়ী কিনেছেন কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে। একজন মন্ত্রীর আয় কত স্যার ? আমরাও তো মন্ত্রী ছিলাম।

উনি এই আগরতলা শহরের উপরে প্রাক্তন এডুকেশান ডাইরেকটারের বাড়ী কিনেছেন। এখানে স্যার, মন্ত্রী আছেন অথবা শাসক দলের বিধায়ক আছেন, তারা কি বলতে পারেন বছরে মন্ত্রিসভার কয়টা মিটিং হয় এবং সেই মিটিং এ কোন কোন জিনিস আলোচনা হয় ? স্যার, ক্যাবিনেট দিয়ে কি হবে ? —মুখ্যমন্ত্রীর তো একটা কিচেন ক্যাবিনেট আছে এবং সেই ক্যাবিনেটে কারা আছেন—আছেন জীবন ঘোষ, বাসু দত্ত, মিলন প্রভা মজুমদার এবং সেই কিচেন ক্যাবিনেটের জন্য ৮টি গাড়ী বরাদ্দ করা আছে, সেগুলির নম্বর হল— টি, আর, এ এবং ডবলিউ, এম, টি— ৯২১৯। মুখ্যমন্ত্রীর রেসিডেনসে এগুলি থাকে। আজকে কাদের হাতে ক্ষমতা ? মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মন্ত্রীর হাতে কি কোন ক্ষমতা আছে, নেই মুখ্যমন্ত্রী নিজেই পুলিশ মন্ত্রী,

কাজেই পুলিশ সম্পর্কে তিনিই তো নির্দেশ দেবেন। কিন্তু আসলে তা নয়, এই আগরতলা শহরের উপর কতগুলি থানা আছে, সেই সবগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মিলন প্রভা মজুমদারের উপর এবং তার কাছ থেকেই সমস্ত নির্দেশ যায়। অথচ, আগরতলা শহরে আরও ৩জন মন্ত্রী আছেন, তাদের এসব বিষয়ে কোন ক্ষমতাই নেই। আগামী নির্বাচনে তো এই শহরের যে কোন একজন মন্ত্রীর চাকুরী যাবে, কেন না, মিলনপ্রভা মজুমদার যে আগামী নির্বাচনের জন্য তৈরী হচ্ছেন। এই আগরতলা শহরের উপর কাকলি রায় বলে একটি মেয়ের উপর অকথ্য অত্যাচার হল এবং সেই অত্যাচার আবার চালানো হল মেয়েটিকে মুখ্যমন্ত্রীর নিজ বাড়ীতে রেখে। তার বাবা তো মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এর বিচার প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি কোন পত্রিকার পান নি। কারণ, এই ঘটনার পিছনে যে মুখ্যমন্ত্রী সারকেদরা জড়িত আছে। এমন কি সেই মেয়েটি, যার জন্ম কর্ম এই শহরের উপর তাকে এখানে থাকতে দেওয়া হল না। বাধ্য হয়ে তাকে রাজ্যান্তরী হতে হল, সেখানে কোন আশ্রয় পেল না. সে এখন কলকাতায় অর্থাৎ জ্যোতিবাবুর রাজ্য পশ্চিম বঙ্গেই তাকে আশ্রয় নিতে হল। আজকে আইন শৃঙ্খলার অবস্থা এই রাজ্যে এই রকমই দাঁড়িয়েছে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলছেন যে লোকসভার সংগে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনও সেরে ফেলবেন। আগে মেম্বারদের পেনশানের জন্য ৪ বছর সময় সীমা ছিল, এখন সেটাকে কমিয়ে আড়াই বছর করা হয়েছে এবং এজন্য সবে মাত্র বিল এনেছেন। করতে তো হবেই, না করলে অথবা আরও অপেক্ষা করলে কি ঘটতে পারে, সেটা কে জানে? সুধীরবাবু জানেন যে. অবাধ নির্বাচন হলে, ভোটে ফিরে নাও আসতে পারেন। সুধীরবাবু কাদের উপর নির্ভর করবেন, ত্রিপুরা ট্রাইবেল ষ্টুডেনটস ফেডারেশান, না টি, ইউ, জে, এস এর উপর, তাদের যে মতিগতি ঠিক নেই। স্যার, এটা তো আর কংগ্রেস আর উপজাতি যুব সমিতির খাস জমনা নয়, উপজাতি যুব সমিতির উপর এমনিতেই অনেক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, কাজেই তাদের উপরও তো ছেড়ে দেওয়া যায় না, শহরে যেমন তেমন, কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে তো অনেক সমস্যা। অবশ্য উপজাতি যুব সমিতির অনেক নেতা সুধীরবাবুর কাছের লোক। যেমন শ্যামাবাবু আবার শ্যামাবাবুর জামাতা রবীন্দ্রবাবু তাঁর সবচাইতে বেশী কাছের লোক। তাই হয়তো পরিকল্পনা করছেন যদি এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায়। ইতিমধ্যে ৮টি থানা এলাকা তো আসাম রাইফেলসের হাতে তুলি দিয়েছেন এবং এই অধিবেশন শেষ হলেই সেই সব এলাকায় কার্ফুজারী করে অভিযান চালাবেন এবং লক্ষ্য যে সি, পি, এম এবং গণমুক্তি পরিষদের সদস্যরা, তাতে এই রাজ্যের কারোর কোন সন্দেহ নেই। নগেন্দ্র বাবুরাও এটা বুঝেন এবং বুঝেন বলেই বিগত জেলা পরিষদের নির্বাচনে ঠেলে দিয়েছিলেন, যেখান থেকে তাদের ফিরে আসা সম্ভব ছিল না।

মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, রবীন্দ্র দেববর্মা উনারা জেলা পরিষদের নির্বাচনে টেপ নিয়ে গেলেন। তাদের কোন দোষ নেই। কারণ তারা সুধীরবাবুর লাইনের লোক। এখানে স্যার, অভিযোগ করা হয়েছে যে সি. পি. আই (এম) সাম্প্রদায়িক দলকে উস্কানী দিচ্ছে। সি. পি. আই (এম) কখনও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানী দেয় না। কোন দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। তাদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা নেই। সি. পি. আই (এম) ই প্রথম পাঞ্জাব, আসাম, কাশ্মীরের ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছে। আজকে এই প্রশ্ন আসে না। তুমি রাজস্বমন্ত্রী, তিনি একজন মহিলা, নিজেকে রাজমাতা বলে পরিচয় দেন। মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব তিনি অসুস্থতার কারণে ত্রিপুরা তে থাকতে পারেন না। কলকাতা দিল্লী এবং কখন কখন লণ্ডনে থাকেন। দপ্তরের কাজ কর্ম দেখাশুনা করতে পারেন না। উনার দুইজন সহকারী আছে ওরাই উনাকে ডুবাচ্ছেন। স্যার, বটতলা সুপারমার্কেটে ষ্টল বিলি হবে। সেখানে ঠিক হলো যে এস, সি এবং এস, টি ৫০টা করে পাবে, বাকী অন্যান্য মন্ত্রীরা ৩০টা করে পাবে। আরেক মন্ত্রী বলে উঠলেন যে না এটা আমার এলাকা, আমাকে ৭০ টা দিতে হবে এবং অন্যান্যরা ৩০টা করে পাবে। এর মধ্যে এক একটা ষ্টল ৫১/৬০ হাজার টাকা করে বিক্রী হয়ে গেছে। এটা শুধু নয় এই আগরতলা শহরের কাছে খেজুর বাগানে মাননীয়া মন্ত্রীর একটা বাগান ছিল সেটাকে ৬০ লক্ষ টাকায় সরকারের কাছে বিক্রী করেছেন নিজের ইনফ্লেনস খাটিয়ে। যে রাজবাড়ী বিক্রয় হয়েছি ১৪ লক্ষ টাকায়। তিনি ক্ষমতায় এসে নিজের ক্ষমতা এবং প্রসাশনকে কাজে লাগিয়ে ৮৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। আরেকটা দপ্তরে আগে ছিলেন সমীরবাবু তখন তার অনেক বদনাম হয়েছে। আলোকপাতের সম্পাদক অলক মিত্র এখানে এসে ছিলেন। এখানে সুধীরবাবুর এবং উনার পরিবার পরিজন কিভাবে জীবন যাপন করেন এর একটা ছবি নেওয়ার জন্য একটা বই ছাপাবেন ফ্রন্টলাইনের সম্পাদক এখানে এসেছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নেওয়ার জন্য। সেখানে মস্তানরা তাকে বাথরুমে আটক করে রাখলো। ফটো নেওয়া হল না। টাইমস অব ইনডিয়ার সম্পাদক শ্যামল ভট্টাচার্যকে সুধীরবাবু সারারাত্র আটকে রেখে অত্যাচার করলেন। উনার ভাইকে অ্যাডভাইজারী বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতিকে বোর্ড দিয়ে লাভ নেই তাঁরা সব সময় এক জায়গায় থাকতে পারে না। "ডেইলি দেশের কথার" এডভারটাইজমেন্ট দিলেন না। যুব সমিতির পত্রিকাকে দিলেন না। এটা আমাদের পত্রিকা নয়। আমি আশা করে ছিলাম, রতনবাবু, সমীর বাবুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উর্দ্ধে থাকবেন। অন্তত পত্রিকা যারা বের করে তাদের দিকটা বিচার বিবেচনা করবেন এবং সমীর বাবুর মতের পরিবর্তন করবেন। কিন্তু তা হল না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় খুব কম তবু আমাকে খুব সংক্ষিপ্ত

CALLING ATTENTION

ভাবে বলতে হবে। কারণ, বিধানসভার আজকেই শেষ দিন। গত ২৮ তারিখ থেকে আজ ১৫ তারিখ পর্যন্ত আমরা একটা সুযোগ পেয়েছিলাম, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে কিছু শুনার। আমি বিশ্বাস করি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভালভাবে বুঝতে পারবেন কি আসল সত্য। যদিও এবার আমি খুব কম বলার সুযোগ পেয়েছি কিংবা আমার বলার খুব একটা কিছু ছিলও না তবুও আমি তাঁদের বক্তব্য খুব মন দিয়ে শুনেছি। শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল, কোন অপরাধ জগতের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে শুনছি কিনা। এখানে খুন, ধর্ষণ, রেপ, রাহজানিইসিংহ ভাগ নিচ্ছে। স্যার, আমার এখান থেকে দু' মিনিট সময় আমি বাদলবাবুকে ছেড়ে ছিলাম, স্পেসিফিক কিছু শুনব বলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তা আমার হল না। তবে তাঁরা একটি কাজ খুবই ভাল করতে জানেন সেটা হচ্ছে, সমীরবাবুর সঙ্গে রতনবাবুর, সুধীরবাবুর সঙ্গে অন্য কারোর কিভাবে মনোমালিন্য ঘটাবেন। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে জানতে হবে যে, প্রত্যেক সরকারের একটি বিজ্ঞাপন নীতি থাকে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদপত্রর পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ভারতীয় সংবিধানে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হযেছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়, আমাদের চিন্তাধারায়, আমাদের মনে, আমাদের জাতীয় সংহতিতে সংবাদপত্র একটি স্তম্ভ বিশেষ। বিজ্ঞাপন নীতি বামফ্রন্টের আমলেও ছিল। সেটা ছিল, ভাবের ঘরে চুরির জন্য। সে নীতি নামেই ছিল। নিজের দলীয় মুখপত্র এবং তার সহযোগী পত্রিকাগুলিকে বিশেষ ভাবে সুবিধা পাইয়ে দেবার নীতি ছিল। এছাড়া অন্য কোন পত্রিকায় দেওয়া যাবে না। তাঁদের সময় ৩টি পত্রিকা ছিল। আমাদের সময় ৮টি পত্রিকাকে আমরা সুযোগ দিয়েছি। বিজ্ঞাপন কে কি পেয়েছেন বর্তমান এবং অতীতে লাষ্ট ইয়ারের হিসাব দেব। বেশী বলে সময় নষ্ট করব না। আমাদের সময় সেন্টিমিটার কলাম হিসাবে :—

দৈনিক সংবাদ,	১৮.৮৬৭
ত্রিপুরা দর্পন	১৮,৬৮৩
স্যন্দন	১৮,৬৫৯
গণদূত	১৮,০৮৮
গণসংবাদ	১৮,১৭১

এটা অন্যায় হয়েছে কিনা তার বিচার করবেন। আর বামফ্রন্টের শেষ সময় দেখুন :—

দৈনিক সংবাদ	১, ৫১, ৩৫৩
ত্রিপুরা দর্পণ	২, ৯৩, ৯৯৩
ডেইলি দেশেরকথা	২, ৪৪, ৩৮৯

এটা কি বিজ্ঞাপন নীতি ? না কোন সরকারের নীতি ? এখন আমি বী ক্যাটাগরীর কথা বলছি।

ডেইলী দেশের কথা ? হ্যাঁ, আমি আসছি আপনাদের যন্ত্রণা বুঝতে পারছি। আমি সে কথায়ও আসছি। আমরা বিজ্ঞাপন নীতিটাকে এ, বি, সি, প্রভৃতি ক্যাটাগরীতে ভাগ করেছি। এবং টোটাল আমাদের নীতি হচ্ছে ৫টা এ ক্যাটাগরী ৩টা বি ক্যাটাগরী এবং ২৬টা সি ক্যাটেগরী পত্রিকা এবং এগুলিকে কতভাগ বিজ্ঞাপন দিচ্ছি তাও আমি বলে দিচ্ছি। শতকরা ৬০ ভাগ দিচ্ছি ৫টা এ ক্যাটেগরী পত্রিকাকে, তার মধ্যে আগেকার পত্রিকা ত্রিপুরা দর্পনও রয়েছে। ১১ ভাগ দিচ্ছি বি ক্যাটাগরী পত্রিকাকে এবং ২৮ ভাগ দিচ্ছি সি ক্যাটাগরী পত্রিকাকে। এছাড়াও বহু পরে বিজ্ঞাপনের রেট বাড়ানো হয়েছে। বি, এ, বি, সি, রেট অনুযায়ী ১৪,৬০ টাকা পর্যন্ত আমরা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছি। যেটা আগে ৭ টাকা, ৮ টাকা ৯ টাকা দেওয়া হতো। এখন তাদের সারকুলেশান বৃদ্ধি পেয়েছে। আর, এন, আই রিপোর্ট সহ এখন আমাদের দপ্তরে পেশ করলেই তারা এই নতুন বিজ্ঞাপনের রেট পেয়ে যাবেন! সুতরাং এখানে ডিসক্রিমিনেশানের কোন প্রশ্ন নেই। ডেইলী দেশের কথার কোন সংবাদিক আছে কিনা আমার বিরোধী বন্ধুদের প্রশ্ন করতে চাই। আজকে যে সাংবাদিক মারা গিয়েছেন, মোহনপুরে আমরা দুঃখিত হয়েছি এবং প্রতিটি সভ্য দেশের মানুষ একে ছি ছি করবে। সেই লোকটাকে কারা বঞ্চিত করেছে ? আপনারাই বঞ্চিত করেছেন। তাকে সাংবাদিক হিসাবে স্বীকৃতি পর্যন্ত দেন নি। আপনারা তার মাধ্যমে কো-অপারেটিভ করে লক্ষ লক্ষ টাকা বেসাতি করেছেন একটা রাজত্বের সুযোগ নিয়ে। একটা দল ক্ষমতায় এসে সবা কে সুযোগ দিতে হবে, যা কিছু লুটেপুটে নেওয়া হবে এটা যদি বিজ্ঞাপন নীতি হয় তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের সরকার পলিসী নিয়েছেন যে সমস্ত পত্রিকা রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করবে, তাদেরকে সরকারী অর্থ হিসাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না। এই যে টাকাগুলি আপনারা "ডেইলী দেশের কথাকে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে শুনুন দেশের কথা উইকলি নামে আপনাদের আরও একটা পত্রিকা আছে এবং এটা অস্তিত্ব সম্পর্কে ত্রিপুরার মানুষ কতখানি জানেন সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেই পত্রিকাকে আপনারা ২,৮৮৬ টাকা দিয়েছেন। কিসের ভিত্তিতে, কার স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে ? আরেকটা বিষয় আমি বলছি যেহেতু কাট মোশান এসেছে এই দপ্তর সম্পর্কে এবং অনেক প্রশ্ন উঠেছিল কিন্তু উত্তর দেওয়া যায় নি। কংগ্রেস আমলে যে লোকরঞ্জন শাখাগুলি এবং সাব ইনফরমেশান সেন্টারগুলি চালু হয়েছিল, আজকে যদি হিসেব চান, তাহলে সেই হিসেব অনুযায়ী নিশ্চয়ই আপনারা বলবেন যে আমরা এতগুলি লোকরঞ্জন শাখা করেছিলাম সত্যি কথা। সবগুলি লোকরঞ্জন শাখা চালাচ্ছি না। আমি সভায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছি কারণ এই লোকরঞ্জন শাখাগুলির সরকারী নাম থাকলেও আসলে এগুলির কোন অস্তিত্বই ছিল না। সরকার টাকা দেওয়ার না। করে আগরতলা সদর দপ্তর থেকে টাকাগুলি তোলে নিয়ে বিভিন্ন নামে প্রোগ্রাম ছাড়াই

লোকরঞ্জন শাখায় চলে যেতো। স্যার, সংস্কৃতির উন্নতির জন্য, সামাজিক সুস্থতার জন্য, গ্রামের শিল্পীদের জন্য যা প্রয়োজন ছিল, সেটা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাবহৃত হয়েছে। স্যার, একজন মাননীয় সদস্য এবং প্রাক্তন মন্ত্রী বলেছিলেন যে যে, সঞ্চয়িতা দেওয়া হয়েছিল, সে সঞ্চয়িতাকে তুলে আনা হয়েছে। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে সঞ্চয়িতা তোলার কোন নির্দেশ আমরা দেই নি। আমরা শুধু বাদ্যযন্ত্রগুলি চেয়েছিলাম। এগুলিকে রাজনৈতিক আখড়া থেকে মুক্তি দিয়ে সংস্কৃতিমনা মানুষদের হাতে তোলে দেওয়া হোক। দুঃখের বিষয় এই বাদ্যযন্ত্রগুলি পর্য্যন্ত অক্ষত পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন জায়গা থেকে বলা হয়েছে হয় ডেমেজ, নাহয় অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। যার ফলে নুতন করে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র কিনে সমস্ত এলারিজগুলিকে আমাদের সাপ্লাই করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। ওই এলারিজগুলিকে প্রতি মাসে দুটো করে গড়ে কর্মসূচীতে সারা ভারতবর্ষে অংশগ্রহণের জন্য শিল্পিদের পাঠাচ্ছি যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র আরও নিবিড় হয়। কিন্তু বিগত দিনে আমরা দেখেছি বিশেষ বিশেষ কিছু লোককে, বিশেষ বিশেষ কিছু মতের মানুষকে সংস্কৃতির নামে বহিঃরাজ্যে পাঠানো হয়েছিল।

আজকে আমাদের চেষ্টা শুরু হয়েছে কিন্তু আমরা বলছি না যে আমরা ১০০ ভাগ সফল হয়েছি। আমরা চেষ্টা শুরু করেছি এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু ৪/৫টা লোকরঞ্জন শাখাকে একত্রিত করে কর্মসূচী আমি নিজেও নিয়েছি। এই ৪৪৩টি সেন্টারের মধ্যে যে ষ্টাফ আছে তাদের পক্ষে কোন দিন সম্ভব নয় এই সমস্ত কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করার জন্য ফাকী দিয়ে বহু টাকা তারা সরকারের খরচ করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। ৪৪৩টি লোকরঞ্জন শাখাকে দেখাশুনা করার জন্য মাত্র ২৬ জন ইনফরমেশ্যান ও কালচারাাল অফিসার আছেন তাদের পক্ষে কোন দিন এটা সম্ভব নয়। কোন লোক বিশ্বাস করবে না যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মসূচীগুলি তাদের পক্ষে দেখাশুনা করা সম্ভব। সে জন্য আমি বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর আমার অফিসারদের নিয়ে মিটিং করে বলেছি যে আমি কর্মসূচী চাই এবং সেই কর্মসূচী গ্রামের লোকদের উপস্থিতি চাই। গ্রামীন প্রতিভা বিকাশের জন্য তাদের দিয়ে কাজ করাতে হবে যার জন্য ৫৬টা লোকরঞ্জন শাখাকে একত্রিত করে যে কর্মসূচী হচ্ছে আর্থিক দিক থেকে তারা লাভবান হচ্ছে। বেশীর ভাগ লোক অংশগ্রহণ করছেন এবং শিল্পীরা উৎসাহ পাচ্ছেন। এটা যদি সুষ্ঠু সংস্কৃতি না হয় তাহলে সুষ্ঠু সংস্কৃতি কোনটা এটা ব্যাখ্যা করা আমরা পক্ষে সম্ভব নয়? এছাড়াও যে সাব-ইনফরমেশ্যান সেন্টারগুলি আছে সেই সাব-ইনফরমেশ্যান সেন্টারগুলি তো আছেই। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যয়ভার বহন করছে কি করে। বিগত দিনগুলিতে কি হয়েছে? পত্রিকা দেওয়া হয়েছে ৮ দিন পর, ১০ দিন পর কি করে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা

শহর থেকে ৮ দিন, ১০ দিন পর পত্রিকাগুলি পৌছে, এর নাম কি ইনফরমেশ্যান দেওয়া, এর অর্থ কি ? বাসি, পচা, মরা, গলা সংবাদগুলি মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য দেওয়া। আর সরকারী নথিপত্রে ষ্টেটসটকে তুলে দেওয়া যে আমরা সংবাদ পরিবেশন করছি। যেখানে পৃথিবী আজকে সেটেলাইটের মাধ্যমে খবর দিচ্ছে। আর আগরতলার নিউজ আমার ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের মানুষের কাছে ৮।১০ দিন পর কেন পৌছবে ? কেন তাহলে এই সরকার হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যায়ভার বহন করবে ? যদি মানুষের কাছে সঠিকভাবে খবর পৌছে না দেওয়া যায় সে জন্য বাস্তব ভিত্তি নেওয়া হয়েছে। আমরা এর মধ্যে ১৩২টা কেন্দ্রকে চিহ্নিত করেছি। ১৩২টি কেন্দ্রকে চিহ্নিত করে সেখানে ৮টি পত্রিকা, আপনারা দিতেন ৩টি পত্রিকা আর আমরা ৮টি পত্রিকা সেখানে সরবরাহ করেছি। যাতে দৈনিক পৌছে যায় সে জন্য আমরা পত্রিকাগুলিকে বলেছি। আপনাদের এজেন্ট-এর মাধ্যমে পত্রিকাগুলিকে পৌছে দিতে চেষ্টা করুন. কয়েক দিন আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন যে, ত্রিপুরা ভবনেও ৭।৮ দিন পরে পত্রিকা পৌছে। এর অর্থ কি ? সরকার হিসাব দিচ্ছেন, লক্ষ টাকার হিসাব দিতে গিয়ে বলছেন এত লক্ষ টাকার সংবাদ বিলি করছি। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত হিসাব দিয়েছেন। কিন্তু উনাদের উদ্দেশ্যের কোন গভীরতা ছিল না, ভিত্তি ছিল না, বাস্তবতা ছিল না। বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের কাছে খবরগুলি পৌছে দিতে চাই। এখানে ইনার লাইন পারমিট নিয়ে একটা রাজনীতি হয়েছে, আমার সময় নেই, অনেক কথা বলার ছিল আগামী অধিবেশনে বেঁচে থাকলে বলব যাই হোক ট্যুরিজম নিয়ে মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলেছেন বড় লোকের শিল্প কি করে একটা দেশকে, একটা রাজ্যকে, একটা সঠিক নীতির অভাবে পিছিয়ে নেওয়া হয় তার একটা ছোট্ট উদাহরণ আমি দিচ্ছি। এই ট্যুরিজমের যে বিশাল সম্ভাবনা গত ১০ বছরে ছিল সেটা তিলে তিলে উনারা হত্যা করেছেন শুধু নীতির কারনে। আজকে বাইরের লোকেরা আসলে পাছে উপজাতিরা বিভ্রান্ত হোন। এটা আমি জানি ট্যুরিজমের কতগুলি ভাইসাস অবদি সিভিলাইজেশ্যান থাকে বলে তার দিক থেকে একটা বিপদের সম্ভবানা থাকে। আমি ট্যুরিজম মিনিষ্টার বলে এটা অনুভব করি। কিন্তু আমি মনে করি যে বিপুল প্রাকৃতিক সম্ভার ত্রিপুরায় আছে, আজকে কাশ্মীরের দরজা বন্ধ, আজকে পাঞ্জাবের, হরিয়ানার দরজা বন্ধ। আমরা নর্থ ইষ্টের সমস্ত মন্ত্রীরা আজকে ত ত্রিপুরা ? রাজ্য ট্রাইবেল ডোমিনেটেড ষ্টেট না! কিন্তু আজকে কি করে আমরা ত্রিপুরা নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর, মিজোরাম, অরুনাচল সমস্ত ষ্টেটগুলি মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আর, এ'পি তুলে দাও। আমরা প্রাইমমিনিষ্টারের সাথে সেদিন দেখা করেছি, দেবীলালের সাথে দেখা করেছি, বলেছি এই অন্যায় আইন এখানে চলতে পারবে না। আজকে ট্যুরিজমের সম্ভাবনাকে আপনারা তিলে তিলে করে নষ্ট করেছন. যেটা দিয়ে আমাদের রেভেনিউ আসে। এইটা বড়লোকের শিল্প ? আমার

রিক্সাওয়ালা, টাকা পাবে এইটা বড়লোকের শিল্প ? টেম্পোওয়ালা, ছোট হোটেলের মালিক টাকা পাবে, সাধারণ নৌকা চালায় যারা টাকা পাবে, আমার পূর্বাশা টাকা পাবে, এই টাকা কার পকেট থেকে আসবে ? বাইরের সমস্ত ট্যুরিষ্টদের কাছ থেকে, সে ডোমেষ্টিক ট্যুরিষ্টই হোক আর ফরেন ট্যুরিষ্টই হোক তাদের পকেট থেকে এসে ত্রিপুরার রাজ্যের গরীব মানুষের কাছে যাবে। অথচ একটা ভুল নীতির ফলে ত্রিপুরাকে আজকে কোথায় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। উনারা এই ট্যুরিজমের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দলীয় কর্মসূচী করেছে। আমি ছোট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। দলীয় কর্মসূচীর নামে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী ওরা পালন করেছেন, ট্যুরিজমের টাকাটাকে ভাগভাটি করে, যুবসভার নামে হাজার হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে, রবীন্দ্র জয়ন্তীর নামে পার্টির প্রোগ্রাম বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে হিসাব দেওয়া হয়েছে। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একবার ৩লক্ষ টাকা, একবার ৫লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। এর অর্থ কি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সাহায্য করা? আজকে ট্রাইবেল ডোমিনেটেড ষ্টেটগুলি বলেছে যে, রেসট্রিকটেড এরিয়া পারমিট তুলে দাও আমরা গভর্ণমেন্ট রিজলিউশান নিয়েছি যে, ইনার লাইন পারমিট রিলাক্স কর, নাহয় তুলে দাও! নাহলে বাইরের ট্যুরিষ্টরা আসবেনা এইখানে, সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রাজনীতি হচ্ছে নতুন করে পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করার জন্য ইনার লাইনের ধোয়া তুলে দাও, রেসট্রিকটেড এরিয়া পারমিট রেখে দাও। ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষদের, জুমিয়াদের, উপজাতিদের আজকে সভ্যতার আলো দেখতে দিও না। কংগ্রেস সরকার শুরু করেছিল সভ্যতার আলো, শিক্ষার আলো, গ্রামের লোকের মধ্যে, পাহাড়ী মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্য। শিক্ষিত প্রজন্মের মানুষ যদি কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এসকে বর্জন করে আমাদের কোন দুঃখ নেই। আমরা জানি ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের শিকড় অনেক গভীরে পতিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বিধানসভার আলোচনার স্টাণ্ডার্ড এত নীচে নেমে গেছে আমি বলছিনা যে, আমার আলোচনা বা আপনার আলোচনা ষ্টেণ্ডার্ড হচ্ছে। কিন্তু বিরোধীরা যত বেশী স্ট্যাণ্ডর্ডে আসবেন তত বেশী ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সমস্যার সমাধান হবে, তত বেশী বিধানসভার আলোচনা অর্থবহ হবে এবং এই অর্থবহ আলোচনার মধ্য দিয়েই আমরা পৌঁছুতে পারব গণতন্ত্রের আসল লক্ষ্যে। যে লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়েছিল এই শাসক এবং বিরোধী দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাক, বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে নতুন করে একটা নীতি জন্ম নেবে, নতুন করে, একটা ভাবধারা জন্ম নেবে, মানুষের ভাগ্যকে সুনিশ্চিত করা হবে, এর অর্থ এই নয় যে, মানুষকে দিনে দিনে বিভ্রান্ত করে তাকে ভুল পথে পরিচালনা করা। এছাড়া এইখানে একটা কাটমোশান আমার দপ্তর সম্বন্ধে এসেছিল হয়ত কেউ নজর দেননি। কিছু দিন আগে আমার বন্ধু বাদলবাবু বলেছিলেন যে, এন, এস, আর, সি, সি সেখানে কোন কাজকর্ম হয়না এবং খেলাধুলা

সম্বন্ধে বলেছেন যে খেলাধুলার মান অনেক নীচে নেমে গেছে, খেলাধুলার মান তোলা দরকার এবং এইটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। এইখানে আগেও দেখেছি খেলাধুলা সম্পর্কে ওরা একেবারে নজর দেননি। আমি আমার অনেক অফিসারদের জিজ্ঞাসা করি মাঝে মধ্যে যে খেলাধুলার জন্য কেউ কোনদিন ডেকে কোন আলোচনাও নাকি করেননি। যাহোক খেলাটা আজকে সারা পৃথিবীর। আমরা পিছিয়ে আছি, সামনে গেছি তার চাইতে বড় কথা খেলাধুলা হচ্ছে একটা সংহতির মাধ্যম, একটা সংস্কৃতির মাধ্যম। খেলাধুলার মাধ্যমে সমস্ত ভাষার উর্দ্ধে, জাতের উর্দ্ধে ভৌগোলিক বিভিন্নতার উর্দ্ধে উঠে আমরা একত্রিত হতে পারি। আমরা যখন এশিয়ান গেমসে পারটিসিপেট করতে যাই, আমরা যখন একটা সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতায় যাই, ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও, বর্ণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এইযে মানুষের মধ্যে একটা নতুন ভাষার আদানপ্রদান, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে সুস্থ আবহাওয়া, সেই আবহাওয়াটাকে তৈরী করা সবচেয়ে বড় জিনিস। এই আবহাওয়া তৈরী করার লক্ষ্য আমাদের সরকার প্রথমে এসে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। সেইসঙ্গে একটা ডাইরেকটরেট করার জন্য দীর্ঘদিনের খেলোয়াড়দের একটা দাবী ছিল, সেই ডাইরেকটরেট করা হয়েছে, তার প্রশাসনিক কিছু সুবিধা, অসুবিধা আছে সেগুলি আমরা খতিয়ে দেখছি।

এর মধ্যে আমরা মাঠ সংস্কারের জন্য ৫০টি মাঠ আমরা তৈরী করেছি। এই বছর অনেকগুলি মাঠ সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তবে সময় লাগবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাঠগুলি সংস্কার চাইছি এইজন্য মাঠ ভাল না থাকলে খেলাধুলা ভাল হতে পারে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই এন, এস, আর, সিতে যেখানে ৫০০ ছেলেমেয়ে প্রতিদিন প্রশিক্ষণ নেন সেই প্রশিক্ষন কেন্দ্র একটি মাত্র আছে। এই ৫০০ ছেলেমেয়ে প্রশিক্ষনের জায়গায় মন্ত্রী হয়ে আমি প্রথম কি দেখি জানেন? যেখানে ওয়েট লিফটিং করে সেই ওয়েট লিফটারদের মাথায় ছাদ ঝুলে আছে, যেখানে ব্যাডমিন্টন খেলা হয় সেখানে উপরে আকাশ দেখা যায়, জুডো খেলছে মুক্ত আকাশের নীচে। আমাদের সরকার এসে এই পর্যন্ত ৩৬ লক্ষ টাকার উপর খরচ করেছে। সেই কাজ এখনও চলেছে। ডেইলী সেখানে সি, আর, পি, বি, এস, এফ, পুলিশ, হোমগার্ড তাদের সমস্ত খেলোয়াড়রা আসছেন, আমাদের স্কুল, কলেজের খেলোয়াড়রাও আসছেন সেখানে একটা পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে।

আমরা কৈলাশহরে ও উদয়পুরে স্টেডিয়ামের জন্য টাকা আমরা অলরেডি দিয়ে দিযেছি এবং সেটা কমপ্লিট হওয়ার পথে,। তারজন্য আমরা আজকেও একটা মিটিং করেছি যাতে আগামী মার্চের ভিতরে এখানে সুইমিং পুল এবং স্টেডিয়ামের কাজের জন্য দীর্ঘ দিনের যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সেটা আমরা করে দেব। তারপর আগে ৩০ টাকা স্টাইপেণ্ড ছিল

খেলোয়াড়দের আমরা সেটাকে ৫০ টাকা করেছি। সর্ব্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে খেলা ধুলাতে আমাদের যে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে তার দৃষ্টান্তটা আমি দিচ্ছি। কারণ উনারা অনেকেই বলেছেন খেলাধুলায় নাকি কোন উন্নতি হচ্ছে না। আমার হিসাবটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, খেলাধুলাতে আমাদের অগ্রগতি শুরু হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি উনারা যে কাট মোশান এনেছেন আমাদের প্রয়োজন আছে বলেই আমরা টাকা চাইছি। টি ভিতে কথা বলার জন্য ৭০০র উপরে আমরা কম্যুনিটি গিভিং সেন্টার খুলেছি, আগে বলা হত টি ভিটা বড়লোকদের জিনিষ, স্যার, রাজীব গান্ধী প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন তার নির্দেশে এই উত্তর পুর্ব্বাঞ্চলের পিছিয়ে পরা জনগনের জন্য পাহাড়ী দুর্গম অঞ্চলের জনগনের জন্য সারা পৃথিবীর সারা ভারতবর্ষের উন্নতি ও প্রগতির সঙ্গে একাত্ব করার জন্য যে টি ভি সরবরাহ করা হয়েছিল অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমরা প্রায় ৭৫০টি কম্যুনিটি গিভিং সেন্টার ত্রিপুরাতে খুলেছি। যার মাধ্যামে ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ের মানুষ আজকে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ব হতে পেরেছে। তারপর বিভিন্ন শিক্ষা মূলক জিনিষ তারা শিখছে। স্যার, খেলাধুলার উন্নতির দৃষ্টান্তটা আমি দিচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯৮৯-৯০ তে স্বর্ণপদক আমরা অল ইণ্ডিয়াতে পেয়েছি ৪টা, রোপ্যপদক পেয়েছি ৪টা, তাম্র ও ব্রোনস পদক পেয়েছি ৪টা। ১৯৯০-৯১ সালে স্বর্ণপদক পেয়েছি ২টা, রোপ্য পেয়েছি ৮টা তাম্রপদক পেয়েছি ১৫টা। শুধু তাই নয় ১৯৮৯-৯০ তে মোট ৯০ হাজার ছাত্রছাত্রী যুবক যুবতী ক্রিড়াক্ষেত্রে অংশ গ্রহন করেছে। ১৯৯০-৯১ সালে ৯৭ হাজার ছাত্রছাত্রী এই ক্রিড়াক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছে। তারপর ত্রিপুরাতে প্রথম আমরা সহীদ দিবস পালনের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের যুবক যুবতীদের আমরা পুরোনো মূল্যবোধের কথা এখানে অনেকেই বলেছেন। সেই জন্য আজকে সহীদ ক্ষুদিরামের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে আমরা চেয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যের যুবক যুবতীরা সেই দিনের কথা জানুক। যেদিন মানুষ স্বার্থের জন্য নয়, দেশের জন্য, দেশের সাধারন মানুষের জন্য নিজের জীবন যৌবনকে মুহুর্তের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিল। স্বামীজির চিন্তা ধারার মধ্য দিয়ে যে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হয়েছিল সেই স্বামী বিবেকানন্দের যুবদিবসের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার ছেলে মেয়ের বর্ণ্যাট্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা নতুন করে ত্রিপুরার মানুষকে জানাতে চাইছি যে এই যৌবন মরেনি ত্রিপুরা রাজ্যের এই যৌবনই বাঁচাবে ত্রিপুরা রাজ্যেকে। এখানে শুধু অপরাধ জগতের আলোচনা নয়, শুধু কাট মোশান এনে নুতন করে পুরানো সেই বিতর্ককে টেনে আনা নয়, নুতন ত্রিপুরা গড়ার স্বার্থে আপনারা আমাদের সঙ্গে সামিল হোন, কাট মোশান তুলে নিন এবং এই বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা এখানে পেশ করেছেন তার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সার্বিক উন্নতি হবে তাতে সহায়তা করুন এই আহবান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজওহর সাহা ।

শ্রীজওহর সাহা :— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিরোধী সদস্য বাদলবাবুকে ধন্যবাদ জানাই। এই কারণে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে, আমরা যদি সরাসরি সমরবাবুকে চোর বলি তাহলে তারা প্রতিবাদ করবেন। আবার বাদলবাবু যদি সরাসরি আপনার মাধ্যাম আমাদেরকে প্রশ্নটা করেন তার জবাবে যদি সমরবাবু চোর হয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আপরাধী হব না। এই কথাটা বেন বলছি, স্যার গভর্ণমেন্ট প্রিনটিং স্টেশনারী ডিপার্টমেন্টের অপসেট মেশিন সমরবাবু নতুন এটা কে কিনেছে, একটা মেশিন এখানে কিনা হয়েছে জমুলোজা হিসাবে এবং এমন মেশিন কিনা হয়েছে সেটার স্পেয়ার পার্টস্ আমাদের ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। আমি জানিনা এতে কত নয় ছয় হয়েছে। আমরা সারা ভারতবর্ষে খোঁজ করেছি এই মেসিন সারাইয়ের জন্য। এইটা সমরবাবুদের মন্ত্রীত্ব কালে কেনা হয়েছে। তাও আমি জানতাম না। কিন্তু উনারাই যখন প্রশ্ন করলেন আমি খোঁজ খবর করে দেখলাম যে, এইটা উনাদের আমলেই কেনা হয়েছে! এখন এই অফ্‌সেট মেসিনটি উনাদের আমলেই অকেজো হয়ে পড়েছিল আমাদের পিরিয়ডে নয়। আমরা এইটা সারাইয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। কারণ এইটার স্পেয়ার পার্টস্ ভারতবর্ষে পাওয়া যায়না। তবে কলকাতার যে কোম্পানী এইটি সাপ্লাই করেছিল আমরা সর্বভারতীয় যে প্রিন্টার্স কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে ঐ কোম্পানীর সাথে কথা বলেছি। তারা বলেছেন যে, "আমরা বাইরের থেকে হলেও এইটা সারাইয়ের জন্য চেষ্টা করব"। তারপরও স্যার, আমরা চেষ্টা করছি এবং আমার ডিপার্টমেন্ট যে পার্টস্‌টা নষ্ট হয়ে গেছে সেটা ঐ কোম্পানী থেকে যদি নাও পাওয়া যায় তবে অন্য কোম্পানী থেকেও এনে এইটা সারাই করবে। এবংএইজন্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা খরচ পড়বে। কিন্তু এই ৮০ হাজার কাটা খরচ করেও আমরা এই মেসিমটি আবার চালু করব।

তারপর উনাদের দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে-আমাদের এখানে ব্লক তৈরী না করে ছাপানোর জন্য বাইরে থেকে ব্লক তৈরী করে আনা হচ্ছে। স্যার, এইটা সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য। কারণ আমাদের গভর্ণমেন্ট প্রেসেই ব্লক তৈরীর ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা নিজেরাই ব্লক তৈরী করছি। বরং উনারা কায়দা করে আমাদের গভার্ণমেন্ট প্রেসে যেখানে ব্লক তৈরী হত সেখানে উনাদের "ডেইলী দেশের কথা" না মিছা কথা এবং জনশিক্ষা প্রেসেও এবং "ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার প্রেসেও এই ব্লক তৈরী করার মেসিন বসানো হয়েছিল। সেখানে কোন নয় ছয় উনারা করেছেন কিনা, জানিনা। কারণ আমি তার রহস্যটা স্যার, এখানে প্রকাশ করে দিচ্ছি। বাজারে যেখানে ১·২০ টাকায় করা যায় সেখানে উনারা গভার্ণমেন্ট প্রেসের হার করলেন ১·৮০ টাকা। কাজেই বাজারে যেখানে ১·২০ টাকায় করা যায় সেখানে ১, ৮০ টাকায় বেশী দিয়ে কে করতে যাবে? কিন্তু আমাদের গভর্ণমেন্ট এসে এইটাকে আবার বাজারে যে হার রয়েছে সেই হার অর্থাৎ ১·২০ টাকা করেছেন।

তারপর স্যার, উনারা নাসিকের কথা বলেছেন। নাসিকে কেন যাওয়া হয়েছে? স্যার, এই ব্যাপারে উনাদের অজ্ঞতার কতকগুলি ব্যাপ্যার রয়েছে। আমরা কেন্দ্রিয় সরকার থেকে যে স্ট্যাম্প পাই কেন্দ্রিয় সরকার পরিস্কার ভাবে বলে দিয়েছে যে, (উনাদের মামা ভি. পি. সিং থাকতেই) আমরা নাসিক থেকে আর কোন রাজ্যকে এই স্ট্যাম্প দিতে পারবনা।' তোমরা নিজেদের রাজ্যে সেটা ছাপানোর ব্যবস্থা করো। আমাদের দপ্তর থেকে এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের গোচরে ব্যাপারটা নেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখন কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন যে, আমাদের রাজ্যে এইটা ছাপানোর মত ব্যবস্থা করতে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন। সে অর্থ আমাদের রাজ্য সরকার বহন করতে পারবে না। কাজেই কেন্দ্রিয় সরকার যেন সেই প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়। তখন কেন্দ্রিয় সরকার বলেন যে. 'ঠিক আছে আমরা আপনাদের আরো দুই বছর এই স্ট্যাম্প দেব কিন্তু এর পর আপনাদের ব্যবস্থা করতে হবে।" কিছুদিন আগে এই ব্যাপারে আমাদের অফিসাররা নাসিকে গেছেন এইটা দেখার জন্য। যে কম পয়সায় কিভাবে এইটা ধাপে ধাপে দুই তিন বছরের মধ্যে এই স্ট্যাম্প ছাপানোর ব্যবস্থা করা যায়। কাজেই বিলাসিতার জন্য নাসিকে কেউ যায়নি। কাজেই আহ্‌মক বলতে আর কাকে বুঝায়।

তাদের আমলে এই গভর্ণমেন্ট প্রেসে না ছাপিয়ে তাদের "ডেইলী দেশের কথার" জনশিক্ষা যে প্রেস আছে সেখান থেকে সরকারী সমস্ত কিছু ছাপাতে আর সেখানে সরকারী কোষাগার থেকে পয়সা যেত। তাদের আমলে যত সব দুই নম্বরী পুরানো মেসিন অকেজো কিনে ঘর ভরতি করে রেখেছেন। সেগুলি থেকে কোন কাজই হয় না। কিন্তু আমাদের সরকার এসে যেগুলি প্রয়োজন যেগুলি উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় সেসব মেসিন পাচ্ছেন না-সব অকেজো মেসিন কিনে রাখা হয়েছে। এবং উনাদের আমলেই তাদের কার্য্যকারিতার জন্য এই মেসিনগুলি নস্ট হয়ে গেছে।

তারপর স্যার ২০০ রীম কাগজের কথা বলেছেন। আমি নিজেও এইটা তদন্ত করে দেখেছি। এটা বাইরে গিয়েছে কিম্বা কে নিয়েছে, কোথায় নিয়েছে এগুলি ছাপাখানাতে কাজ হচ্ছে। স্টোর রুম থেকে এগুলি না আনলে পড়ে ছাপাবে কিসে? ওদের মাথা বা জামার মধ্যেতো আর সেগুলি ছাপানো যাবে না। সুতরাং স্টোর থেকে নিয়ে সেখানে ছাপা হয়েছে। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি অভিযোগ মাত্র। সব জায়গায় খালি গন্ধ খোঁজে। সরকারী ছাপাখানাতেও ওদের নাকটা দিয়েছে। আমি বলব, নাকটা মেশিনে একটু ঘসে আসুন ফুলের গন্ধ পেয়ে যাবেন আপনারা। মিনিস্টার বা বিভিন্ন দপ্তর থেকে যেটা চায় সেটাই ছাপিয়ে দেয় আমাদের সরকারী ছাপাখানা। এটা সময়মত না দিতে পারলে সরকারের একটা দায়-দায়িত্ব থেকে যায়।

এস, সি এস, টিদের আমি নাকি চাকুরী দেই না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের সরকার ৫-৬ মাস আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, এই সরকার নুতন করে এস, সি এস. টিদের নতুন

করে চাকুরী দেবেন না। আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে জানিয়ে দিতে চাই যে, এই দপ্তরটা আমার হাতে আসার পর থেকে এখন পর্যান্ত একজনকেও চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মীররঞ্জন বর্মন যখন ঐদপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন তখন এস, সি এবং এস, টিদের ইন্টারভিউ কল করে ছিলেন এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে এস, সি এস, টি এবং জেনারেলদের যে কোটা সেটা পুরণ করেছিলেন। উইথ্-আউট ইন্টারভিউ কাউকে চাকুরী দেওয়া হয় নি। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। আপনারা বলুননা কাকে দেওয়া হয়েছে উইথ-আউট ইন্টারভিউতে ?

পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর ব্যাপারেও বলেছেন। আমাদের থেকেও ওদের আমলে ওরা বেশী পাঠ্যপুস্তক বাইরে ছাপাতেন। ওদের কমরেড্দের ছাপাখানাগুলিতে পয়সা পাইয়ে দেওয়ার জন্য অনেক কিছু তারা করতেন। আজকে সেখানে তারা গন্ধ পেয়েছেন। কাজ বুঝে দপ্তর ঠিক করবে যে তারা সরকারী ছাপাখানাতে কতটুকু করাবেন আর বাইরে কতটুকু করাবেন। ওরা কয়েকদিন আগে এই ব্যাপারে একটি কলিং এটেনশান এনেছিলেন যে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের- পাঠ্য পুস্তক ছাপার ব্যাপার নিয়ে। এটা এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। সমস্ত নিয়ম-নীতি মেনেই এটা করা হয়ে থাকে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার মাননীয় মন্ত্রী আপনি আপনার বক্তব্য একটু সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রীজওহর সাহা :— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি আর একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন। যদিও আমি এটার প্রতিবাদ করেছি প্রার্থনা সাহা, ওদের পুরানো কমরেড। ডি. ওয়াই .এফ-এর অমরপুর বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক এবং রাজ্য কমিটির এগ্জিকিউটিভ মেম্বার। আসলে গাএ-দাহটা সেখানেই। উনি আগে কমরেড ছিলেন। তারপর নির্বাচনের আগে উনাদের দুর্নীতি স্বজন পোষন এবং খুন খারাপির প্রতিবাদ করে উনি বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেস দলে যোগ দেন। এখন উনি কংগ্রেস করছেন। ঐ কাজগুলি কিন্তু টেণ্ডার ছাড়া দেওয়া হয় নি, যে ব্রীজের কথা বলেছেন টেণ্ডারের কাজ পেয়েছেন। কাজ পাওয়ার পর সেখানে বিভিন্ন রকম গড়িমসি করছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট। এই হলো তার অভিযোগ। আমার কাছে বলার পর আমি বলেছি যে, এটা যেহেতু অন্য ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার, ঠিক আছে তোমার বিল যদি অন্য ডিপার্টমেন্টর ব্যাপারে দেরী হয়ে থাকে, না পাওয়া যায় তাহলে আমি ঐ ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীকে বলে দেব। মাননীয় পূর্তমন্ত্রী এখানে আছেন। আমি উনার কাছে ঐ এলাকার মিনিষ্টার হিসাবে যে তার বিলটা পড়ে আছে; আপনি দয়া করে দেখুন তার বিলটা পাওয়া যায় কিনা। আমি একবারে এই কথা বলি নি যে, স্পেসিফিকেশনের বাইরে হউক, বেআইনী ভাবে হউক কিংবা অন্যভাবে তাকে কিছু পয়সা পাইয়ে দেওয়া। উনিতো ইংরাজীতে পড়েছেন, কি বলা আছে এটাতে ? এখানেও আবার

গন্ধ। অর্থাৎ শকুন যত উপরে উঠুক না কেন, তার নজর সব সময় নিচের দিকে। তেমনি উনাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা সব সময় ঐ জায়গাতে। তারা যত উপরে যান না কেন আর বড় বড় বক্তব্যের কথা বলে এখানে একটু মানুষের দৃষ্টিটা আকর্ষন করা যায় কিনা, এই সব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আছেন। তারপর আমার বাড়ী কেনার কথা বলেছেন। আপনারা আমার বাড়ী কেনার কথা অনেক বার বলেছেন। আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। একটি নয় আমার নামে তিন তিনটা বাড়ী কিনেছি বলে অভিযোগ করেছে আমি চ্যালেঞ্জও করেছিলাম যে, আপনারা প্রমাণ করুন, আপনারা প্রমাণ করতে পারলে আমি হাউস থেকে পদত্যাগ করব। আর আপনারা যদি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে পদত্যাগ করবেন এই হাউস থেকে বলেদিন। আমি অনেকবার বলেছি। তারপরেও তাদের "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে আমি তিনটি বাড়ী কিনেছি বলে মিথ্যা প্রচার করেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওদের "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকার বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করেছি। আমি এটা বলতে চাই যে, সমরবাবু বলুন, অনিলবাবু বলুন, বাদলবাবু বলুন, আগরতলায় কবে বাড়ী করেছেন, মন্ত্রী হওয়ার আগে না পড়ে ?

স্যার, ওরা সব সময় এই ধরণের প্রচার করছে এটা ওদের নীতি। স্যার, আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটি সুপার মার্কেটের কথা বলেছেন। আমরা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি যে, এটা সরকারের নীতি নিয়মের মধ্য দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এটা বিলি বন্টনের চেষ্টা করছি। তারমধ্যে ওরা এই ব্যাপারে কিছু সুড়সুড়ি দিচ্ছে যাতে করে এই সুপার মার্কেটটি সুষ্ঠুভাবে বিলি বন্টন করা না যায়, এইগুলি নিয়ে একটা বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, মন্ত্রীদের সাথে বিরোধ হয় তারজন্য উনারা সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু আমরা সহসায় সুপার মার্কেট বিলির ব্যবস্থা করছি। তারপরে বীরু রায় বর্মনের একটা জায়গার কথা বলেছেন। আমি এই রহস্যটা ফাঁস করে দিচ্ছি। নৃপেনবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমার কাছে উনার নোট সহকারে আছে যে, ঐ জায়গাটি কিনে নেওয়ার জন্য বলেছিলেন। আমি জানি না কিভাবে কোন উদ্দেশ্যে এইটা হয়েছে। আমার সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিশ্চয়ই প্রত্যেকে জানেন যে, আগরতলা শহরের পুকুরগুলিও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এখন আগুন লাগলে কিংবা জলের প্রয়োজন পড়লে পরে কোন সময় যদি ওয়াটার সাপ্লাই কল করে সেখানে মানুষ জল পাবে না। আমরা তখন এইটাকে রিভিউ করে মিটিং করে টেকনিক্যাল সাইড থেকে সাজেশান চাইলাম। আমাদের ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা তখন বললেন যে আগরতলা শহরের এবং বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়াতে যে অবস্থা-সমস্ত পুকুরগুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এবং এইগুলির জন্য একটা আইন প্রণয়ন করতে হবে। সেখানে আমাদের নিজস্ব দপ্তর থেকে এবং মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিজগুলি তাদের নিজস্ব জলের ট্যাংকের ব্যবস্থা

রাখতে হবে। এইজন্য আমরা পত্রিকাতে এডভারটাইজমেন্ট করলাম। শুধু ঐ বীরুবর্মন নয়, আরো বেশ কিছু পিটিশন আসলো। এইগুলিকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের অফিসার যারা রয়েছেন তারা দেখলেন। দেখার পর তারা একটা রিপোর্ট দিলেন যে, এইগুলি আগরতলা শহরের কোয়া. থেকে নেওয়া যায়। বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া অথোরিটি কমিটির তরফ থেকে সেখানকার মেম্বারস, সেক্রেটারীরা রিপোর্ট দিলেন কোথায় কোথায় নেওয়া যায়। সেই অনুসারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিভিন্ন জায়গাতে কিছু ওয়াটার ট্যাংক রাখা হবে। সুতরাং এইটা নতুন কিছু নয়! এবং এইটা পাইয়ে দেবার জন্য নয়। স্থগিত সরকারী অর্থের অভাবে আমরা এইটাতে হাতে দিতে পারছি না। কাজেই সেটাকে স্থগিত রাখা হয়েছে বছর যাবৎ কারন তাড়াহুড়া করে এইটা করা যাবেনা। আর আমাদের টাকাও অত্যন্ত সীমিত। কাজেই স্যার, এই ধরনের কুৎসা প্রচার ওদের মাধ্যমেই সম্ভব নয়।

আমি আশা করব মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছ থেকে যেটা মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী বলেছেন যে-আমরা আপনাদের কাছ থেকে গঠনমূলক সহযোগিতা চাই। আপনারা গঠনমূলক সহযোগিতা করুন। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এবং আমার দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের জন্য মাননীয় মন্ত্রীরা যে সমস্ত ডিমাণ্ড পেশ করেছেন আমি সে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সে সমস্ত কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে এবং এই ডিমাণ্ডগুলি ও বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করেছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল, রেভিনিউ মিনিষ্টার।

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) :— Mr. Deputy Speaker Sir, on Demand No. 4-a Cut Motin has been brought by Shri Subodh Das under Major Head 2020 I think it is uncalled-for. An amount of Rs.5 lakhs 30 thousand has been provided under the Sub-Head-105-

COLLECTION CHARGES-TAX ON PROFESSIONS, TRADES CALLINGS AND EMPLOYMENT-for the office of the Commissioner of Taxes for the year 1991-92. And while preparing this Budget we are trying our utmost economy and minimum amouut needed to run the Office of the Commissioner of Taxes.

Under Article 276 of the Constitution-it empowers the State to levy professional Tax for not exceeding Rs. 2, 500/-in each case. Accordingly

the rote of Professional Tax paid by different classes of persons pursueing different profession Callings and Employment etc has been re-fixed. And the highest limit we have imposed on individual is Rs, 500/- Therefore this Cut Motion does not, in my view, stand.

There is another Cut Mation raised by Shri Purna Mohan Tripura and here also I feel it uncalled for. It is a protest against all the Notified Areas Authorities cut of the Plan Budget and Non-Plan Budget. The allocation under Plan Budget has been spent for the various developmental programmes and allocation under Non-plan Budget has been spent for contingent expenditure. So, in my view, this Cut Motion is not correct and it can not stand.

On demand No. 5 cut motion of Shri Bidhu Bushan Malakar in protest against the Government to provide socie-educational facilities to the Muslim minorities is misleading for the public and is, therefore, only to draw un-necessary attention for incitement of minority passion is the sole and purpose exercise, So, the cut motion does not stand, and the cut motion of Shri Sukumar Barman in protest against mismanagement of mosques and maddrashas for Muslim minority in Tripura, I would like to know কেন না, আপনারা বলেছেন যে মাদ্রসাগুলিকে না কি আমরা প্রক্টেশান দিচ্ছি না ফর হুইচ মীনবিটিজ আর সাফারিং। আমি, জানতে চাই কতজন লোক আছে, যারা পাঁচ বার বাড়ীতে নামাজ পড়তে চায়। কিন্তু আমি দাবী করতে পারি যে, আমার বাড়ীতে ৫ বার নামাজও পড়া হয়েছে এটা আমরা মুসলিমদের জন্য দিয়েছি। মুসলিমদের জন্য আমরাই প্রথম চেষ্ঠা এনেছি যে যারা ওয়াকফ প্রপ্রার্টি অকোপাই করবে, তাদেরকে এভিকুট করা হবে। আপনারা আজকে যে জায়গায় আছেন, সেগুলি তো মুসলিদের জায়গা, সেটা আপনারা নিজেরা দখল করে রেখেছেন। আগে আপনারা নিজেরাই এই দাবীটা পূরণ করুন। আমি তো মিথ্যা কথা বলি না,। এটা অনিলবাবু ভাল করে জানেন, আপনাদের যে লীজ দেওয়া হয়েছিল, সেটা তো এ্যাক্সপার্ড হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও আপনারা সেটা দখলে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি বলছি, আপনারা আর সেই সুযোগ পাবেন না। এখন মাদ্রাসার কথা যেটা আপনারা বললেন, সেটাকে ইমপ্রুভ করার অনেক স্কোপ আছে, আমরা সেই চেষ্টাই করছি। Now, we come to Demand No.6, আপনারা জানেন রেভিনিয়্যু সবচাইতে

বড়দের মধ্যে one. Mr, Deputy Speaker, Sir it is a oldest organisation of the Government and it is a coordinating agency between different Departments of the Government, It's non-plan head is heavies than it's plan-head. Therefore, to ask for any cut in the non-plan head by my friends in the opposition, I think it is not practical, It is again cut for the sake of cut,

(বিরোধী পক্ষে—চীৎকার)

আই. এ্যাম গ্রেটফুল টু বাদল বাবু, আজকে উনি আমাকে সম্মান দেখিয়েছেন। আমি সেজন্য তাঁকে আমার শুভাশীষ দিচ্ছি। কেন না আপনার ব্যবহার আপনার নিজের উপর নির্ভর করে। আপনারা আমাদের সমর্থন করতে পারেন আবার, নাও করতে পারেন আর এটাই হল গণতান্ত্রিক নিয়ম উনি বলেছেন যে, আমরা নাকি কোটি কোটি টাকা নিয়েছি। এই রাজবাড়ীর ১১ দ্রোণের উপর জায়গা ছিল। আমরা রাজ পরিবারের হলেও অন্যান্য ট্রাইবেলদের মতো সব সময় জায়গা বিক্রি করে খেয়ে এসেছি। আমি নিজেও পাহাড়ী। আমার সম্পর্কে যদি জানতে চান তো, আমি আপনাদের জানাতে রাজী। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই ১১ দ্রোণ সম্পত্তি কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে ১৯৭১—৭২ সালে সুখময় বাবু তখনকার কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী একটা এ্যাস্টেক্রিয়েট করতে গেলেন, কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম কোন একটা বিজনেস করতে। আমরা রাজ বাড়ীটা বিক্রি করতে চাইতিলাম না। তা সত্বেও এ্যাকুইজিশান করা হল এবং সেই এ্যাকুইজিশানে আমরা ১৬ লক্ষ টাকার মত পেয়ে গেছি। বাকী মালঞ্চবাসে যা কিছু ছিল, সেটা নিয়ে আমরা প্রায় ২৩ লক্ষ টাকার মতো পেয়ে গেছি !

এই যে ১৯৭০ইং সনের অ্যাক্সপার অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, এই আইন মোতাবেক প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে, প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে একটু প্রোটেষ্ট করে একটু বেশী জায়গার দাম চাইতে পারে। কেন না সরকার আমার কাছ থেকে দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার পয়ত্রিশ হাজার করে জায়গা নিয়েছে। আর, সেই জায়গা বিক্রী করে দিয়েছে ৭০ হাজার টাকা করে। এই অল ইণ্ডিয়া রেডিও এর কাছে বিক্রী করেছে। আমর সেটা নেয়নি সেটার থেকে অনেক কম দামে নিয়েছি। এখন সি, পি, আই (এম) সরকার গত দশ বছর সস্তা পপুলারিটি অর্জন করার জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ত্রিপুরার মানুষকে ভুল রাস্তা দেখিয়েছে ৬ লক্ষ টাকা আমরা পেয়েছিলাম ওরা ফাইলে রেখে সুদে বাড়িয়েছে এবং সেটা বেড়ে এক কোটি নয় লক্ষ টাকা হয়েছে। দিস ইজ দি ফল্ট অব দি লেফট ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট। এই রকম হাইপোক্রেসি, এই রকম মিথ্যা এটা ঘরের মধ্যে থাকতে পারে না। আমরা দিয়েছি। মিঃ ডিপুটী স্পীকার স্যার, বাদলবাবু নিশ্চয়ই ত্রিপুরার ইতিহাস জানেন না। Hon'ble members of the opposition have been

making the various allegations against this Ministry, I am sure, we have made mistakes but to error is human. I remember that under the long ten years of our misrule, you gave birth to the Frankenstein of hatred which eventually split the blood of thousands o. innocent people of Tripura-both tribals and non-tribals I do not want to go into the history of of the past. But it would be well for the House to remember the fact that Tripura was a Princely State and that it was a Tribal State. No matter how hard we would like to forget and change the basic truth of the fact that I have stated above It will not be correct on the part of my friends to play up the tribal sentiments just for the cheap popularity by inciting another communal tension.

বিকজ, মাই রিমেম্বার, নৃপেন চক্রবর্ত্তী আর লীডার অব দি অপোজিশন উনি বলেছেন যে আমি থাকব না। তবে ইতিহাস থাকবে। ইফ ইউ ডু নট রিমেম্বার দি বেসিক ডিসাম্পালন অব দি পার্টি দ্যাট হি সেইজ সেই জন্য এটা মনে করবেন না। আমি বলছি, that it was princely state and it was the first tribal state in the North Eastern Region, I am proud of the fact that this tribal state offered refugees and the bengalies have the right as much as my tribals have. I would like to speak on what Samar Babu said on the other day. With regard to the feeling of my friends in the Opposition that I still feel and believe that I am a Maharani, I would like to say that I still retain my constitutional right to be called a Maharani. As for as law. your late friends Jyotrimoy Babu, and my good ftiend, always spoke on this matter. I am sure. senior members in the Opposition who know the Constitution of India would realise the implication. The word Maharani comes from the word 'Ma, Mr. Deputy Speaker, Sir the followings and teaching of Mahatma Gandhi that a Ram Rajya is the best system because the Indian civilisation had envog an indegenous democracy which most of us have forgotten. because of the long Moghal and British Rules, But I would not like to go into the details about that. Definitely, the idea of Ram Rajya was to build up both leadership and public morality. We have definitely to fulfil the targets that we have set for our selves both in the

economic and social fields· Due to the non-functioning of the Left Front Government for the last 10 years, no constructive policy was taken up with regard to the basic problems of both lands, industry, and the charector of the people. We must realise by crying horse that the tribals must be that tribals must be saved and we are not fulfilling our duties. Mr Speaker Sir, I would like to lay a copy of the letter wrote to the Nripen babu. Samar babu, Dasharathbabu and Dinesh babu and I also the reply. Pleass allow me to read the latter I wrote to my friend .-

"In view of my ill health I have not been able to call a meeting of the senior and responsible leaders of the Marxist party of my state and the leaders of the Autonomous District Council,.

· I would like to talk to these responsibe leaders across the table and take their views and suggestions with an open mind for fulfilling the aspirations of the people of our State. I will welcome progressive criticism which is productive but not only for the sake of their propaganda value. Therefore,during the discussions which will be phased in part I and part 11 manner, I will request that during the first please the chief secretary and Revenue the secretary to present wi h the Director of Land Record & Settlement so that administrative aspirations are realised for the benefit of the people of Tripura.

I shall be grateful for a line in confiration that you agree to the approach. With regards-"

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দু'জনই, দু' পার্টির এখানে আছি, আমরা চাইছি, ত্রিপুরার উন্নতি হউক। আমাদের ত্রুটি আছে আপনারা বসে বলবেন। এখানে চীফ সেক্রেটারী, রেভেনিউ সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল সবাই থাকবে। আমরা একত্রে বসে কাজ করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে কি জবাব দিচ্ছেন নৃপেনবাবু তা আপনাদেরকে পড়ে শুনাচ্ছি।

"My dear Maharani BibhuKumari Devi,

Kindly refar to your letter dated, 16th May. 1990.

The letter has surprised me. You are Kirdly to know that the Left Front

has launched a massive agitation on a 12-point programme for the removal of this Cong (1)-TUJS Ministry. To make any discussion, a first positive step, we would expect your resignation from the Ministry. But it is too much for me to expect that you would create that climate by your resignation. With best regards.

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি কি বেপাসিটিতে উনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি, যদি আমি রিজাইন করে যাই। বাদলবাবু আমি সবই বলছি, আপনি শুনুন।

মিঃ স্পীকার স্যার, দশরথবাবু আমাকে জবাব দিচ্ছেন

"I have received your letter dated 16.5.90, I appreciate your desirc and initiative for a talk across the table for an exchange or opinion on issues, not specified for fulfulling the aspiration of the people.

I am of the opinion that such a discussion with an individual Minister of a Government, the Chief Minister of which has adopted and has been persuing the hostile and non-co-operation attitude towards the opposition since the inception of the Congress (I)- TUJS Coalition Government, would not be much useful,

Therefore, I may be excused for my unwillingness to respond to your invitation for political reason. Now Mr. Speaker sir, what is the political reason ? I am only asking can you help the people of the state both Tribal and Non-Tribal ? Then, my friend Samra babu says,—

"Thank you for your wishes of holding talks across the table with the parliamentary party opposition in our state, I extend my sympathy to your sufferings and wish recovery of your health early,

Our approaches to the problems in the state on land relations is completely different and my approach is completely opposite to that of yours, "So because your approach is completely different you can not talk with me. Is that the thing ? Is that you want to say ? "Your land reforms means, what I can understand, is the protection of rights and opportunities to the land lords", who are the land lords I don't know, "The provisions of the present acts and rules which can give some little relief to the tillers on the land have

been kept iu abeyance by your Govt'', where they have been kept abeyance I can not understand. "Even the tribal land have been permitted to tobe alienated, by you Government, which was halted during the Left Front rule'' If your are so interested in the alienation of the tribal land they should have brought the sixth Amendment to the TLR Act 187,

Mr. Speaker sir, my friend Shri Samar Chowdhury, I know he has a great feeling for the Tribals. He has said another thing yesterday which I have been quick shecked to hear, He said under the Congress regime we have not thought of levelling the land, আপনারা সবাই জানেন ত্রিপুরা কি ছিল ? ব্রিটিশের সময় কি বলত ? ওটা ব্রিটিশ ত্রিপুরা আর এটা ছিল ত্রিপুরা। আমার ফ্রেণ্ড এখানে বলেছেন যে জায়গাকে সমতল করতে হবে। What will be environmental impl ications ? আপনারা সব ট্রাইবেলকে বলুন না সব টিলাকে সমতল করতে। কত কোটি টাকা লাগবে ? দেশের কি অবস্থা হবে ? এনভাইরনমেন্টশ কি এফেক্ট হবে ? ইকোলজি ব্যালেন্স কি হবে একজন শিক্ষিত লোক এই রকম কথা বলতে পারেন, আমি ভাবতে পারি না। ইকোনোমিক স্ট্রাকচার অব দ্য ট্রাইবেলস আপনারা বুঝেন না। Cut Motions I am convinced are all for the chief publicity gimmick, As far as I am comming to the Badal Babus' point He is so eager to hear about the Local Self Government, Sir, for the last 45 years total plannfng of Agartala Town Maharaja Bir Bikram করেছেন। মহারাজা বীর বিক্রম যেটা করেছেন, তার উপর ত্রিপুরা সরকার আজকেও চলছে। এটা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না।

শুধু উনি রাজা ছিলেন বলে এটা আমরা মানব না তা হতে পারে না, এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। ২০২৫ হাজার মানুষের জন্য যে বেসিক ইনফ্রস্ট্রাকচার তৈরী করা ছিল এই যে মার্কেট, এই যে রুর‍্যাল ইউনিভারসিট ত্রিপুরারতে করার পরিকল্পনা ছিল এটা শুধু ত্রিপুরাতে কেন সমস্ত ভারতবর্ষে রুর‍্যাল ইউনিভারসিটির কল্পনা কেউ করেননি। শুধু করছেন মহারাজা বীরবিক্রম সেটা মানতে হবে। কিন্তু সেই জায়গাতে লোক্যাল সেলফ্ গভর্ণমেন্ট কি করবেন ? উনারা যেখানে স্কুল গ্রো করবে জায়গা আছে সেখানে মানুষ বসিয়ে দিয়েছেন। স্কুলের জায়গাতে আপনারা মানুষ বসিয়ে দিয়েছেন, মাষ্টার বসিয়ে দিয়েছেন। এই এডুকেশ্যান বিভাগের শুরুতে জে, কে. চৌধুরী ছিলেন। স্কুল সম্বন্ধে আমি যে কথা বলছিলাম, এই যে স্কুলগুলি সেখানে এ্যাস্কটেনশ্যান হবে, নুতন স্কুল হবে, নুতন হোষ্টেল হবে কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, এই সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল। মহারাজা বীরবিক্রমের যে পরিকল্পনা ছিল আগরতলা শহরের জন্য যেটা উনি

তৈরী করেছিলেন ২০।২৫ হাজার লোকের জন্য। কিন্তু অজেকে দেখা যাচ্ছে ৫ লক্ষেরও বেশী লোক সেই ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ভোগ করছেন

মিঃ স্পীকার :— অনারাাবল মিনিষ্টার ট্রাই টু সর্ট।

মহারাণীবিভুকুমারী দেবী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা কথা বলতে চাই যে. মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেনবাবু উনি একজন শিক্ষিত লোক, উনি একজন মাষ্টার, তাছাড়া উনি গ্রামেগঞ্জে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করেন। উনি এই ভি, এম হাসপাতালের একটা সংখ্যা লোকের দরদী হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে উনি একরকম হত্যা করেছেন। কি করে করেছেন ? মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাসপাতালে হরিজনদের জন্য ওরা শূয়র ছেড়ে দিয়েছেন। এই ভি, এম হাসপাতালে প্রতিদিন অনেক বাচ্ছা জন্ম নিচ্ছে স্যাচারাাশি অনেক হিউম্যান ফ্ল্যাশ সেখানে ফালানো হচ্ছে। এই শূয়রগুলি সেগুলি খাচ্ছে এবং সেই শূয়রের মাংস আমরা বাজার থেকে কিনে খাচ্ছি এই কাজগুলি তিনি করেছেন। নৃপেনবাবু এই যে আন-অথরাইজড্ হরিজনদের যে জায়গা দিয়েছেন এইগুলি বামফ্রন্ট সরকার করেছেন শুরু ভোটের জন্য।

Mr Speaker sir, I have to say about Battala Supermarket. Definitely Iam worry about it. This Market should be settled quickly. That is we should make quick arrangement for allotment and I am making shops already We have alloted someone We have taken a policy and those policy will be implmented and I hope the MLA also follow for their respective areas on need basic because Iam giving shops on need basis that is my criteria Mr Speaker sir I will also like to say that I went also help from my opposition friends. Please help me as far as possible in this circumstances because it is commnn problem for all of us

ভোটিং অন্য দি ডিমাণ্ডস্ ফর গ্রান্টস্, ফর দি ইয়ার ১৯৯১-৯২

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1991—92

এখন আমি আলোচিত ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক সালে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি ভোট দেব সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান্স)

ভোটে দেব । তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব ।

Mr. Speaker :— Now the question before the House is Demand No. 4.

There is one Cut Motion on this Demand, I am putting the Cut Motion to vote,

Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Subodh Das on Demand No. 4, Major Head-2020.

"That the amount of the Demand be reduced to Re.-1/— to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :- "Disapproval of policy regarding unjust increase of professional Taxes."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 4, Major Head—2020,2029, 2030, 2039, 2040 to vote,

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,12,94,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No.4 under the following Major Heads :—

2020—Collection of Taxes on Income & Expnr.	Rs.	6,25,000/—
2029—Land Revenue	Rs.	4,05,32,000/—
2030—Stamps & Registration	Rs.	30,30,000/—
2039—State excise	Rs.	21,67.000/—
2040—Sale Tax	Rs.	49,40,000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr Speaker :—Demand No.5. There are 4 (four) Cut Motions on this Demand.

Now Iam putting the Cut Motions to Vote.

1, The Cut Motion raised by Shri Bidhu Bhusan Malakar on Demand No. 5, Major Head 2235

"That the amount of the Demand be reduced to Re/1—represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :-"Inprotest against policy of the

Govt. to provide the socio educational facilities to the Muslim minorities the State.

(The Cut Motion was put to voice vote. and lost),

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion raise by (1) Shri Samar Choudhury (2) Shri Nakul Das, (3) Shri Kesab Majumder on Demand No. 5, Major Head 2235.—

That the amount of the Demand be reduced to Re/1—to represent disapproval of the policy uuderlying the Demand viz :-Inprotest against the failure to introduce for insurance landless agricultural laboures in the state.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost),

Mr Speaker :-Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Sukumar Barman on Demand No. 5 Major Head-2235.—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000 —to represent the edonomy that can be effected on the particular matter viz :—"রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলমানদের মসজিদ মাদ্রাসাগুলির অব্যবস্থা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost),

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion raised by (1) Shri Sukumar Barman (2) Shri Rudreswar Das (3) Shri Badal Choudhury on Demand No.—5 Major Head—2245.-

"That the amount of the demand be reduced to Re.1/—to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : "In protest against the partisan distribution of relief."

(The Cut Motion was put by to voice vote and lost)

Mr. Speaker : Now I am putting the Demand No 5 Major Head—2225, 2235, 2245, 2252, 2506, 3475.

The ecestion before the house is that a sum not exceeding Rs 6,42,23,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No.5 under the following Major Heads :

2225—Welfare of S, C/ S, T. & other Backward classes.	Rs. 4,00,000/—
235—Social Security and welfare	Rs 25, 15,000/—
2245—Relief on account of Natural calamities. Calamities,	Rs. 3,00,00,000/—
2252—Other Social Services	Rs 8,25.000/—
2506—Land Reforms	Rs 2 61,08,000/—
3475—Other General Economic Services	Rs. 43, 75,000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is Demand No, 6.

There is no Cut Motion on this demend, I am putting the demands 24 Major Heads 2053—2054 to vote.

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs.3,76, 69, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :-

2053-District Administration	Rs. 3, 07, 88, 000/-
2054-Treasury and Accounts Administration.	Rs. 68,81.000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :-Now the question before house is Demand No.41.

There is one Cut Motion on this Demand I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the house is the Cut Motion raised by Shri Purna Mohan Tripura on Demand No.41,Major Head—2217.

"That the amount of the Demand be reduced to Re.1/—to represent disapproval of the policy underlying the demand vix :-"নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি কমিটির কাজকর্মে ব্যাপক দুর্নীতির প্রতিবাদে।"

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

GOVERNMENT BILLS

Mr. Speaker :— Now Iam putting the Demand No. 41, Major Heads 2056 2217, 4215 to vote.

The question before the house is that a sum not exceeding Rs.6,00,24,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No,41 under the following Major Heads :—

2059—Public Works.	Rs.	1.99,000/—
2217—Urban Development.	Re,	5,36,25,000/—
4 215—Capital outlay on water Supply & Sanitation,	Rs	70,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :— Now the question before the house is Demand No, 24, There is one Cut Motion on this Demand I am putting the Cut Motion to Vote,

Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Keshab Majumder on Demand No, 24, Majar Heads 2200,

"That the amount of the demand be reduced to Re, /— to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

'In protest against tha discriminatory advertisement policy,

(The cut Motion was put to voice vote and last)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Damand No-24, Major Heads 2220, 3452 to vote,

Now the question before the house is that a sum not exceeding Rs,1,3,36,00,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year is ending on the 31st March, 1992 in respact of Demand No, 24, under the following Major Heads :—

2220—Information and publicity	Rs.	2.70,95,000/—
3452—Tourism	Rs.	65,05,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is Demand No. 51, There is one Cut Motion on this Demand, I am putting the Cut Moton to Vote,

Now the question before the House is the Cut Motion raised by Shri Gopal Ch, Das on Demand No. 51 Major Head-2204 to Vote That the amount of the demend be reduced to Re, 1/- to represent disapproval ol the policy underlying the demand viz "রাজ্যে খেলাধুলার মান ও যুব উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়নে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr, Speaker :- Now I am putting the Demand No. 51, Major Head—2204, to Vote,

Now the quesrion before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,30,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No, 51 under the following Major Heads :—

2204-Sports and Youth Services Rs, 1,39,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr, Speaker :— Now the question before the House is Demand No, 44, There is no Cut Motion on this Demand I am Puting the Demand No. 44, Major Head 2058 to Vote.

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2, 40, 00, 000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment duriing the year ending on the 31st March, 1992 in respect of Demand No.44 under the following Major Head :—

2058-Printing and stationery Rs 2, 40, 00, 000/—

(The De mand was put to voice vote and Passed),

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation Bill 1991 (Tripura Bill No, 5 of 1991)." এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব

করছি যে" The Tripura Approprition Bill, 1991 (Tripura Bill No. 5 of 1991). বিবেচনা করা হউক " ।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—" The Tripura Appropriation Bill. 1991 (Tripura Bill No. 5 of 1991) বিবেচনা করা হউক

(অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং, ২ নং এবং ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতএব, উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশছপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়ো।)

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতএব, উক্ত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation Bill' 1991 (Tripura Bill No. 5 of 1991)," পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উৎথাপন করতে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে," The Tripura Appropriatien Bill, 1991 (Tripura Bill No. 5 of 1991), পাশ করা হউক ।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদর কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation Bill, 1991 (Tripura Bill No. 5 of 1991)." পাশ করা হউক।

(অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো," The Salary, Allowances and/pansion of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Ninth Amendment) Bill 1991 (Tripura Bill No. 7 of 1991)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি সংসদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে," The Salary Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly Tripara Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill, To. 7 of 1991)." বিবেচনা এবং পাশ করা হউক।

মিঃস্পীকার :— যে কেউ আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— (ধনপুর) :— স্যার, এখানে বিধায়কদের ভাতা বাড়ানোর যে প্রস্তাবটা আনা হচ্ছে তাতে, স্যার, একবার বিবেচনা এবং আর একবার পাশ করানোর জন্য তো আলোচনা করার সময় পাওয়া যাবে না। তাই আমি একবারই সমস্ত বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করছি। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ আছে যেখানে দরিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন। স্যার, কি ভীষণ সংকট আমরা দেখতে পাচ্ছি—গ্রামেগঞ্জে কাজ নেই, খাদ্য নেই, অনাহারে মৃত্যু শুরু হয়ে গেছে পানীয় জলের সংকট চলছে। এই বিধানসভায় এই ব্যাপারে বার বার উঠেছে এমনকি ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরাও এই সমস্যার কথা বার বার তুলেছেন। আমাদের রাজ্যে ২৫ লক্ষ লোকের মধ্যে পৌনে দুই লক্ষই হচ্ছে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার। গ্রামে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার কৃষি মজুর রয়েছে যারা সারা বছরে ৫ থেকে ১০ দিনও কোন কাজ পায় না। স্যার, কি পরিস্থিতির মধ্যে এই বেতন বৃদ্ধির বিলটি আনা হয়েছে। হাসপাতালে ঔষধ নেই, এম্বুলেন্স নেই, রোগীদের নিজেরা সুচ কিনে নিতে হয় ইনজেকসনের জন্য, ব্যাণ্ডেজের জন্য কাপড় নেই, তুলা নেই। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। আর প্রাইমারী স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিল যার জন্য প্রতিটি মিলে মাত্র ৭০ পয়সা থেকে ৮০ পয়সা খরচ হয় সেটাও এই দেউলিয়া সরকার দিতে পারছে না। তাই এই মিড-ডে মিল বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর নিউট্রিশন প্রোগ্রাম ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। বার্ধ্যক্য ভাতা যা ছিল সেটা তো বাড়ানো হয়ই নি বরং এখন সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

স্যার, কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরি হচ্ছে মাত্র ১৬ টাকা সেটা আর বাড়ানো হচ্ছে না। একটা ঘোষণা হয়েছিল শুনেছিলাম এক টাকা কি দেড় টাকা নাকি মজুরি বাড়ানো হবে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়ে চলছে-তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক কর্মচারীদের ডি, এ, বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এই কৃষি মজুরদের মজুরি বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা নেই। এই হচ্ছে যেখানে অবস্থা সেখানে উনাদের খাই আর মিটছে না। আর এই দিকে সরকারী মন্ত্রিসভার একটার পর একটা বিল এনে কিছু দিন পর পর তাদের বেতন ভাতা বাড়িয়ে চলছেন।

কিন্তু কি পরিস্থিতির মধ্যে। স্যার, এই এস, টি এবং এস, সি, হোস্টেলের কি অবস্থা। সেখানে চার মাস, পাঁচ মাস, ছয় মাস, আট মাস এমনকি এক বছর পরে স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে ছাত্ররা। ফলে তাদের বাড়ী থেকে খাবার এনে হোস্টেলে থাকতে হয়। এমনকি তাদের বিছানা নেই, থালা, গ্লাস নেই, সব তাদের বাড়ী থেকে এনে তারপর চলতে হয়।

একটা সরকার যাকে সম্পূর্ণ অভাব ড্রাফ্‌টের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। গত বছরে এই জুন জুলাই এবং আগস্ট মাসে বার বার অভাব ড্রাফ্‌ট্‌ কাটতে হয়েছে! এদিকে হাসপাতালে ঔষধের কোম্পানীগুলিকে পেমেণ্ট করতে পারছে না, কন্‌ট্রাকটরদের পেমেণ্ট করতে পারছে না। এই রকম একটা সামগ্রিক সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব এলো মন্ত্রীদের এম, এল, এ দের বেতন ভাতা বাড়াতে হবে।

স্যার, এই সরকারের দুইটি সরিক দলের মধ্যে কংগ্রেসই হচ্ছে প্রধান। এই কংগ্রেস (আই) দলের যারা সাধারন সমর্থক যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কংগ্রেস(আই)কে সমর্থন করে আসতেন তাদের মধ্যে আজকে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সাধারন মানুষ আজকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এই বিক্ষোভ আজকে তাদের নিজেদেরই যে পত্রপত্রিকা সেই পত্র পত্রিকায়ও ঢেকে রাখতে পারছে না—প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্যার. আমি দুইটি সম্পাদকীয় এর সামান্য কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করতে চাই। ৭ ই ফেব্রুয়ারী তারিখের" দৈনিক সংবাদের" সম্পাদকীয় কলমে দেখেছি রাজ্যের যে কোষাগার দেউলিয়া।

যে সরকার ত্রিপুরার জনগণের জন্য কোন চিন্তা করেনা ঐ জনগণের প্রতিনিধিত্ব তারা করেনা। কিছু বড় লোক, মহাজন, চোরাকারবারী, সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ী তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। কাজেই রাজ্যের সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তাদের মাথায় আসে না। সেজন্যই কেবল বেতন ভাতা বাড়াচ্ছেন।

আর একটা বিষয় হল মেম্বারদের পেন্সনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বছর একজন মেম্বার থাকলে চার বছর পর পেন্সন পাওয়ার ব্যবস্থা। এখন বিল আনা হয়েছে যে—যদি কোন কারণে চার বছর আগে কোন এম, এল, এ দেড় বছরের ঘাটতি পরে তবুও তিনি পুরোপুরি পেন্সানের অধিকারী হবেন। তার অর্থ হচ্ছে আড়াই বছর।

স্যার, আসল রহস্যটা কি? সারা দেশে নির্বাচন হবে। সেটাই এখন চিন্তা মাথায়। এইবিধানসভার নির্বাচনও আসন্ন। সেজন্য তারা বুঝতে পেরেছেন যে আর তারা জিততে পারবেন না।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ, সিট্‌ ডাউন।

শ্রী***সমর চৌধুরী*** :— কাজেই আগে-ভাগে আখেরটা ঘুচিয়ে নিচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার প্লীজ সিট ডাউন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ওরা জনবিচ্ছিন্ন। এবার আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তার জন্যই তড়িঘড়ি করে বিল এনে পেন্সনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটাকে আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারবনা স্যার। ওরা কেবল হাম্বা হাম্বাই করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে স্যাল্যারি এলাউন্স ফর মেম্বারসদের যে বিল এসেছে এটা নিয়ে বিরোধী দলের চীপ হুইপ মহোদয় আলোচনা করেছেন মন্ত্রীদের নিয়ে। এটা মন্ত্রীদের বিল বলেন নাই। এটা মেম্বারসদের বিল বলেছেন আপনি। আপনি ভুল বলেছেন। এটাতে মন্ত্রীদের নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? মন্ত্রীদের আর একটু পরে আছে। আপনি একটু পরে বলবেন। স্যার, উনি যদি সকালে এক রকম কথা বলেন, আর বিকেলে যদি সেটা উড়িয়ে দেন তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের সরকার খুবই উদার। উনাদের দাবী অনুসারে এই বিল আমরা উৎথাপন করেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সম্পাদকীয় কলম থেকে দু-একটি অংশ আপনার কাছে উল্লেখ করতে চাই। তাতে মন্ত্রীদের সম্পর্কে একটি জায়গায় লেখা আছে— "তাদের মধ্যে সিংহভাগই একটি শিক্ষায় পর্যাপ্তভাবে দীক্ষিত হয়েছেন তাদের গুরু প্রতীম একজন দক্ষ হাত সাফাই কাজের কাছ থেকে। প্রশাসনের অর্থ বিত্তকে কিভাবে ছুষে নিতে হয় এবং মন্ত্রী কেতাবীর মধ্যে দিয়ে কিভাবে চুরি করেও রক্ষা পেতে হয় সেই শিক্ষায় মোটামুটি প্রায় সবাই ডক্টরেট হয়ে গেছেন।" আর একটি জায়গায় লেখেছে "রাজ্যে যদি নিয়মিত ভাবে কোথায়ও যাতায়াত করেন তাহলে নিজেদের বাড়ীর এলাকা—সপ্তাহে গড়ে দুই থেকে তিন দিন থাকেন তারা নিজ বাড়ীর এলাকায়।" এখন সেই বাড়ীতে তারা সমস্ত সরকারী টাকা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে খরচ করছেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— স্যার, স্যাল্যারি বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, এখানে পত্রিকা পড়ছেন, এটা পত্রিকা পড়ার জায়গা নয়। এটা একস্‌পাঞ্জ করা হউক।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আর একটি লেখেছে-"যে যার আওতায় যা পাচ্ছেন তাকেই তামলে খুবলে ছুবলে খাচ্ছেন। ভাবখানা এই যে জীবনে যে সুযোগ এসেছে তা তো এবারেই শেষ। সুতরাং ভবিষ্যতের কড়ি যা পারি যত তাড়াতাড়ি পারি গুণে নিই।"

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ পত্রিকা পড়া বাদ দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার. ১৪ তারিখে সম্পাদকীয় কলমে আর একটু লেখেছে—" জনগণ নামক প্রাণীগোষ্ঠী এখন আর মন্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চায় না। বিশ্বাসও করেনা মন্ত্রীদের হাম্বা-হাম্বা প্রতিশ্রুতি। পুলিশী প্রহরায় পরিবৃত মন্ত্রীদেরকে সাধারণ মানুষ মনে করে মঙ্গল গ্রহের আগন্তুক জীব। মন্ত্রীরা দেখা দিয়ে ধন্য করেন, মানুষও মন্ত্রী দর্শনে চিড়িয়াখানার জীব দর্শনের আনন্দ অনুভব করেন।"

মিঃ স্পীকার :— না, আমি এটা এলাও করতে পারি না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— আগরতলা থেকে বাইরে দেশ বিদেশে বিলাস ভ্রমণ করছেন, ফুর্তি করছেন। এইগুলি কার টাকা দিয়ে করছেন ? এখানে আবার মন্ত্রীদের ভাতার জন্য প্রস্তাব এনেছেন।

মিঃ স্পীকার :— এই সেলারিগুলি আপনাদের ইনক্লোড করছে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, যে বিলটা এখানে আনা হয়েছে, সেই বিলটার মধ্যে দেখুন মুখ্যমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সদস্যদের, মন্ত্রীবর্গদের প্রত্যেকের এবং দুইটি বিলে সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকের তিনশ টাকা করে বেতন ভাতা এইগুলি আছে। একটা জায়গায় দেখুন স্যার, অ্যামেণ্ডমেন্ট অব সেকশন ৭. এটা মিনিষ্টারদের। এই বিলটা এখনো মুভ হয় নি। মন্ত্রীদের যে বিল আনা হয়েছে, যা কালকে ইন্টডিউস হয়েছে, তারমধ্যে তারা বলেছেন—আগে একজন করে যেতেন, আর এখন ব্যবস্থা করা হচ্ছে যেন পরিবারের সকলকে নিয়ে ফুর্তি করতে বেড়াতে যেতে পারেন। আর তার খরচ যোগাতে হবে সরকারকে। এই আইনের মধ্যে এই ব্যবস্থা। স্যার, আগে নিয়ম ছিল বাইরে একবার যেতে পারবেন আর এখন দুইবার যেতে পারবেন। বার বার যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমাদের বিধানসভার সদস্য চীফ হুইপও বাইরে হাওয়া খাওয়ার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। মন্ত্রীর সমানভাবে তিনিও বাইরেবেড়াতে যাবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, রাজ্যের এই দেউলিয়া সরকার রাজ্যের জনগনকে দেখেনা। জনগনের কোন সমস্যার কথা চিন্তা করে না। এই জনগনের প্রতিনিধিত্ব তারা করে না। শুধু বড়লোক, মহাজন, এইসব লোকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। কাজেই তাদের মাথায় রাজ্যর জনগনের সমস্যাগুলি নেই। এই জন্য কেবল বেতন বাড়াচ্ছেন ভাতা বাড়াচ্ছেন বেশী বেশী।

স্যার, আর একটা বিষয় হল, পেন্সনের বিষয়ে লক্ষ করলাম, মেম্বারস্দের পেন্সনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে চার বছর পরপর। চার বছর কোন কোন একজন মেম্বার পুনরায় থাকলে চার বছর

পরে পেন্সান পাওয়ার ব্যবস্থা । এখন আইনে নুতন করে বিল আনা হচ্ছে, যাতে কোন এম, এল, এ চার বছর আগেই কোন কারনে দেড় বছর ঘাটতি পরে তাহলে তিনি পুরুপুরি সেই পেন্সনের মালিক হবেন । তাব অর্থ কি আড়াই বছর ? আড়াই বছর যাতে কোন একজন মেম্বার থাকেন তাহলে তিনি পূর্ণ পেন্সনের অধিকারী হবেন । স্যার, তাহলে ব্যাপারটি কি ? সারা দেশে এখন আলোচনা হচ্ছে যে পার্লামেন্টের নির্বাচন কবে হবে এই নিয়ে । সারা দেশে এই আলোচনা হচ্ছে । এই বিধানসভার নির্বাচনও আসন্ন । এই জন্য উনারা বুঝতে পারছেন যে, আর উনারা জিততে পারবেন না । আর তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই । যেহেতু আর তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই সেই জন্য এই পেন্সন । আগভাগে থাকতে—থাকতে আখেরটা ঘুচিয়ে নেই । এই জন্য এটা করছেন ।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ সীট, ডাইন ।

শ্রীসমর চৌধুরী :— তারা জনবিচ্ছিন্ন । এই জন্য তারা এই বিল এখানে এনেছেন । এটাকে কিছুতেই আমবা সমর্থন করতে পারি না । ওরা হাম্ভা হাম্ভাই করবেন স্যার ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় ।

শ্রীরসিকলাল রায়ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, যে স্যাল্যারি এণ্ড এলাউন্সেস, ফর মেম্বারস্ দের জন্য যে বিল এখানে এসেছে, এটা মাননীয় বিরোধী দলের চীপ হুইপ, যেটা আলোচনা করেছেন মন্ত্রীদের নিয়ে, এটা মন্ত্রীদের বিল আপনি বলেন নাই । এটা মেম্বারদের বিল বলেছেন আপনি । আপনি ভুল করেছেন । এটা মন্ত্রীদের নিয়ে তাহলে টানা—টানি কেন ?মন্ত্রীদের বিল আর একটু পরে আসছে । আপনি আর একটু পরে বলবেন ।

স্যার, উনারা যদি সকালে একরকম কথা বলেন আর বিকালে কথাটা উলটিয়ে দেন তাহলে কিছুই করার নেই । আমাদের সরকার অত্যন্ত উদার । উনাদের দাবী অনুসারে এই বিল এখানে উৎথাপন করা হয়েছে । উনারা দাবী করেছেন । এবং এখানে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মাননীয় সদস্য চিত্তরঞ্জন সাহা এই প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন এবং দাবী করেছিলেন যে, আমাদের বেতন—ভাতা বৃদ্ধি করা হবে কিনা ? দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে উনারা নাকি চলতে পারেন না । উনাদের দিকে চেয়ে এই বিল সুবিধার জন্য আমরা হাজির করেছি ।

উনাদের বক্তব্য শুনে যখন হাউসে উৎথাপন করেছি, জন-সাধারণের কাছে উনারা চিৎকার করছেন আমরা এটা চাই না । আমি অনুরোধ করব যে বৃদ্ধি পয়সাটা, আপনার বেতনের সেই পয়সাটা প্রতি মাসে গরীব জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করে দিন । তাহলে দেশের মানুষ উপকৃত হবে বলে আশা করি । আমরা এই কারণে জনসাধারণের অর্থ চুরি করি না । আমরা আপনাদের মত লুট-পাট করি না । তার জন্য আমাদের উপযুক্ত পয়সার প্রয়োজন । আমরা সেই উপযুক্ত কাজই করব ।

মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন ৪ বছর থেকে কমিয়ে আড়াই বছরে জন্য আইন করা হয়েছে। এটা ঠিক যে, আমরা কাউকে ভয় করে আনেনি। উনারা ভয় করে ছিলেন ১৯৮০ সালের দ ঙ্গাকে ভয় করে উনারা ৫ বছর থেকে ৪ বছরে এনেছেন। আমরা সার্বিক স্বার্থে, ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করে আমাদের কোন ভয় নেই। ভারতবর্ষের উনাদের সাপোর্টেড সরকার ভাঙ্গতে পারে। আমাদের সরকার ভাঙ্গবে না এই ভয় আমরা করি না। অতএব, এটা সম্পূর্ণ যুক্তি যুক্ত। এবং এই শুধু বেনিফিট আমরা পাব না এই বেনিফিট আমাদের দলের সদস্যরাও পাবেন।

স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে জানাতে চাই যে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের নিরীহ মানুষেরও জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের এই জোট সরকার শুধু নিজেদের জন্য বিল আনেনি। এই বিল বিরোধীদের দাবী অনুসারে এখানে আনা হয়েছে এই নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার বিরোধী বেঞ্চের একটি সদস্যেরও নেই।

এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পার্লামেন্টারী এফেয়ার্স মিনিস্টার এখানে যে বিলটা এনেছেন এটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। এটার অন্য কোন কারণ নেই। এম, এল, এ বা মন্ত্রী হোন্ তাদের এই প্রয়োজন আছে। তাদের চলতে হয় জনগণের কাজ করার জন্য। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই বিল আনা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সমরবাবু বলেছেন, আমি খুব খুশি হব এবং আশা করব এটা সর্বসম্মতভাবে পাশ হবে। কেননা বিরোধিতা করতে পারেন কিন্তু অনেকে সেটা নিতে চাইছেন। এই কথা চিন্তা করেই এই বিলটার এমেণ্ডমেণ্ড আনা হয়েছে। স্যার, আমি আশা করি তারাও এটাকে সমর্থন করবেন। আর, পেন্সনের ব্যাপারে যেটা বলেছেন, সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই, উনারা হয়তো আমার বেয়াই মশাই বিড়লাদের মত

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনার তো ব্যাকরনে ভুল হয়েছে, উনাকে বলতে হবে বড় বেয়াই মশাই। কারণ এখানে যে একজন রয়েছেন, আমি তাঁর নাম বলতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :—এটা তো আপনাদের নিজের ব্যাপার, আপনারা নিজেরাই ঠিক করে নিন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, উনারা হয়তো মনে করছেন চিকা ছিঁড়বে সেই সম্ভাবনা কম। একটা টার্মের মধ্যে বাই-ইলেক্‌শানটা হয়। কাজেই অনেকেই পুরো টার্মটা কাজ করতে পারে না। অর্থাৎ ৪ বছর কাজ করতে পারে না। এটা আমাদের ক্ষেত্রেও

হতে পারে, আবার উনাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তাই অন্ততঃ যারা আড়াই বছর কাজ বা জনগণের সেবা করবে, তাদের সুযোগ দেওয়ার জন্যই পেনসন বিলটা আনা হয়েছে। তাই, আমি মনে করি এর মধ্যে বিপ্লব করার মতো কিছুই নেই। জনস্বার্থেই এটা করা হয়েছে এবং আমি আশা করব যে,উনারাও এটাকে সমর্থন জানাবেন।

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-Charge of the Parliamentary Affairs Department that "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Leigislative Assembly (Tripura) (Ninth Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 7 of 1981) be taken into consideration." (The motion was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—Next, question before the House is that the Clauses from 1 to 6 of this Bills be taken into consideration as a part of this Bill,' (The Bill was put to voice vote and PASSED.)

Next, question before the House is that the Title of this Bill,' be taken into consideration as a part of this Bill was put to voice vote and PASSED.

Next, question before the House is that the Hon'ble Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs Department is to move that "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Ninth Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 7 of 1991) be passed'. Now, I would request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion before the House.

Shri Arunkumar Kar (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that 'The Salary, Allowance and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Ninth Amendment) Biil, 1991 (Tripura Bill No, 7 of 1991) be passed.

Mr, Speaker :— Now,the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs Department that 'The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Ninth Amendment) Bill, 1991, (Tripura Bill No. 7 of 1991) be passed", was put to voice vote and PASSED.

Mr. Speaker :—Next, the question before the House is that the Hon'ble Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs Department is to move for

leave to intorduce "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Eighth Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 8. of 1991) for consideration of the House." Now, I would request the Hon'ble Minister-in-charge to move his. motion.

Shri Arunkumar Kar (Minister) :—Mr Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) (Eighth Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 8 of 1991) be taken into consideration",

শ্রীকেশব মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের শেষ দিনে যেভাবে চুপি চুপি বিল উত্থাপন করছেন, তার বিষয়বস্তুটা আমাদের বুঝতে হবে। স্যার, এত বড় একটা লম্বা সেশন শেষ হতে চললো, তার মধ্যেও উনি এই ধরনের বিলগুলি পেশ করার সময় পেলেন না, এটা ভাবতেও কেমন লাগে। অথচ একবারে সেশনের শেষ দিনে কেন এসব বিল উত্থাপন করলেন, এটা বুঝা বড় মুস্কিল! আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে, এই সরকার গত তিন বছর ধরে ত্রিপুরাবাসীর সঙ্গে চুপি চুপি একটা খেলা খেলে চলছে।

এই চুপি চুপি খেলার উদ্দেশ্যেই এই সব করা হচ্ছে। চিন্তা করার সময় কোথায়? ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে ঐ ধর্মনগরে যখন মানুষ না খেয়ে মাটি নয়টা মানুষ মরে যায়, যখন অনাহারে মানুষ মরে, যখন মানুষের বোরো ধান জলে ভেসে যায় সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী, অফিসার সেখানে কেউ গিয়ে দেখেন না। তার প্রয়োজনও মনে করেন না। ওখানে এন, আই, এফ, সি বুড়ি জলা বিশ হাত জলের তলায় ডুবে গেল। যখন জিনিস-পত্রের দাম বাড়ছে অফিসে অফিসে অফিসাররা নিশ্চিত কাজ করতে পারছেন না। ওদের অফিসাররা নিশ্চিত নয়। কারণ কোন সময় চেয়ার দখল হয়ে যায়। এই অবস্থার মধ্যে যখন রাজ্য জ্বলছে, ফসল বিনষ্ট হচ্ছে তখন এন, আই, সির মিনিষ্টার ভোলানাথ আগরতলায় বসে আছেন। উপজাতি অংশের মানুষ যারা পি, জি, পি গ্রুপের যাদের মরার কথা নয় তারা মরছে। কারণ ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার ওদের জন্য অনেক প্রকল্প করেছেন, অনেক প্রোগ্রাম করা হয়েছে কিন্তু কার্য্যকরী হচ্ছে না। এই পি জি, পি গ্রুপের মানুষরা যখন মরছে তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দর্শন তারা পাচ্ছে না। কারণ এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সংগে চুপি চুপি খেলা খেলছে এই বসন্তের সমীরণ মৃদু মৃদু বইছে এবং প্রকৃতি নব সাজে সাজছে তখন মানুষের মনেও দক্ষিনের হাওয়া লাগছে। এই রকম চাঁদিনী স্যার হাওয়া হাওয়া গানের তালে এই আগরতলার ঝলমল আলোর রোশনায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৈশভোজে কোমর দুলিয়ে তালে তালে নাচছেন।

নয়া ভাড়া নুতা এই সব কাণ্ড কারখানা চলছে। স্যার, এই সব কাণ্ড কারখানা ত্রিপুরায় চলবে ? কাজেই এদের সময় কোথায়. ত্রিপুরার মানুষের কথা শুনার ' সময় নেই আমাদের বিধায়কদের কথা শুনার। আমাদের স্যার, আলোচনা করার সুযোগ নেই। স্যার, আমরা কেন এই বিলের বিরোধিতা করছি, তার প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করার সুযোগ নেই। স্যার বিরোধীরা গেলেই বলবে, সময় নেই। আপনি বলবেন, আক্‌সাপান্ত। এই সব অবস্থায় আমরা আছি। বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন, কেন সমর্থন করতে পারছেন না। স্যার, আমিও এই বিল সমর্থন করতে পারছি না। মন্ত্রীরা তাদের ভাতা বাড়ানোর জন্য বিধানসভার শেষ দিনে — শেষ সেশনের শেষ দিনে, শেষ লগ্নে এই বিল উপস্থিত করলেন। পাশ করিয়ে নিতে হবে ' আপনি বলার জন্য বলেছেন বলে বলছি, এখানে না আনলেও গিলোটেন হত। এই সব কাণ্ড কারখানা চলবে ? স্যার, এইগুলি সমর্থন করার বিষয়বস্তুই নয়। মন্ত্রীরা এমনিতেই আইনে-বে-আইনে অনেক উপার্জ্জন করেছেন, তাতে মোটামুটি ভালই চলে যাবে। ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে লাভ নেই। মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা না ভেবে, মানুষের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে, দেশের উন্নতির কথা চিন্তা না করে আমাদের যারা ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে তাদের কথা চিন্তা না করে নিজেদের কথা ভাবব ? কাজেই স্যার, এটা সমর্থন করতে পারছি না। এই বিলের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার, শ্রী অরুনকুমার কর।

শ্রীঅরুণকুমার কর :— মন্ত্রী (মিনিষ্টার) মিঃ স্পীকার স্যার, কংগ্রেস-টি, ইউ.জে এস, সরকার খুব গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমরা মোটেই চুপি চাপি বিল আনি নি বিরোধীদের আমরা সম্মান দিই। আমরা দেখলাম, ঘোমটার নীচে খেমটা নাচছে আজই দেখতে পেলাম। এ ধরনের প্রশ্ন ঠিক না হলেও, এবং সমর বাবু, কেশব বাবু নিজে না আনলেও গোপাল বাবু এবং চিত্ত বাবুকে দিয়ে আনান হয়েছে। তাঁদের অবশ্য দাবী ছিল, জনপ্রতিনিধিদের বাড়ীতে একটি করে টেলিফোন দেবার। আমরা এ সব দেখে বিচার বিবেচনা করেই এই বিল এখানে উত্থাপন করেছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মন্ত্রী স্বীকার করেছেন এর যৌক্তিকতা ' কিন্তু দেওয়া যাবে না তাও জানিয়েছেন।

(ভয়েসেস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ) :— গোপাল বাবু, আপনাদের অবস্থা যতীন বাবুর মত হবে।

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আলোচনার গতিবিধি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কি ধরনের বিবৃতি করা হচ্ছে। স্যার, সমর বাবু বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন, চীফ হুইপকে সুযোগ দিচ্ছি। কিন্তু একবারও উনি উল্লেখ করলেন না, আমরা বিরোধী দলনেতাকেও

সমান সুযোগ দিচ্ছি। ওদের পত্রিকা, যাদের নিয়ে তাঁরা নানা কথা বলে থাকেন সেই 'ডেইলি দেশের কথা' না, 'ডেইলি মিছা কথা' পত্রিকা নিউজ বের করেছে, "মন্ত্রীদের বেতন ভাতা বাড়ছে"। এখানে যে এম, এল, এ, দের বেতন ভাতা বাড়ছে তার কথার একবারও উল্লেখ করে নি।

যে কথা মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার মহোদয় বলেছেন, সেটা যদি সত্যি ধরে নেই, তাহলে আমরা যে কত গনতান্ত্রিক যে তাঁদের (বিরোধীদের) কথা চিন্তা করে বেতন ও ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছি।

শ্রী**কেশব মজুমদার** :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই বক্তব্যটুকু রেকর্ড করে রাখুন স্যার, যে তিনি শুধু বিরোধী সদস্যদের জন্যই এই বেতন ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

শ্রী**মতিলাল সাহা** (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— ঠিক আছে স্যার, আমরা নেব না, তবুও উনারা এই বিলটাকে সমর্থন করুন।

শ্রী**অরুণকুমার কর** (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য অনিল বাবু যিনি এই বিল সম্পর্কে কোন কথাই বলেন নি। আমার মনে হয় তিনি এই বিলটিকে সমর্থন করেছেন। তাঁরা ভাওতার রাজনীতি করেন, মানুষকে ভাওতা দেন এবং জনসমকে গঙ্গা জল দেওয়া তুলসী পাতা সেটাই প্রমাণ করেন। যেহেতু আমি জানি মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়রা মনেপ্রাণে এই বিলটাকে সমর্থন করেছেন। কাজেই তাঁরা আর এই বিলটাকে বিরোধিতা করবেন না। এই বলে বিলটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, সংসদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Eighth Amendment) Bill, 1991 (Tripura Biil No. 8 of 1991)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

উক্ত ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনে ভোটে সভা কর্তৃক বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, "বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোনামাটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Eighth Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill No, 8 fo 1991)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি সংসদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

Shri Arun Krumar Kar (Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Salaries and Allowances of Minisrers (Tripura) (Eighth Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill No 8 of 1991)" be paesed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার আসনে প্রশ্ন হলো সংসদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Saleries and Ablo vances of Ministers (Tripura) (Eighth Amendment) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 8 of 1991)". পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

PRIVATE MEMBE R'S RESOLUTION

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, 'প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশান'। আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান আছে। উক্ত রিজিউলিউশান তিনটির প্রথমটি উৎথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায়, দ্বিতীয়টি উৎথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল এবং তৃতীয়টি উৎথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—**স্যার, এই রিজিউলিউশানগুলি কি-নেক্সট সেশানের জন্য রাখা যায় না?

মিঃ স্পীকার ঃ— নেকস্ট সেশানের জন্য রাখা যায় না মুভার যদি উইথড্র করেন তাহলে আমি তুলে নিতে পারি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—**স্যার, প্রতিটি রিজিউলিউশান ৫ মিনিট করে আলোচনা করে মুভ হয়ে পরবর্তী সেশানে আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) **:—**স্যার, একই সেশানে একদিনের টা আরেক দিন নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটা সেশান থেকে আরেকটা সেশানে কখনও কনটিউয়েশান হয় না। এটা পার্লামেন্টারী প্রেকটিস-এ নেই।

শ্রীনকুল দাস ঃ— স্যার, প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশানটাই শুধু আমাদের প্রিভিলেজ সেটার সুযোগ থেকে যে আমরা বঞ্চিত না হই।

মিঃ স্পীকার ঃ—প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশ্যানের আগে আমি অন্য একটা এনাউন্সমেন্ট দিচ্ছি।

PRIVILEGE CASE AGANIST THE EDITOR, DAILY DESHAR KATHA

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, in pursuance of the Resolution adopted by the House on 7. 2. 91 to the effect that Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" be produced the Bar of the House by the police authoirty, a fresh warant has been issued by me directing the police authority to preduce Shri Gautam Das, Editor, at the Bar of the House on any day between 11th to 15th February, 1991 to receive reprimand. The Police authority informed the Secretary, Tripura Legislative Assembly today that Shri Gautam Das, Editor is absconding himself to evade the effect of arrest and as they could not execute the warrant

At this circumstance I seek the decision of the House what coures of action will be taken against Shri Gautam Das, Editor "Daily Deshar Katha"

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগৌতম দাস মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয়ের স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ অভিযুক্ত হওয়ায় হাউসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনি তাহাকে সমন পাঠিয়েছিলেন গত ১,৮,৯০ই তারিখে হাউসে উপস্থিত হয়ে তিরস্কার গ্রহন করার জন্য। কিন্তু সমন গ্রহন করেও তিনি ঐ তারিখে হাউসে উপস্থিত হন নি। পরবর্ত্তীকালে গত ৭,২, – ৯১ইং তারিখে হাউসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনি পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মারফত নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীদাসকে ৫,২,৯১ইং তারিখ থেকে ৭,২,৯১ইং তারিখের মধ্যে তিরস্কার গ্রহনের জন্য হাউসে হাজির করানোর জন্য। কিন্তু তিনি পলাতক থাকায় পুলিশ তাকে হাউসে উপস্থিত করাতে পারেন নি। তারপর গত ৭,২,৯১ইং এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনি আবার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দেন। শ্রীদাসকে ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যে কোন দিন হাউসে হাজির করানোর জন্য। কিন্তু এবারও শ্রীগৌতম্ দাস পলাতক থাকায় পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীদাসকে হাউসে উপস্থিত করাতে পারেন নি।

উপরোক্ত কারণে শ্রীগৌতম দাস তাহার কার্য্যাবলীর দ্বারা অপরাধ আরও বাড়িয়ে তুলেছেন বলে আমি মনে করি। যেহেতু আজ বর্ত্তমান বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিন : কাজেই আমি প্রস্তাব করছি আগামী অধিবেশনের প্রথম দিন এই বিষয়টি হাউসে পুনর্বিবেচনার জন্য গ্রহন করা হোক।

এই প্রসঙ্গে আমি এই মোশনটি উত্থাপন করছি।

Whereas it was resolved in the House on 1. 8. 90 that Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" committed further contempt of the House by not appearing before the Bar of the House to receive reprimand on 1, 8, 90 in connection with a breach of privilege of Shri Rabindra Deb Barma, Minister of State, and the House as a whole, in spite of receiving the summons issues by the Speaker.

And whereas the Hon'ble Speaker issued a warrant in pursuance of a Resolution adopted by the House on 4, 2, 91 directing the police authority to produce Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" before the Bar of the House on or before 4 P.M. of 7, 2. 91.

And wheras the Hon'ble speaker issued a fresh warrant on 8-2-91 for production of Sri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" before the Bar of the House during the sitting hours of the Assembly on any day between 11th to 14th day of February, 1991 and latest by 3 P.M. of 15-2-91 in persuance of Resolution adopted by the House on 7 -2-91 on the basis of a report received from the police authority on 7-2-91 that Sri Das was found absconding to evade the effect of arrest.

And whereas the police authority has again informed the Secretary, Tripura Legislative Assembly today that the said Sri Das still found absconding to evade the effect of arrest.

In view of this the House of opinion that the said Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" has aggravated his offence and thus the House do resolve that further course of action for his act of offence shall be taken by the House on the first day of the next Session of the Assembly as today is the last day of the present Session.

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমার একটু বক্তব্য আছে। মাননীয় অধ্যক্ষকে অনুরোধ করব এইটা নেক্সট সেসন পর্য্যন্ত অ্যাক্সেটে করে, আজকেই মাননীয় স্পীকার হাউসের অনুমতি নিয়ে এই সিদ্ধান্ত পরিস্কার করে দিন, লেট হিম বি সেনসরড্ এবং তাকে ফ্রি করে দিন ।

PRIVILEGE CASE AGANST THE EDITOR, DAILY DESHERKATHA.

মিঃ স্পীকার :— রিজলিউশান যেহেতু মুভ হয়ে গেছে, ইউ কেন রাইজ আরলিয়ার ।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এইটা একমাত্র বিরোধী মুখপাত্র । এইটা আজকেই শেষ করতে হবে । এইটা স্যার, তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি । আজকেই শেষ করে দিন ।

(গণ্ডগোল)

(বিরোধীরা ওয়াক-আউট করেন) ।

Mr. Speaker :— Now I put the Resolution to vote. The Resolution is "Whereas it was resolved in the House on 1-2-90 that Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" committed further contempt of the House by not appearing before the Bar of the House to receive reprimand on 1-8-90 in connection with a breach of Privilege of Shri Rabindra Deb Barma, Minister of State, and the House as a whole, in spite of receiving the summons issued by the speaker.

And whereas the Hon'ble Speaker issued a warrent in pursuance of a Resolution adopted by the House on 4-2-91 directing the police authority to produce Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" before the Bar of the House on or before 4 P. M of 7-2-91.

And whereas Hon'ble Speaker issued a fresh warrant on 8-2-91 for production of Shri Gautam Das, Editor "Daily Desher Katha" before the Bar of the House during the sitting hours of the Assembly on any day between 11th to 14th day of February, 1991 and latest by 3. P.M. of 15-2-91 in pursuance of Resolution adopted by the House on 7-2-91 on the basis of a report received from the police authority on 7-2-91 that the said Shri Das found absconding to evade the effect of arrest,

And whereas the police authority has again informed the Secretary, Tripura Legislative Assembly today that the Shri Das still found absconding to evade the effect of arrest.

In view of this the House is of opinion that the said Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" has aggravated his offence and thus the House do resolve that further course of action for act of offence shall be taken by the House on the first day of the next session of the Assembly as today is the last day of the present session.

(The Resolution was Put-to voice vote Passed)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আজকে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান আছে। আমি আশা করি বিল পাশ হওয়া পর্য্যন্ত হাউসকে অ্যাক্সটেণ্ড করা হবে।

pRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশান।" আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান্ আছে। উক্ত রিজিউলিউশান তিনটির প্রথমটি উৎথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায় মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীদীপককুমার রায় (বড়জলা) : স্যার, আমার প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশানটি হচ্ছে, "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব বরছে যে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অনগ্রসর রাজ্য এবং সেহেতু এখানে কোন বড় শিল্প কারখানা নেই, যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য মিথানল গ্যাস ভিত্তিক বৃহৎ আকারের শিল্প গড়ে তোলা সহ আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হোক।।" মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য একটা অনগ্রসর রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য এই দুইটা শিল্প বৃহৎ এই শিল্পের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করার প্রভিশান রয়েছে। কাজেই এই বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে কোন যোগযোগ ব্যবস্থা নেই। কারণ ধর্মনগর থেকে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত কোন রেল কমিনিকেশান নেই, একমাত্র পরিবহনের উপর নির্ভর করতে হয়। আজকে যদি এই রেল সম্প্রসারণ আমরা ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত করতে পারি এবং আমরা চেয়েছিলাম সর্বসম্মতভাবে এই বিধানসভায় প্রস্তাব নেওয়ার জন্য। কিন্তু বিরোধীরা এখানে উপস্থিত নেই। আমি অনুরোধ করব এই সভা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এবং বেকারদের স্বার্থে কর্ম সংস্থানের স্বার্থে এই মিথানল প্রজেকট গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং রেল সম্প্রসারণের দাবী ও আবেদন রেখেই আমি আমার ব্যক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— প্রস্তাবটি কোন মেম্বার সমর্থন করুন।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায় যে রিজিউলিউশানটি এনেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনগণের স্বার্থে, এইটাকে আমি সমর্থন করি এবং হাউসকে এই রাজ্যের জনগণের স্বার্থে এই রিজিউলিউশানটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে যে রিজিউলিউশানটি এসেছে এইটাকে আমি সমর্থন করছিএবং সমর্থন করে সঙ্গে সঙ্গে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রাখছি এই হাউসের পক্ষ থেকে এখানে গ্যাস ভিত্তিক ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছে, গ্যাসের যে দাম যেটা আমরা বলেছিলাম প্রতি কিউবিক মিটার ৫০০ টাকা করার জন্য আবেদন করেছি, সেটা যেন কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেন এবং এখানে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন এই কথা বলে আমি এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায় মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো :— "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অনগ্রসর রাজ্য এবং যেহেতু এইখানে কোন বড় শিল্প কারখানা নেই, সেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য মিথানল গ্যাস ভিত্তিক বৃহৎ আকারের শিল্প গড়ে তোলা সহ আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হউক।"

(রিজিউলেশানটি ধ্বনি ভোট সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশানটি হচ্ছে, "এই সভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সহ কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতির কৃত্রিম সৃষ্টি করে রাজ্যের জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে।

কাজেই এই সভা প্রস্তাব করছে যে, এই সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক এবং রাজ্যে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ ব্যবস্থা অটুট রাখার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারকে অনুরোধ করা হউক।"

স্যার, এই উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করছে। এবং সাথে সাথে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও অসাধু ব্যবসায়ীরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন কেরোসিন, পেট্রোল, এবং, ডিজেল ইত্যাদির দাম বৃদ্ধি করে একটি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে। ফলে এই রাজ্যের সাধারণ ভোক্তাদের অনেক দুর্ভোগ হচ্ছে। কাজেই এই বিধানসভার পক্ষ থেকে কেন্দ্রিয় সরকারকে

অনুরোধ করা হোক যাতে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ অটুট রাখা হয়। এইটাই আমার আজকের প্রস্তাব। আমি আশা করি আজকে এই হাউসে উক্ত প্রস্তাব পেশ করে কেন্দ্রিয় সরকারকে অনুরোধ করা হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

***শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ* :—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয় যে প্রাইভেট মেমবারস, রেজলিউশন এনেছেন এইটা বর্তমানে সংকটজনক পরিস্থিতিতে খুবই প্রয়োজন। তাই আমি এই হাউসকে অনুরোধ করব যেন এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করা হয়। আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। স্যার, যারা অসাধু ব্যবসায়ী তাদের বিরুদ্ধে আমরা ইতিমধ্যে অনেক ব্যবস্থা নিয়েছি। এবং এই সরকার এই সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অসাধু ব্যবসায়ী রাজ্যে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে যাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি না করে তার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে এই হাউসে জানাচ্ছি যে, এই রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারকে আমরা ইতিমধ্যে অনুরোধ করেছি এবং এই প্রস্তাবের মাধ্যমেও এই হাউসের মতামত ব্যক্ত হয়েছে এবং এইটা আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের নজরে আনব। এই কথা বলে আমি এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

***মিঃ স্পীকার* :—** এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রেজলিউশনটি ভোটে দিচ্ছি। রেজলিউশনটি হলো :— এই সভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সহ কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতির কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে রাজ্যের জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে।

কাজেই এই সভা প্রস্তাব করছে যে, এই সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক এবং রাজ্যে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহ ব্যবস্থা অটুট রাখার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারকে অনুরোধ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

***মিঃ স্পীকার* :—** আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়কে উনার রিজিলিউশনটি উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস অনুপস্থিত কাজেই উনার রিজিলিউশনটি ফলস্ করা হল।

***মিঃ স্পীকার* :—** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজ ৬ষ্ঠ বিধানসভার নবম অধিবেশনের শেষ

দিন । গত মাসের ২৮শে তারিখ (২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং) সোমবার হতে অদ্য ১৫ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, ১৯৯১ ইং তারিখ পর্য্যন্ত একনাগাড়ে ১৫ দিন যাবৎ এই অধিবেশন চলেছে। আমি সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়োগনীতি গুলো মেনে চলার চেষ্টা করেছি এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের সহোযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা খুবই আনন্দিত যে আমরা বিগত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং তারিখ থেকে অদ্য ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং পর্য্যন্ত এই অধিবেশনে অনেক কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে । সরকারী পক্ষের বক্তব্য, রাখা হয়েছে, বিরোধী-সদস্যগণও তাদের বক্তব্য রেখেছেন । এবং আপনি যেভাবে অতি সুন্দরভাবে এই সভাকে পরিচালনা করেছেন সেজন্য আমি এই হাউসের পক্ষ থেকে এবং সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ।

মিঃ স্পীকার :— আমিও সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী ঘোষণা করছি ।

ADMITTED STARRED QUESTION. No 34

Name of M. L, A. Shri Sushil Kr, Chakma.

Will the Hon ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

১। পেচারতল উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। থাকিলে আগামী ১৯৯১ বর্ষে উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে কিনা ?

১। আপাতত নাই ।

২। প্রশ্ন উঠেনা ।

Admitted Starred Question No. 37.

Name of Member :— Shri Sushil Kr. Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of The Tribal Welfare Department be pleased to state :

১। প্রশ্ন

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত চাক্মা, মগ, রিয়াং কুকি, হালাম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কত পরিবারকে পুর্ণবাসন দেওয়া হইয়াছে, (সম্প্রদায় ভিত্তিক হিসাব) ?

১।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত ৬২২৭ পরিবারকে পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার হিসাব নিম্নরূপ (সম্প্রদায় ভিত্তিক)।

১। চাক্মা—২৩০ পরিবার। ২। মগ — ৪৮৮ পরিবার। ৩। রিয়াং—৩৯৩৪ পরিবার। ৪। কুকি—৬ পরিবার। ৫। হালাম—১০১ পরিবার। ৬। ত্রিপুরী—১৪১ পরিবার। ৭। মুলস্রম—৬৬ পরিবার। ৮। জমাতিয়া—৬০৩ পরিবার। ৯। নোয়াতিয়া—১ পরিবার। ১০। উচাই—২৬ পরিবার। ১১। লুসাই—১ পরিবার। ১২। মারাক—৪ পরিবার। ১৩। কলুই—১৯ পরিবার। ১৪। কাইপেং—২৯ পরিবার। ১৫। ছেত্রী—১ পরিবার। ১৬। দেববর্মা—২৩১ পরিবার। ১৭। ডার্লং—১৮ পরিবার। ১৮। গারো—১১ পরিবার। ১৯। মুড়াসিং—৯০ পরিবার। ২০। রাংখল—২ পরিবার। ২১। মুণ্ডা—৪ পরিবার। ২২। রূপিনী—১ পরিবার। ২৩। সাঁওতাল—১ পরিবার।

উপরিউক্ত পরিবারগুলি ছাড়াও রাবার বাগান প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮৮টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপজাতি পরিবারকে পুণর্বাসন উদ্দেশ্যে ৪৪৩.১২ হেক্টর রাবার বাগান সৃষ্টি করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 117.

Name of Member :— Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। মোহনপুর দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আরও স্থায়ী ঘর নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩। আর যদি না থাকে তবে তাহার কারণ?

ANSWER

Minister-in-charge :— Shri A. K. Kar.

১। ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধি না পাওয়ায় বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে ঘরের কোন সমস্যা নাই। এই জন্য নুতন ঘর তৈরী করার বিষয় বিবেচনায় আনা হয় নাই।

Admitted Starred Question No, 125

Name of the M, L A,— Shri Amal Mallik,

Will the Honble Minister-in-Charge of the Forest Department be Pleased to state :—

PAPER'S LAID ON THE TABLE (QUESTIONS & ANSWER)

প্রশ্ন

১। শান্তিরবাজার ডি, এফ, ওর, অধীন ১৯৮৮—৯০-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে নূতন বাগান করার জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, এবং কি পরিমাণ বাগান করা হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। শান্তিরবাজার ডি, এফ, ওর অধীন ১৯৮৮—৯০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নূতন বাগান করার জন্য ৬০.৪৭২ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল সেই সময়ের মধ্যে ৩৯০১ হেক্টর পরিমিত স্থানে নূতন বাগান করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No, 146.

Name of the Member :—Shri Amal Mallik,

will the Hon'ble Minisrer-in-charge of the Social Education Department be pleased to State,

Minister-in-charge Social Education Department State Minister Smti Biva Nath,

QUESTION/	ANSWER/
১। বিলোনীয়া মহকুমায় কোন মহিলা আশ্রম আছে কিনা, এবং	না
২। মহিলা আশ্রম না থাকিলে আশ্রম নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	না।

Admitted Starred Question No, 160,

Name of Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকার অবগত আছেন কি যে গত ১৯৯০ইং সনের ৫ই ডিসেম্বর	১। হ্যাঁ, অবগত আছেন।

তারিখে উপজাতি গনমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে উপজাতি জনগণের একটি গণডেপুটেশন মাননীয় রাজ্যপালের নিকট এ, ডি, সি, এলাকায় অর্ধেক দামে ডবল রেশন, ইনার লাইন পারমিট চালু, এ, ডি, সির অনুপজাতিদের পরিচয়পত্র দান, ভিলেজ কমিটি আইন অনুমোদন এবং নির্ব্বাচন সীমান্ত এলাকা শীল করে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা ইত্যাদি ৬ দফা দাবীর এবং স্মারকলিপি পেশ করেন ?

২। অবগত থাকিলে এই দাবীগুলি সম্পর্কে সরকারের মতামত কি ?

২। ডেপুটেশনের ৬ দফা দাবীগুলি সম্বন্ধে সরকার পরিস্কার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 187.

Name of Member :— Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Depretment be pleased to state :—

১। প্রশ্ন

উপজাতি ভূমিহীন ও জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য কোন মহকুমায় কত পরিবারের জন্য ১৯৮৮—৮৯ এবং ১৯৮৯—৯০ বৎসরে রাজ্য সরকার কত ব্যয় করেছেন, কত পরিমান প্ল্যান্টেশনের জমিতে কত উপজাতি জুমিয়া পরিবারের মালিকানা স্বত্ব সৃষ্টি হয়েছে,

উত্তর

উপজাতি ভূমিহীন ও জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য :—

১। সদর মহকুমা—৬৫৫ পরিবার ২) সোনামুড়া—৬৫ পরিবার
৩। খোয়াই — ১১৩১ ৪) বিলোনীয়া — ২৩১৫ পরিবার
৫। সাব্রুম — ৩০০ ৬) উদয়পুর — ১৫০৫ পরিবার
৭। অমরপুর — ৩০৬১ ৮) গণ্ডাছড়া — ১৪৫১ পরিবার

PAPER'S LAID ON THE TABLE (QUESTIONS & ANSWER)

৯। কৈলাশহর—১৮৫৯ ১০) কমলপুর—১৩৪৬ পরিবার

১১। ধর্ম্মনগর- ৩৫০৫ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ১৯৮৮— ৮৯ সালে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং ১৯৮৯—৯০ সালে ৮ কোটি ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন।

১৯৮৯—৯০ইং সালে ৩৭৬, ২ হেঃ এবং ১৯৮৮—৮৯ সালে ৩২ হেঃ রাবার প্ল্যান্টেশন পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 259.

Name of Member :—Shri Brajamohan Jamatia, & Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃক ১৯৯০ ইংরেজী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কতটি বিল রাজ্য সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন,	১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃক ১৯৯০ ইংরেজী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৬টি বিল রাজ্য সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন।
২। এর মধ্যে কতটি বিলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন বিল এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে,	২। ২৬টি বিলের মধ্যে ১৬টি বিলের অনুমোদন ইতি-মধ্যেই—দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ১০টি বিল অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বিলগুলি নিম্নরূপ :—
	ক) ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এষ্টাব্লিষ্টমেন্ট, মেনেজমেন্ট, এণ্ড কন্ট্রোল অব মার্কেট) রেগুলেশন—১৯৮৭ ইনক্লুডিং ত্রিপুরা মার্কেট একট—১৯৭৯।
	খ) ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডমিনিষ্ট্রেটিভ) রুলস—১৯৮৮।
	গ ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (কনষ্টিটিউসন, ইলেকশন এণ্ড কণ্ডাক্ট অব বিজনেস)—(টেম্থ এমেণ্ডমেন্ট)—১৯৮৮।
	ঘ) ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (কনষ্টিটিউসন, ইলেকসন এণ্ড কণ্ডাক্ট অব বিজনেস) ইলিভেন্থ এমেণ্ডমেন্ট—১৯৯০।

প্রশ্ন	উত্তর
	ঙ) ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল (সার্ভিস) রুলস—১৯৮৮
	চ) ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ল্যাণ্ড এলটমেন্ট এণ্ড ইউজ) রুলস—১৯৮৮ইং।
	ছ) ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিষ্ট্রীক্‌ট কাউন্সিল এষ্টাব্লিস্টমেন্ট অব ভিলেজ কমিটি বিল—১৯,৮৯ ইং।
	জ) ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্‌ট কাউন্সিল এষ্টাব্লিস্টমেন্ট অব টাউন বিল—১৯৮৯।
	ঝ) ত্রিপুরা.... — — — — .... কাউন্সিল এমপ্লইজ গ্রুপ সেভিংস—লিংকড ইন্সুরেন্স স্কীম—১৯৮৯
	ঞ) সেলারী, এলাউন্সেস এণ্ড আদার বিনিকিট অব দি চেয়ারম্যান, সি, ই, এম, এক্‌জিকিউটিভ মেম্বার, এণ্ড লিডার অব দি অপোজিসন এণ্ড সেলারী, এলাউন্সেস্, এণ্ড পেনসন অব দি মেম্বার অব টি, টি, এ, এ,-ডি, সি, (ফিফ্‌থ এমেণ্ডমেন্ট) রুলস —১৯৯০।
৩। যে সমস্ত বিল এখনও অনুমোদন পায়নি সেগুলি কবে নাগাদ অনুমোদন দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়,	৩। যে সমস্ত বিল এখনও অনুমোদন পায়নি সেগুলি বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। যথাসম্ভব সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Quesiton No, 282.

Name of Member :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। করমছড়া হাইস্কুল বিল্ডিং নির্ম্মাণ এর কাজ কোন বৎসরে সুরু হয়, এবং

২। উক্ত স্কুল বিল্ডিং নির্ম্মাণের ব্যয় বরাদ্দ কত টাকা ছিল ?

A N S W E R

Minister-in-charge :—Shri A. K. Kar

১। করমছড়া হাইস্কুল বিল্ডিং নির্ম্মাণের কাজ সুরু হয় ১৯৮৭ ইং সনে।

২। উক্ত কাজের ব্যয় বরাদ্দের পরিমান ছিল ২৩,৬০,৬৮৬ (তেইশ লক্ষ ষাট হাজার ছয় শত ছিয়াশি) টাকা।

Admitted Starred Question No. 286

Name of Member :- Shri Khagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to state,

১। মুঙ্গিয়াবাড়ী হাই স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত,

২। উক্ত স্কুলে আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৩। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তথায় ছাত্রবাস নির্মাণ করা হবে এবং ঐ ছাত্রাবাসের আসন সংখ্যা কত হবে ?

A N S W E R

Minister-in-charge : Shri A K. Kar.

১। ১৩ (তের) জন।

২। মুঙ্গিয়াবাড়ী হাইস্কুলে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে।

৩। ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ আগামী আর্থিক বৎসরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। ঐ ছাত্রাবাসের আসন সংখ্যা ৫০।

Admitted Starred Ques. No, : 287

Name of M. L. A. :— Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। চলতি আর্থিক বৎসরে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডের হার বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

২। যদি থেকে থাকে তা হলে কত বাড়ানো হবে বলে আশা করা যায় ?

Minister-in-Charge : Arun Kumar Kar : Answer

১। হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই প্রিমেট্রিক স্কলারশিপ ও হরিজনদের দেয় স্কলারশিপের হার বাড়ানো হইয়াছে এবং বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ডের হার বাড়ানোর বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা হইতেছে।

২। প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপের হার ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক ২০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৩০ টাকা করা হইয়াছে, ৯ম শ্রেণী ও, ১০ ম শ্রেণীর জন্য মাসিক ৩০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৪০ টাকা করা হইয়াছে এবং হরিজন স্টাইপেণ্ড ১ম শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক ৩০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৪০ টাকা করা হইয়াছে। বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ডের হার দৈনিক ৮ টাকা হইতে বাড়াইয়া ১০ টাকা করার প্রস্তাব আছে।

Admitted Starred Question No. 289.

Name of Member :—Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত কত সংখ্যক উপজাতি পরিবার বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত জমি অ-উপজাতিদের নিকট হতে ফেরৎ পেয়েছেন তার সংখ্যা ?	১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে ১৯৯০ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত মোট ৮৭৬ উপজাতি পরিবারকে বে-আইনীভাবে হস্তান্তর জমি অউপজাতিদের নিকট হইতে ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

Admittad Starred Question No. 302

Name of the Member :—Shri Badhal Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

Minister-in-charge Social Education Department. State Minister Smt Biva Nath.

PAPER'T LAID ON THE TABLE (QUESTIONS & ANSWER)

Q stion	Answer
১। রাজ্যে একমাত্র প্রটেক্টিভ হোমে কতজন আবাসিকদের রাখার ব্যবস্থা আছে এবং বর্ত্তমান কতজন আবাসিক আছে।	১) ৫০ জন আবাসিক রাখার ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে ২৬ জন আবাসিক আছেন।
২) ইহা কি সত্য স্বাবলম্বী শিক্ষা, নিরাপত্তা, মনোরঞ্জন প্রভৃতি কর্মসূচীর অভাবে অনেক আবাসিক হোম পালিয়ে গেছেন ?	৩) না।
৩) যদি সত্য হয়ে থাকে সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	৩) প্রশ্নই উঠে না
৪) ইহা কি সত্য আবাসিকদের নিরাপত্তার জন্য কোন পুলিসকে সেখানে নিয়োগ করা হয়নি ?	৪) বর্ত্তমানে নাই।

Admitted Starred Question No. 303

Name of M. L. A. **Shri Rebindra Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Youth Programme & Sports Department be pleased to state :—

Question

১। ইহা কি সত্য যে, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত রাজ্যের জিমন্যাষ্ট মন্টু দেবনাথকে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে কিছু জমি এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কি পরিমান জমি কোথায় এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল।

৩। এই জমিট বর্তমানে মন্টু দেবনাথের দখলে আছে কিনা, এবং

৪। যদি না থাকে তবে উক্ত জমি মন্টু দেবনাথের দখলে দেওয়ার কোন উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন কিনা ?

Minister-in-charge **answer** **Sri Ratan Lal Chakraborty**

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত রাজ্যের জিমনাষ্ট শ্রীমন্টু দেবনাথকে কৃতি জিমনাষ্ট হিসাবে আগরতলা শহরের পাগলা দেবতা মন্দির সংলগ্ন ১৯নং সিটের '০৬০ ডেসিমেল খাস জমি এলটমেন্ট দেওয়া হইয়াছিল।

৩। উক্ত ভূমি বর্তমানে মন্টু দেবনাথের দখলে নাই।

৪। উক্ত জমি শ্রীশশীমোহন সাহা নাম্নী এক ভদ্রলোকের দখলে রহিয়াছে। দখল মুক্ত করার মুখেই শ্রীশশীমোহন সাহা মাননীয় মুনসেফ কোর্টে নিজের দখল বজায় রাখার জন্য মোকদ্দমা করে। মোকদ্দমার রায়ের আগে বর্তমানে কিছু করিবার নাই তাই সরকার অপেক্ষায় আছে।

Admitted starred question No, 300

Name of the M L A. :—Shri Matilal Sarkar

Date of Reply

প্রশ্ন	উত্তর
Will the Hon'ble Mfnister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :-	Minister in-charge of the Forest Department :- Shri Drao Kumar Reang.
১) সারা রাজ্যে ১৯,৮৮—৮৯,১৯৮৯—৯০ এবং ১৯৯০ ইং সনের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কি পরিমান রাবার উৎপ্যাদিত হয়েছে ?	(১) ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯—৯০ এবং ১৯৯০ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত নিম্নলিখিত পরিমান রাবার ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্লেনটেশন কর্পোরেশন উৎপাদন করেছে ১। ১৯৮৮—৮৯ —৩৮৬,৩৮৯ মেট্রিকটন, ২। ১৯৮৯—৯০ —৬১১.২৭৮ ” ৩। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্য্যন্ত—৬১৯,০২৬ মেট্রিকটন
২) এ রাজ্যে উৎপাদিত রাবারের পুরা-পুরি প্রসেসিং করার ব্যবস্থা রাজ্যে আছে কি ?	২) বর্তমানে ফরেষ্ট কর্পোরেশনের অন্তর্গত ১৯টি রাবার প্লেনটেশন কেন্দ্র রাবারের রসকে ধুমায়িত, রাবার সিট ও ক্রেপ রাবার করার ব্যবস্থা আছে। ঐকেন্দ্রগুলির নাম : —

দক্ষিণ ত্রিপুরা :—

১। সাচিরাম বাড়ী
২। আভাংছড়া
৩। কলসিমুখ
৪। পতিছড়ি
৫। পশ্চিম লুধুয়া
৬। তাকমাছড়া

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(QUESTIONS & ANSWER)

পশ্চিম ত্রিপুরা :—

৭। পাথালিয়া
৮। বনকুমারী
৯। ওয়ারাং বাড়ি
১০। কলমছেড়া
১১। মতিনগর
১২। করিঙ্গছড়া

উত্তর ত্রিপুরা :—

১৩। নালকাটা
১৪। এন, সি.পাড়া.
১৫। রাতাছড়া
১৬। জুরী
১৭। পানিটিল্লা
১৮। মনু
১৯। অমরেন্দ্রনগর

ইহা ছাড়া তাকমাছড়ায় একটি রাবার রসের সেনট্রিফিউজিং কারখানা ও ক্রেপমিল স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

৩) না থাকলে সরকারী উদ্যোগে তা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

৩) ২নং প্রশ্নের জবাবে এই প্রশ্ন আর উঠেনা,

Admitted starred Question No :—313

Name of Member :—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Walfare of Scheduled Castes Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ও, বি, সি, সম্প্রদায় ভুক্ত জনগণের সংখ্যা কত, (সম্প্রদায় ভিত্তিক হিসাব)	১। ও, বি, সি, ভুক্ত সম্প্রদায়ের চিহ্নিত করণের কাজ এবং ঐ সকল পরিবারের চিহ্নিতকরণের কাজ সমাপনের পরই ও,বি, সি, ভুক্ত

জনগণের সংখ্যা ত্রিপুরায় কত জানা যাইবে ।

২। ও, বি, সি, ভুক্ত জনগণের সংখ্যা ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ,

২। প্রশ্ন উঠে না ।

৩। এ রাজ্যে সংরক্ষণের প্রশ্নে ও, বি, সি, ভুক্তরা শতকরা কত অংশ ভোগ করবেন ?

৩। বর্তমান রাজ্য সরকারের স্ব-উদ্যোগে গঠিত ও, বি, সি, কমিটির মূল রিপোর্ট পাওয়ার পর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা এ বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।

Admitted Starred Question No :—317

Name of M, L. A. :— Shri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। যে সকল স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষক রাজ্যের প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত আছেন তাদেরকে গ্রেজুয়েট স্কেল দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কিনা
২। যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে, এবং
৩। যদি সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ ?

Answer

Minister-in-charge :—Shri Arun Kr. Kar,

১। প্রাথমিক স্তরে কর্মরত বঞ্চিত স্নাতকদের সেকেণ্ডারীস্তরের স্নাতক শিক্ষকদের মত স্কেল দেওয়া যায় কিনা বিষয়টি বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ।
২। বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে ।
৩। প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted starred question No, 319

Name of M. L. A. :— Shri Matilal Sarkar

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department :—Shri Drao Kumar Reang,

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(QUESTIONS & ANSWER)

১। ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী হতে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বন দপ্তর কর্তৃক কত ঘনফুট কাঠ বিক্রয় করা হয়েছে ?	১। ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী হতে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্যে বনদপ্তর কর্তৃক ২০,৮৩৫.২০৮ কিউবিক মিটার কাঠ ও ৫,৩৪০,৮৬১ রানিংমিটার শালখুটি বিক্রয় করা হয়েছে, ইহার মধ্যে ৬, ১৮৯, ১১১ কিউবিক মিটার সিজ করা কাঠও অন্তর্ভূক্ত।

Admitted Starred Question No. 322

Name of Member :—Shri Bidya Ch. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the welfare of Sch. Tribes Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে তপশিল উপজাতি উন্নয়ন নিগম চালু আছে কি ?	১। হ্যাঁ, চালু আছে।
২। ১৯৮৯— ৯০ ইং আর্থিক বছরে এবং ১৯৯০—৯১ আর্থিক বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের কয়টি পরিবারকে এস, টি, উন্নয়ন নিগম হইতে ঋণ দেওয়া হইয়াছে ?	২। রাজ্যের উপজাতি উন্নয়ন নিগম (এস, টি, উন্নয়ন নিগম) হইতে ১৯৮৯—৯০ আর্থিক বছরের ৬০৮টি পরিবারকে এবং ১৯৯০—৯১ইং আর্থিক বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১৩০টি পরিবারকে ঋণ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।
৩। এই ঋণ-এর পরিমাণ কত ?	৩। মার্জিন মানীর ঋণ-এর পরিমান মোট ১৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৪শত টাকা।

Admitted Starred Question No. 323.

Name of Member :—Shri Bidya Ch. Debbarma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৯০—৯১ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা	১। ১৯৯০—৯১ সনের স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য রাজ্যসরকার ২৫

পরিষদের জন্য রাজ্য সরকার কত বরাদ্ধ করেছিলেন,

কোটি ৮২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার বাজেট অর্থ সঙ্কুলানের প্রেক্ষিতে অনুমোদন করিয়াছেন

২। ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ইং পর্যন্ত এই বরাদ্ধের মধ্যে কি পরিমান অর্থ জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে.

এবং

২। ১৯৯০ইং ১লা এপ্রিল থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে ১১ কোটি ৮০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা এল, ও, সি, প্রদান করিয়াছে।

৩। প্রথমত কোন দপ্তরের কি পরিমান অর্থ জেলা পরিষদের হস্তে অর্পণ করা হয় নি ?

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 324

Name of Member :— Sri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৮ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১৯৯০ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে ?

২। তন্মধ্যে কক্‌বরক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত এবং

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপন করা হয়েছে এবং কয়টি করেছেন জেলাপরিষদ কর্তৃপক্ষ ?

ANSWER

Minister-in-charge :— SHRI A K. KAR.

১। একশত চুয়াত্তরটি।

২। উনষাটটি।

৩। শিক্ষাবিভাগ ৪১ (একচল্লিশটি) এবং জেলাপরিষদ্ কর্তৃপক্ষ ১৩৩ (একশত তেত্রিশটি) স্থাপন করেছেন।

PAPERS LAID ON THE TABLE
QUESTIONS & ANSWER)

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 329.

Name of M.L.A. :—Sri Dinesh Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট কয়টি স্কুল ও কলেজে পরীক্ষা ভণ্ডুলের ঘটনা ঘটেছে এবং

২। ঐ সব পরীক্ষা ভণ্ডুলের কারণ কি ?

Minister-in-charge	Answer

১। চলতি শিক্ষাবর্ষে কোন স্কুল ও কলেজে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়েছে বলে শিক্ষা দপ্তরে জ্ঞাত নহে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted starred question No :— 345

Name of the M L.A. :—Shri Nakul Das.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

১। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত রাজ্যে বিভিন্ন বিভাগে মোট কতটি বনজ সম্পদ পাচার বা অপহরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ?

উত্তর

Minister in-charge of the Forest Department :- Shri Drao Kumar Reang

১) বিভাগ ভিত্তিক বনজসম্পদ পাচার বা অপহরনের ঘটনার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল।

বিভাগের নাম	ফরেষ্ট কেসের সংখ্যা
১। মনু ডিভিশন	১৫৩ টি
২। গোমতী ডিভিশন	১৫১ টি
৩। তেলিয়ামুড়া ডিভিশন	৪৫৫ টি
৪। কৈলাশহর ডিভিশন	৪০১ টি
৫। সদর ডিভিশন	১৩৭৮ টি
৬। কাঞ্চনপুর ডিভিশন	২২৬ টি

৭।	উদয়পুর ডিভিশন	১৬৬ টি
৮।	বগাফা ডিভিশন	৭৯১ টি
৯।	আমবাসা ডিভিশন	৭৫১ টি
		মোট ৪, ৪৯২ টি

২। এর মধ্যে কত পরিমান গাছ, বাঁশ, ছন বা অন্যান্য বনজ সম্পদ রয়েছে এবং ঐ গুলির অর্থ মূল্য কত।

২) সর্ব মোট গাছ, বাঁশ, ছন, পাথর ও অন্যান্য বনজ বস্তুর পরিমান ও ঐ গুলির অর্থমূল্য নিম্নে দেওয়া গেল।

গাছ	৩, ৪৯৭,৫২৫ ঘঃমি
বাঁশ	২, ১৭ ২২৯ নং
খুটি	৮, ৮৫৫ ঘন মিঃ
বালি	১, ৭৪৫৫০০ ঘন মিঃ
পাথর	২, ১৫৯,৭৯০ ঘন মিঃ
ছন	৩, ৯৭০ বোঝা
জ্বালানী কাঠ	৩, ৩৮৯, ৯৮১ ঘঃ মিঃ
বেত	১৪৬ অ াটি
হরিণ	১ টি
সাপ	১৮ টি

আনুমানিক মূল্য—৩৮, ৬২—৭৩৭,০০ পয়সা

৩। পাচারকারী বা অপহরনকারীদের কয় জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

৩) সর্ব্ব মোট ৫৩৭৩ জনপাচারকারী বা অপহরণ কারীকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 348

Name of M. L. A. :—Shri Nakul Das

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, ঈশানচন্দ্রনগর পরগনা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ১৯৮৯ইং সনে একজন জীব বিদ্যার বিষয় শিক্ষক একজন রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বিষয় শিক্ষক এবং একজন ল্যাবরেটরী অ্যাটেণ্ডেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে এবং সরকার তাদের নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন এবং

২। ইহাকি সত্য যে, নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই শিক্ষক কর্মচারীদের বকেয়া বেতনের সরকারী মঞ্জুরী এখনও দেওয়া হয় নি

PAPERS LAID ON THE TABLE
(QUESTIONS & ANSWER)

৩। সত্য হইলে কবে নাগাদ এই অর্থ মঞ্জুর করা হবে ?

A N S W E R

MINISTER-IN-CHARGE : SHRI A.K. K A R

১। হ্যাঁ

২। ১৯৯০ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উক্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বকেয়া বেতনের মঞ্জুরী এখনও দেওয়া হয়নি। তবে ১৯৯০ইং সনের মার্চ মাস থেকে এই সকল কর্মচারীদের বেতনের মঞ্জুরী নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে।

৩। অতি শীঘ্র বকেয়া বেতনের মঞ্জুরী দেওয়া যাবে আশা করা যায়।

Admitted Starred question No. 354.

Name of M.L.A. :—Shri Rudreswar Das.

Will the Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে বেসরকারী বিদ্যালয়ে (NoN Govt Aided School) এর শিক্ষক কর্মচারীদেরকে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হারে পেনশন (Penson) দেওয়ার সিদ্ধান্ত ; ত্রিপুরা সরকারের আছে। এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্তসিদ্ধান্ত কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : SHRI A. K. K A R

১। এই বিষয়ে সরকারী ভাবে কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি বিষয়টি বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীর সঙ্গে বৈষম্য দূর করার জন্য বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

২। বিষয়টি এখন চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আছে—এই ব্যপারে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেই তাহা কার্য্যকরী করা হবে।

ANNEXURE—'B'

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 98

Name of M. L. A. :— Shri Makhan Lal Chakraborty

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্ত্তমানে রাজ্যের এস টি এবং এস, সি ছাত্রাবাসগুলির শয্যা সংখ্যা এবং ছাত্র সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক এস টি এবং এস সির পৃথক পৃথক হিসাব) ;

২। ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসের ভিতরে পার্টিশান না থাকায় এবং বাউণ্ডারী ওয়াল না থাকায় ছাত্রদের পড়াশুনার ভীষণ অসুবিধা হইতেছে, এবং

৩। সত্য হইলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি?

MINISTER-IN-CHARGE — ANSWER

১। বর্তমানে ছাত্রাবাসগুলির অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩২৬২ তন্মধ্যে ৪০০ এস সি এবং ২৫৩০ এস টি ছাত্র আছে। বিভাগ ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব সংলগ্ন "ক" তালিকায় দেওয়া গেল।

২। ছাত্রাবাসের ভিতরের পার্টিশান এবং বাউণ্ডারী ওয়াল না থাকায় ছাত্রদের কিছুটা অসুবিধা হইতেছে।

৩। পার্টিশান ওয়াল নির্মাণের জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে ২,০০০/- টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অর্থাভাব হেতু ছাত্রাবাসগুলির বাউণ্ডারী ওয়ালের নির্মাণকাজ বর্তমানে হাতে নেওয়া যাইতেছে না।

LIST OF BOARDING HOUSE

Sl. No.	Name of the Boarding House.	Name of Sub-Division.	Approved Seats	Present Roll strength. S. C.	S. T.
1.	2	3	4	5	6.
1.	Bishramganj H S, School	Sadar	50	—	48
2.	Sepayjala H. S, School	,,	30	—	26
3.	Jampuijala H. S. School	,,	8	—	8
4.	N, S. Vidyaniketan, Agartala	,,	32	—	1
5.	U, K, Academy, Agartla	,,	60	—	60
6.	Tripura Lokasikshalaya	,,	75	—	75
7.	Barkathalia H.S School	,,	30	—	30
8.	Katlamara High School	,,	18	—	15
9.	St. Paul School	,,	160	—	160
10.	St. James Junior High School	,,	90	—	85
11.	Bodhjung H. S. School	,,	50	12	38
12.	Charipara H. S. School	,,	50	23	27
13.	Charilam H. S. School	,,	15	1	11
14.	Karaimura H. S. School	,,	30	Non-functioning.	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Quastions & Aswenrs)

1,	2,	3,	4,	5,	6,
15,	Bishalgarh H, S, School	Sadar	8	—	do —
16.	Aralia High School	,,	20	10	—
17,	M, T, B, Girls' School	,,	125	20	105
18,	Melaghar H, S, School	Sonamura	60	28	32
19.	N, C, I, Sonamura	,,	30	15	15
20,	Srinath Vidyaniketan	Khowai	15	—	15
21.	Behalabari H. S. School	Khowai	39	—	26
22.	Chehri H. S. School	,,	30	—	30
23.	Khowai Govt, H. S, School	,,	55	—	55
24,	Khowai Govt. Girls H. S, School	,,	30	—	30
25,	Zion Hill Junior High School	,,	65	—	65
26.	Kalyanpur H. S, School,	,,	50	10	40
27.	Teliamura H, S, School	,,	32	8	12
28,	Pry. Unit Chandrapur Col, High	Udaipur	36	—	36
29.	K, B, I, Udaipur		30	10	20
30.	Chandradpur Col, High School	,,	20	4	16
31,	Udaipur Remesh H. S, School	,,	38	8	15
32,	Udaipur Girls' H. S. School	,,	40	4	36
33,	Bagafa Ashram H, S, School	Belonia	102	—	102
34,	Kalashi High School	,,	15	—	15
35	Debdaru High School	,,	30	—	30
36,	Muhuripur H, S, School	,,	15	4	11
37.	Niharnagar High School	,,	50	24	26
38	Barpathari H, S, School	,,	27	20	7

P/2.

39,	B, K, I, Belonia		3	17	13
40,	Belonia Vidyapith	,,	10	2	8
41,	Belonia Girls H, S, School	,,	50	15	6

1.	2.	3.	4.	5.	6
42	Harina Residential High School	Sabroom	50	—	50
43.	Sabroom H, S, School	Sabroom	50	15	35
44,	Srinagar H. S, School	,,	21	7	14
42,	Manu H. S, School	,,	48	7	21
46,	Sabroom Girls H, S, School	,,	30	7	21
47.	Silachhari H, S, School	Amarpur	22	—	15
48,	Nutan Bazar H, S, School	,,	13	—	13
49,	Karbook Panjihum High School	,,	76	—	76
50,	Amarpur H, S, School	,,	60	14	46
51,	Satyaran C/P Res. High School	Kamalpur	100	—	87
52	Satyaram C/P Res. High School	,,	100	—	77
53	Kulai H. S, School	,,	30	5	25
54,	Harachandra H, S, School	,,	24	9	11
55,	Selema H, S, School	,,	10	6	4
56.	Kamalpur H, S, School	,,	25	14	11
57,	Marcherra H, S, School	,,	15	8	5
58,	K, G, Girls H, S, School	,,	30	13	16
59,	Chawmanu High School	Kailashahar	16	—	16
60,	Madhubchandra H, S, School	,,	32	—	32
61,	Kanchanbari H S, School	,,	10	—	10
62.	Pabiacherra H, S School	,,	12	—	12
63,	Darchawi Christian High School	,,	100	—	100
64.	Chailengta H S. School	,,	12	3	9
65,	Fatikroy H, S, School	,,	44	7	26
66.	R, K, I, Kailasahar	,,	24	3	21
67,	Pabiacherra H. S, School	,,	20	17	—
68,	Kailasahar Govt, H, S, School	,,	20	4	16
69,	Durgaram Reang Para High School	Dharmanagar	18	—	—

1,	2,	3,	4,	5.	6.
70,	Damchela H, S, School	,,	12	—	12
71,	Padmapur H, S, School	,,	50	3	30
72,	Kanchanpur J, B, School	,,	15	—	15
73,	Suba. S, B, School	,,	20	—	20
74	Purnajoy C, P, Res, High School	,,	100	—	89
75.	Pacharthal H, S. School	,,	16	12	12
76,	Anandabazar H, S, Schcol	,,	20	—	20
77,	Kanchanpur H, S, School	,,	50	—	50
78,	Jampai H, S. School	,,	86	—	72
79.	B. B. I, Dharmanaga	Dharmanagar	31	2	5
80.	Ledrai ewan H. S. School	,,	40	4	36
81.	Kadamtala H, S, School	,,	20	12	—
82.	Kanchanpur H. S. School	,,	40	8	32
			31.62	400	2,530

S, T. (Boys) 33
S, T. (Girls) 3 41
S, T, (Boys+Girls) 5

S, T, + S, C, (Boys) 31
S, T, + S, C. (Girls) — 7 41
S, C, (Girls) — 3

Admitted un-starred Question No. 102

Name of the Members :- Shri Makhan Lal Chakraborty,
Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state

Minister-in-charge Social Education Department. State Minister
Smti Biva Nath

Question	Answer
১। বর্তমানে বাজ্যেব কত সংখ্যক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা, পঙ্গু ব্যক্তি ভাতা পাইতেছেন (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ;	১। বর্তমানে রাজ্যে ২১৪৪৫ জন বার্ধক্য ভাতা (বৃদ্ধ, রিক্সা শ্রমিক, কৃষি মুজুর বিধবা ও জুমিয়া) এবং ৩৫৩১ জন বিকলাঙ্গ ভাতা পান। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব ANNEXURE—A তে জুড়ে দেওয়া গেল)

২। এই ভাতা ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ (একশত) টাকা করা হবে কিনা।

২। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

৩। ১৯৯১—৯২ আর্থিক বৎসরে নতুন করে বার্ধক্য ভাতা মঞ্জুর করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা। এবং

৩। পরিকল্পনা হাতে আছে। তবে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

৪। না করে থাকলে কারণ ?

৪। আর্থিক অপ্রতুলতাই ইহার প্রধান কারণ, তবে ভবিষ্যতে আর্থিক :— সঙ্গতি অনুযায়ী—সরকার প্রস্তাব বিবেচনা করবেন।

ANNEXURE—A

ব্লকভিত্তিক হিসাব

	ব্লকের নাম	বার্দ্ধক্য ভাতার সংখ্যা	বিকলাঙ্গ ভাতার সংখ্যা	মোট
	(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ধর্মনগর	১,০৬৫	২৩০	১,২৯৫
২।	কুমারঘাট	১,২৫১	২১৯	১,৪৭০
৩।	কমলপুর (সালেমা)	১,২৫৪	২১৪	১,৪৬৮
৪।	মাতারবাড়ী	১,৫২৬	২৬৫	১,৭৯১
৫।	অমরপুর	১,২৪২	১৬৩	১,৪০৫
৬।	রাজনগর	৭১০	১৬১	৮৭১
৭।	সাতচাঁন্দ	৩৮৬	১৩৩	১,৬১৯
৮।	মোহনপুর	১,০৬৮	১৯২	১,২৬০
৯।	জিরানীয়া	১,১২৮	১৯৯	১,৩২৭
১০।	বিশালগড়	১,৫৩৪	২৫৪	১,৭৮৮
১১।	মেলাঘর	১,৩১৩	১৪৭	১,৫৬০
১২।	কাঞ্চনপুর	১,৮৫৯	১৪৯	২,০০৮
১৩।	ছামনু	১,৫৬৬	১২৪	১,৬৯০
১৪।	বগাফা	৭৫৩	১৯৫	৯৪৮

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Qnestions & Answers)

১৫ ।	ডুম্বুরনগর	২৮৪	৫২	৩৩৬
১৬ ।	জম্পুইজলা	৩৯১	৪৩	৪৩৪
১৭ ।	খোয়াই	১,১৫৯	২০১	১,৩৬০
১৮ ।	তেলিয়ামুড়া	১,৩৯০	২৫৩	১,৬৪৩
	মোট=	২০,৮৭৯	৩,৩৯৪	২৪,২৭৩

NOTIFIEDAREA

১ ।	ধর্মনগর	২৪	৪	২৮
২ ।	কমলপুর	৬১	৭	৬৮
৩ ।	কৈলাশহর	৪৪	১৩	৫৭
৪ ।	অমরপুর	৩২	৩	৩৫
৫ ।	বিলোনীয়া	৪৪	৭	১
৬ ।	সাব্রুম	২৯	৮	৩৭
৭ ।	উদয়পুর	৩০	৭	৩৭
৮ ।	খোয়াই	৪০	৯	৪৯
৯ ।	সোনামুড়া	২৯	৬	৩৫
১০ ।	আগরতলা মিউনিসিঃ—	২৩৩	৩	৩০৬
		৫৬৬	১৩৭	৭০৩
	সর্ব্ব মোট =	২১,৪৪৫	৩,৫৩১	২৪,৯৭৬

Admitted Un-starred Question No 104.

Name of Member :-Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক বৎসরে এস, সি, এস, টি, কর্পোরেশন গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে রাজ্যের গরীব এস, টি. এস সির জন্য কতগুলি স্কীম মঞ্জুর করে ছিলেন, তার মধ্যে কতগুলি কার্যকরী হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১) ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক বৎসরে এস, সি, এস, টি, কর্পোরেশনের মাধ্যমে রূপায়িত করার জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে নামে কোনরূপ প্রকল্প রচিত হয় নাই। সেইহেতু উপরোক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্কীম মঞ্জুরীর প্রশ্ন উঠে না।

২) ইহা কি সত্য যে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি ঋণ না দেওয়ার ফলে মেলাঘর, বিশালঘর, ব্লকসহ অন্যান্য ব্লকে ও এই স্কীম কার্যকরী হয় নাই।

২) ইহা সত্য যে ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ সংকোচ ব্যবস্থা কঠোর-ভাবে গ্রহণের ফলে কর্পোরেশনের মার্জিন মানি প্রকল্পের অন্দরে বিভিন্ন স্কীমে ঋণদান ব্যবহৃত হয়েছে।

৩) সত্য হইলে সরকার কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন, এবং

৩) বিভিন্ন ব্লকে ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্কের এলাকায় ঋণদান ব্যাহত হওয়ার দরুন কর্পোরেশনের মেনেজমেন্ট-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে ব্লকের অরূপায়িত ঋণদানের লক্ষ মাত্রা বিভিন্ন ব্লকে অন্যান্য ব্যাঙ্কের জন্য ধার্য্য করা হয়েছে।

৪) ১৯৯১-৯২ইং আথিক বৎসরে সরকার এই প্রকল্পে কতগুলি স্কীম মঞ্জুর করেছেন (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৪) ১৯৯১-৯১ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন বোর্ড অব্ ডাইরেক্টরস্-এর অনুমোদনের জন্য ২৭টি স্কীম প্রস্তাব করবে বলে স্থির করেছে। ব্লক ভিত্তিক স্কীম তৈরী করার প্রথা নাই। উপরোক্ত স্কীমগুলিই ব্লকের মাধ্যমে রূপায়িত হয়।

Admitted Unstarred Question No, 105

Name of tha Member : Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'b'e Education Minister Government of Tripura be please to State

Question	Answer
১) মিড্-ডে-মিল প্রবন্ধে বর্তমানে রাজ্যের কত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী টিফিন পাইতেছেন (বিভাগভিভিক হিসাব)	১) মিড-ডে-মিল প্রকল্পে বর্তমানে রাজ্যে ২,,৯৬,১২৫ জন্ ছাত্রাছাত্রী টিফিন পাইতেছেন।

PAPERS, LAID ON THE TABLE
(Question & Answers)

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব

১)	সদর—	৯১,৫৯৮ জন
২)	সোনামুড়া—	২২,৬৮৪ ,,
৩)	খোয়াই —	৩৩,৪৩৮ ,,
৪)	ধর্মনগর—	৩০,৮৪৫ ,,
৫)	কৈলাসহর —	২১,৩৩৩ ,,
৬)	কমলপুর —	২০,০৮১ ,,
৭)	উদয়পুর—	২৩,৮৮৪ ,,
৮)	অমরপুর—	১৩,৯৭২ ,,
৯)	বিলোনীয়া—	২০,৩১৭ ,,
১০)	সাব্রুম —	১৩,২২৩ ,,
১১)	গণ্ডাছড়া,—	৪,৭৫০ ,,

২) ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুর, কুঞ্জবন, খাস-কল্যাণপুর, দ্বারিকাপুর, শান্তিনগর, ঘিলাতলী, তোতাবাড়ী সহ অধিকাংশ স্কুলে টিফিন বন্ধ হয়ে আছে।

২) সত্য নহে।

৩) সত্য হইলে তার কারণ, এবং,

৩) প্রশ্নই উঠে না।

৪) ১৯৯১-৯২ আর্থিক বৎসরে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত টিফিন চালু করার পরিকল্পনা সকারেরআছে কিনা ?

৪) আপাতত নাই।

ADMITTED UN—STARRED QUESTION NO. 106.

Name of M, L, A. Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to Staet :—

১। কক্‌বরক শিক্ষাকে মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। এই শিক্ষাকে উন্নতির জন্য সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন,

৩। ইহা কি সত্য যে প্রয়োজনীয় কক্‌বরক শিক্ষকের অভাবে রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলের (বিশেষ করে এ, ডি, সি, এরিয় কক্‌বরক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে আছে ; এবং

৪। সত্য হইলে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কি না ;

MINISTER—IN—CHARGE :— ANSWER

১। হ্যাঁ, আছে।

২। কক্‌বরক শিক্ষার উন্নতিকল্পে গঠিত কক্‌বরকভাষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ইতিমধ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল বিষয়ে কক্‌বরক ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা করা হয়েছে। বেসিক ট্রেনিং কলেজ সমূহে কক্‌বরক শিক্ষকদের রেগুলার ট্রেনিং—এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া মহীশূরের কেন্দ্রীয় ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রের সহযোগিতায় কক্‌বরক শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষনের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।

৩। সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question—No. 109

Name of the M, L, A, : Shri Samar Choudhury,

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

১। ১৯৯০-৯১ আর্থিক সনের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন কোন ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে কত টাকার বনজ সম্পদ দুস্কৃতকারীরা বে-আইনী গাছ কেটে পাচার করে বন ধ্বংস করেছে তার কোন সরকারী তদন্ত হয়েছে কি ?

২। তদন্ত হয়ে থাকলে ফরেষ্টরিজার্ভ এলাকা ভিত্তিতে সেই ক্ষতির পরিমাণ,

উত্তর

Minister in-charge of the Forests Department :— Shri Drao Kumar Reang.

১। তদন্ত করা হইয়াছে।

২) ফরেষ্ট রিজার্ভ এলাকা ভিত্তিক ক্ষতির পরিমান নিম্নরূপ :—

PAPERS, LAID ON THE TABLE
(Questions & Ansewrs)

বিভাগের নাম.	রিজার্ভ ফরেষ্টের নাম,		আনুমানিক ক্ষতি. টাকা পয়সা
কৈলাসহর	১।	ঊনকোটি আর এফ,	১. :৪, ৯১৫.৫৪
	২।	সমরুতাগাই ,, ,,	২১, ৫০৬.৩২
	৩।	চোরাইবাড়ী ,, ,,	১৯, ১২২.০০
	৪।	দেও	২৫, ০০০.০০
			১, ৮০, ৬৪৩.৮৬
বগাফা	১।	তৃষা আর, এফ	৪, ৫৫, ০০০.০০
	২।	কাসারী ,, ,,	২, ০০, ০০০. ০০
	৩।	জগন্নাথ দিঘি ,, ,,	২, ৪৫. ০০,০০
	৪।	বড়মুড়া দেবতামুড়া	১১, ৫৮৯.০০
	৫।	বেতাগা ,, ,,	৪, ০০০.০০
	৬।	মুহুরীপুর ,, ,,	৪৭, ৮৬১.২৫
	৭।	টেকৃকাতুলসী ,, ,,	৩, ০০, ৫৫৫.৬৯
	৮।	বালাগাংরাই ,, ,,	৩৪, ২৮১.৫০
			১২, ৯৮, ২৮৯.১৪
মনু	১।	ছৈলেংটা আর, এফ	৬০,০০০,০০
	২	লংথরাই ,, ,,	১, ৭০,০০০,০০
	৩।	দেও ,, ,,	৮০, ০০০,০০
			৩. ১,০, ০০০.০০
কাঞ্চনপুর	১।	মনুছৈলেংটা ,, ,,	১০২ ০৩৮,০০
	২।	দেও ,, ,,	২০, ৩৬১,০০
	৩।	উজান মাছমারা	১, ৩১৬৮৫,০০
	৪।	সেন্ট্রাল কেচমেন্ট	৮,৮৫৮,০০
	৫।	জুরী ,, ,,	৯, ৬৫০,০০
	৬।	দাবছড়া ,, ,,	৫১, ২০০,০০
			৩' ২৩, ৮৯২.০০

উদয়পুর	১।	চন্দ্রপুর ,, ,,	৭, ০৮, ২৫৭,০০
	২।	আর, কে পুর	১, ৩২, ৮১৮,০০
	৩।	কাচিগাং	১৪, ৬৩৯,০০
	৪।	বড়মুড়া দেবতামুড়া,	৫৯, ৭৩৮,০০
	৫।	দক্ষিন সোনামুড়া	১, ০০, ০০০,০০
	৬।	তুলাতুলি ,, ,,	১, ১৮, ১০৩,০০
	৭।	হরচাখোলা ,, ,,	৭৬, ৪০৮,০০
	৮।	বগলাগরাই ,, ,,	১, ৩৭, ১২০,০০
			১৪, ৪৭, ০৭৫,০০
গোমতী	১।	কালীবারী, আর, এফ,	৬৭,১৯৯০,৩৫
	২।	দেবতামুড়া ,, ,,	
তেলিয়ামুড়া	১।	তেলিয়া মুড়া	১, ৬৪, ০০০,০০
	২।	বড়মুড়া দেবতামুড়া	৫, ৬৮, ০০০,০০
	৩।	আঠরমুড়া কালীবারী	৭, ? ৬, ৮০০,০০
	৪।	চাম্পামুড়া	২৮, ৮০০,০০
	৫।	বড়মুড়া	১, ১৯, ০০০.০০
			১৬,৩৭, ৬০০,০০
আমবাসা	১।	খোয়াই কেচমেণ্ট	১১.৩০০,০০
	২।	কুলাই	৪০,০০০,০০
	৩।	কুলাই এক্সটেনসন	২৪,১৭২,০০
	৪।	লংথরাই	২,২৪,০০০,০০
	৫।	সালেমা	১,০০.০০০,০০
	৬।	আঠারমুড়া কালাঝরী	৬০০,০০০,০০
			৪, ৫৯, ৪৭২ ৯৯
সদর	১।	হরিশনগর আর, এফ.	২৬,৩৩৬,০০
	২।	চড়িলাম ,,	৪৩,৩০০,০০
	৩।	পাথালিয়া ,,	৪৬,০০০,০০

৪। চাম্পামুড়া	”	৮০,২১৫,০০
৫। দেবতামুড়া	”	৪০,১০৭-০০
		২, ৩৫,৯৫৮,০০
মোট—		৫৮,৯২,৯৩০-৮০

৩। ইহা কি সত্য যে. এই বন ধবংশের কাজে বৃহৎ কাঠ ব্যবসায়ীরা যুক্ত রয়েছেন ?

৩। এই রূপ কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা এখন ও সম্ভব হয় নাই।

Admitted Un-starred Question No, 118

Name of tha Member :— Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Castes Welfare Department be please to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতটি গ্রাম বা মৌজাকে তফ্‌শীলি জাতি ঘনবসতি এলাকা (Schedulsd castes Complex) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে,

২। ঐ বার এলকার উন্নতির জন্য বিশেষ কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা

৩। থাকলে তার বিবরন এবং কোন কোন্ এলাকার জন্য আছে সেই এলাকার নাম ?

উত্তর

১। তফ্‌শীলি জাতি ঘনবসতি এলাকা হিসাবে মোট ১৮৫টি রাজস্ব মৌজাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২। উল্লেখিত ১৮৫টি মৌজার মধ্যে বিশেষ পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য চলতি ১৯৯০-৯১ সালে ৪০টি রাজস্ব মৌজাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

৩। ৪০টি মৌজায় স্পেশাল কম্পোন্যান্ট প্ল্যান অনুসারে তফ্‌শীলি উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য তপশীলি জাতি কল্যান বিভাগ থেকে অন্যান্য উন্নয়ন বিভাগ গুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে। নিম্নে ব্লক ভিত্তিক এলাকার তথ্য

রাজস্ব মৌজা গুলির নাম দেওয়া হল :—

ব্লকের নাম	রাজস্ব মৌজার নাম
১। খোয়াই	১। পহরমুড়া
২। তেলিয়ামুড়া	১। হাওয়াইবাড়ী
	২ কৃষ্ণপুর
	৩। কমলনগর
	৪। দ্বারিকাপুর
৩। জিরানীয়া	১। উত্তর—চাম্পামুড়া
	২। পূর্ব—বড়জলা
৪। মোহনপুর	১। লঙ্কামুড়া
	২। তারানগর
	৩। ফটিকছড়া
	৪। কলকলিয়া
৫। বিশালগড়	১। বীরেন্দ্রনগর
	২। মধুবন
	৩। নেহালচন্দ্রনগর
	৪। দক্ষিন—চড়িলাম
৬। টাকারজলা জম্পুইজলা	১। শ্রীনগর
৭। মেলাঘর	১। কমলনগর
	২। দুর্লভ নারায়ণ
	৩। পশ্চিম—নলছড়
	৪। ঘানতলী
৮। ভুবনেশ্বর	১। সরমা
৯। অমরপুর	১। রাঙ্গামাটি
১০। মাতারবাড়ী	১। শালগড়া
	২। পালাটানা

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Qnestions & Answers)

ব্লকের নাম	রাজস্ব মৌজার নাম
	৩। মাতাবাড়ী
	৪। ফুলকুমারী
১১। বগাফা	১। বগাফা
	২। রাধাকিশোরগঞ্জ
১২ রাজনগর	১। দক্ষিণ—শ্রীরামপুর
	২। পূর্ব—কলাবাড়িয়া
১৩। সাতচাঁদ	১। দৌলবাড়ী
১৪। পানিসাগর	১। সৎসঙ্গম
	২। রামনগর
১৫। কাঞ্চনপুর	১। লালজুড়ি
১৬। কুমারঘাট	১। পূর্ব—রাতামুড়া
	২। খাউড়াবিল
১৭ ছামনু	১। জারুলছড়া
১৮ সালেমা	১। দরংটিলা
	১। মেছুরিয়া
	৩। চুলুবাড়ী

ঐ সমস্ত মৌজা সমূহে বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগ তফ্‌শীলি কল্যানে কি কি প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত রিপোর্ট তপশীল জাতি কল্যান বিভাগে এখন ও আসেনি।

ADMITTED UN—STARRED QUESTION NO. 119.

Name of Member Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch Castes Welfare Department be plesed to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা তফ্‌শীলী জাতি সমবায় উন্নয়ণ নিগম ১৯৮৮—৮৯, ১৯৮৯—৯০, ১৯৯০—৯১ অর্থবর্ষে রাজ্যের	১। ত্রিপুরা তফ্‌শীলী জাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন, ১৯৮৮—৮৯ ১৯৮৯—৯০ এবং ১৯৯০—৯১

কোন ব্লকে মোট কতটি পরিবারকে মোট কত পরিমাণ অর্থ বন্টন করেছে,

আর্থিক বৎসরে মার্জিন মানি লোন প্রোগ্রাম অনুসারে যে পরিমাণ প্রান্তিক অর্থ ঋণ বাবদ প্রদান করেছেন, তাহার পরিমাণ এবং ঐ বৎসরগুলিতে তফশীলি জাতিভুক্ত উপকৃত পরিবার সমূহের সংখ্যার হিসাব নিম্নরূপ

ব্লকের নাম/ সাব-ব্লকের নাম/মিউ-নিসিপ্যালিটির নাম	১৯৮৮-৮৯ আর্থিক সন		৮৯-৯০ আর্থিক সন		১৯৯০—৯১ আর্থিক সন (ডিসেম্বর পর্যান্ত) ১৯৯০ইং	
	উপকৃত তফশীলি জাতি ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা	প্রান্তিক অর্থের পরিমাণ	উপকৃত তফশীলি জাতি ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা	প্রান্তিক অর্থের পরিমাণ	উপকৃত তফশীলি জাতি ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা	প্রান্তিক অর্থের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	—	—	১৫২	১৮৬?	২০২	১'৯৮৯
২। বিশালগড়	১৬৬	১৯৭৪	২৮৫	১৫৭৪	৩৫	০,১৭৮
৩। জম্পুইজলা টাকারজলা	১৮	০,২১১		০,০৩৮		০,৩১৪
৪। জিরানিয়া	১২১	১,৪১	৯৬	০,৬৮৩	২৩	০,৪৫৯
৫। মোহনপুর	৪৩	০,৫০১	৮০	১,০২২	২০৯	১,৬৬৯
৬। মেলাঘর	৫৩	০,৬১৬	৯২	১,৫৩০	৯৪	০,৪২৬
৭। তেলিয়াড়া	২	০,০২০	১৬৪	১,৯৪৪	২৫৮	২,০৭৪
৮। খোয়াই	১৩	০,১৫৩	৪২	০,৭২৯	১০?	০,৬৭২
৮। মাতারবাড়ী	৬	০,০৭২	১৪৩	১,৯২৩	১৯	০,৩১৯

PAPERS, LAID ON THE TABLE
(Question & Answers)

১০। বগাফা	২	০ ০০৭	৯৯	০,৮৪১	১৫৯	০,৬০৪
১১। রাজনগর	১০	০,১১৫	১২	০,৭৮০	৭০	০,১১৫
১২। সাতচাঁদ	৩	০,০৩১	২১	০,৩২৩	৫৯	০,৬২০
১৩। অমরপুর	২	০,০০৬	৩৯	১,৭৪২	৯০	০,৪৫৫
১৪। ডুম্বুরনগর	৭	০,০৮৪	—	—	—	—
১৫। কমলপুর	৮৮	১,০১৮	১১৫	১,৬৯৩	৭৮	০,৬০৭
১৬। ছামনু	১৬	০,১৯১	৫	০,১৮৫	৩১	০,০৪০
১৭। কুমারঘাট	৩৯	০,৪৫৮	৭৮	১,৪৩৮	১০৮	০,৫৫০
১৮। কাঞ্চনপুর	৫	০,০৬২	২৪	০,৩৫২	২০	০,০০৩
১৯। পানিসাগর	১	০,০০৫	১৬৩	১,০২১	৪৯	০,১৮৭
	২৯৫	৬ ৮৯৪	১৫৮০	২০,৭৮৪	৬০৯	১১,২৮১

প্রশ্ন	উত্তর
২। ঐ অর্থ বন্টনে উপকৃতদের বাছাই (Beneficiary Selection) করার পদ্ধতি কি ?	২। ব্লক এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্পোরেশনের মার্জিন মানিলোন প্রকল্পে ঋণ দানের জন্য ব্লকের লক্ষমাত্রা অনুসারে প্রয়োজন ভিত্তিক সংখ্যানুপাতিক হারে প্রচলিত সরকারী নিয়মানুসারে ব্লক এ্যাডভাইসারী কমিটির অনুমোদন ক্রমে তালিকা তৈরী করা হয়। ঐ তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি এবং কর্পোরেশনের একজন প্রতিনি দ্বারা গঠিত দল প্রতিটি পরিবারের উপর ঋণ দেওয়ার পক্ষে একটি যৌথ সমীক্ষা করেন। যৌথ সমীক্ষায় বিভিন্ন স্কীমে ঋণ পাবার জন্য যোগ্য পরিবার বর্গের তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং তদনুসারে ঐ প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়।

যেহেতু মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমান সম্যকবিলিপরই হওয়ার পরিবারবর্গকে "উপকৃত পরিবার হিসাবে ধরা হয়। সেই হেতু আংশিক ঋণ বিলি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জম্পুইজলা টাকারজলা ব্লকে ঋণ প্রাপ্ত পরিবার বর্গকে "উপকৃত পরিবার হিসাবে ধরা হয় নাই।

Admitted Un-starred Question No 125.

Name of the Member :-Shri Ratilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

Minister in charge Social Education Department State Minister Smti Biva Nath.

QUESTION	ANSWER
১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি কলোয়ারী স্কুলে ফিডিং সেণ্টার চালু আছে।	১। রাজ্য সরকার পরিচালিত ৩২৯ টিকে ফিডিং সেণ্টার চালু আছে এবং A, D, C পরিচালিত ৩৭০ টিতে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ পর্য্যন্ত চালু ছিল
২। এগুলোতে ছাত্রপিছু বরাদ্দের পরিমান কত ?	২। ০'৭৫ পয়সা।

Admitted un — starred question—No. 126,

Name of Member :— Shri Bidya ch, Debbarma,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfre Department be pleased to state :—

১। ১৯৯০ - ৯১ ইং আথিক বছরে তফ্শিলীজাতি ও উপজাতির মানুষের জন্য নিউক্লিয়াস বাজেটের কত টাকা বরাদ্ধ করা হইয়াছিল ?	১। ১৯৯০—৯১ ইং আথিক বছরে তপশিল জাতি মানুষের জন্য ৭ লক্ষ টাকা এবং উপজাতি মানুষের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা নিউক্লিয়াস বাজেটের জন্য ধরা হইয়া ছিল।
২। এর মধ্যে কোন্ ব্লকে কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ? ব্লকের নাম উপজাতির জন্য বরাদ্ধ —কৃত টাকার পরিমান	২। মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমান ব্লক ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল। তফ্শিলী জাতির জন্য বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমান।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Quastions & Aswenrs)

১।	পানিসাগর —	৭,৫০০ টাকা	১১,০০০ টাকা
২।	কুমারঘাট —	১২,৫০০ টাকা	১৩,০০০ টাকা
৩।	সালেমা —	২৫,০০০ টাকা	১১,০০০ টাকা
৪।	তেলিয়ামুড়া —	২৫,০০০ টাকা	১৫,০০০ টাকা
৫।	খোয়াই —	২৫,০০০ টাকা	১১,০০০ টাকা
৬।	মোহনপুর —	২৫,০০০ টাকা	২১,০০০ টাকা
৭।	জিরানীয়া —	২৫,০০০ টাকা	১৩,০০০ টাকা
৮।	বিশালগড় —	১৭,৫০০ টাকা	১৬,০০০ টাকা
৯।	মেলাঘর —	১২,৫০০ টাকা	১৬,০০০ টাকা
১০।	টাকারজলা ও জম্পুইজলা, —	১২,৫০০ টাকা	১১,০০০ টাকা
১১।	মাতারবাড়ী —	২৫,০০০ টাকা	১৮৫০০ টাকা
১২।	সাতচাঁন্দ —	২৫,০০০ টাকা	১২,০০০ টাকা
১৩।	বগাফা —	২৫০০০ টাকা	১৭,০০০ টাকা
১৪।	রাজনগর —	১২,৫০০ টাকা	১৪,০০০ টাকা
১৫।	অমরপুর —	২৫,০০০ টাকা	১৩,০০০ টাকা
১৬।	ডুম্বুরনগর —	২০,০০০ টাকা	১১,০০০ টাকা
১৭।	কাঞ্চনপুর —	২৫,০০০ টাকা	১১,০০০ টাকা
১৮।	ছামনু —	২৫,০০০ টাকা	১২,০০০ টাকা

প্রশ্ন

৩। মঞ্জুরী কৃত অর্থের মধ্যে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে,

উত্তর

৩। উপজাতিদের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের মধ্যে ২ লক্ষ ৫ হাজার ২ শত ৯১ টাকা এবং তফসিলী জাতিদের জন্য মঞ্জুরী কৃত অর্থের পুরুটাই ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে খরচ করা হইয়াছে।

Admitted un-Starred Question No.—129

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in—charge of the Labour Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কন্ট্রাক্ট লেবার রেগুলেশন আইন অনুযায়ী রাজ্যে কোন, কোন, এসটাব্লিসমেন্টে কতজন কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়ার রেজিস্ট্রেশন করেছেন।

উত্তর

১) রাজ্যে কন্ট্রাক্ট লেবার রেগুলেশন আইন অনুযায়ী নিম্নলিখিত এসটাব্লিসমেন্টে কন্ট্রাকট এমপ্লয়ারগন রেজিস্ট্রেশন করেছেন

SL. No,	Name of the Es'ablihment		No. of Contract Employers
1.	MIFC. Division No. 1 Agartala.	—	3 Nos.
2.	Executive Exgineer Teliamera Division	—	5 Nos
3.	Executive Engineer Khowai Head Works Division	—	8 Nos

SL. No.	Name of the Establishment	—	No, of Contrect Employers
4.	Executive Engineer Kailoshahar Divition	—	8Nos
5.	Executive Engineer F. C. Kailashahar Division	—	3Nos
6.	Executive Engineer Northern Division, Dharmanagar	—	29Nos
7.	Executive Engineer Kanchanpur Division	—	8Nos

PAPERS, LAID ON THE TABLE
(Questiones & Answer)

SL No.	Name of the Extablishment		No, of Contract Employers
8.	Executive Engineer Kumarghat Division	—	14Nos
9.	Executive Engineer M.I.F.C. Kumarghat	—	4Nos
10.	Executive Engineer Ambassa Division—		7Nos
11	Executive Engineer Manu Head Works Division, Nalkata, North Tripura	—	2Noa
12	Executive Engineer Head Works Division Udaipur		
13.	Executive Engineer M.I.F.c. Division No. 1 Udaipur		
14.	Executive Engineer Southern Division No. 11. Udaipur		8Nos
15.	Executive Engineer Southern Division No. 111. Udaipur		

প্রশ্ন

২। সেন্ট্রাল ওয়ের হাউস এবং ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার কনট্রাক্ট লেবারদের শ্রম আইনের সুযোগ গ্রহনে রাজ্য সরকার কিরূপ সহযোগিতা দেন ?

উত্তর

২। সেন্ট্রাল ওয়ের হাউস এবং ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া দুইটিই কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকারই তাহাদের ক্ষেত্রে Appropriate Govrenment ত্রিপুরাতে ঐ সংস্থাগুলিতে কোনও বিরোধ দেখা দিলে রাজ্য সরকার বিরোধ নিস্পত্তির জন্য যথাযথ পরামর্শ দেন অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনেন ।

Admitted Un-strred Question No. 133

Neme of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon,ble Minister in-Charge of the Labour Deparment be pleased to state.

— প্রশ্ন —

১। কৃষি শ্রমিকদের কনজিউমারস প্রাইস ইনডেক্স গত ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কত হারে বেড়েছে? (১৯৬০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে)

— উত্তর —

১। কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শ্রমদপ্তরে বিশেষভাবে আলাদা কোন কনজিউমারস প্রাইস ইনডেক্স রাখা হয় না Labour Bureau ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালকে ভিত্তি করে Consumer Price Index পাঠায় এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালকে ভিত্তি করে ১৯৮০ সালের গড় Consumer Price Index Number ছিল ৩৫৪ এবং ১৯৯০ইং সালে সর্বশেষ প্রাপ্ত August মাস পর্য্যন্ত) গড় Consumer Price Index Number ৮৩৮ (১৯৬১ সালকে ভিত্তি করে)।

প্রশ্ন

২) এই সময়ে কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরীর হার কোন্ কোন্ তারিখে প্রাইস ইনডেক্স—এর বৃদ্ধির সাথে বাড়ানো হয়েছে ?

উত্তর

২) ১৯৭৯ সালের-১লা ডিসেম্বর হইতে Committee Method—এ—কৃষি শ্রমিকদের ন্যূণতম মজুরী বাড়ানো হয়েছে, এবং ১৯৮২ ইং সালের ১লা আগষ্ঠ, ১৯৮৪ইং সালের—১লা এপ্রিল, ১৯৮৬ইং সালের ৮ই আগষ্ঠ, ১৯৮৭ইং সালের ৫ই—নভেম্বর, ১৯৯০ইং সালের ১লা জানুয়ারী এবং ১৯৯০ইং সালের ১লা অক্টোবর হইতে কৃষি মজুরদের ন্যূণতম মজুরী পুণঃ নির্দ্ধারিত হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 134.

Name of M. L. A. :-Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ে এল, টি সি, খাতে শিক্ষক কর্মচারীদের বকেয়া বিলের পরিমান কত (৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ইং পর্য্যন্ত).

২) ১৯৮৯-৯০ আথিক বছরে এবং ১৯৯০-৯১ অর্থিক বছরে কোন বেসরকারী বিদ্যালয়কে এল, টি, সি, খাতে কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩) যদি কোন বিদ্যালয়ে এই মঞ্জুরী না দেওয়া হয়ে থাকে তবে তার কারন ?

ANSWER

MINISTER—IN—CHARGE :— Shri A. K. Kar.

১) শিক্ষাদপ্তরে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কর্মচারীদের বকেয়া এল টি, সি বিলের পরিমান মং ৪৯,২৪৮/—টাকা।

২) আথিক অপ্রতুল তার জন্য ১৯৮৯—৯০ইং সনে এল, টি, সি, বাবত কোন অর্থ মঞ্জুর করা যায় নাই, ১৯৯০—৯১ইংসনে অদ্যাবধি মং ৪৯ ২৪৮/—টাকা এল, টি, সি, বাবতে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

৩) যে সমস্ত বিদ্যালয়ে বকেয়া এল, টি, সি, বিল বাবতে চাহিদা নাই সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে এল, টি, সি, বাবতে অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted un—starred question—No. 135,

Name of M. L. A, :— Shri Mati Lal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১) বর্তমানে সারা রাজ্যে ১০ জনের বেশী এবং ২ জনের কম শিক্ষক আছেন, এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত এবং

২) ঐ সকল বিদালয়ের ছাত্রসংখ্যা কত (বিদ্যালয় ভিত্তিক পৃথক হিসাব)।

ANSWER

MINISTER—IN—CHARGE Shri A. K. KAR.

১ এবং ২— তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

Admitted Un-starred Question No, 142

Name of M.L.A. :— Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be please to State :—

১) ১৯৮৮ইং সনের এপ্রিল হতে ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহে কতজন শিক্ষক কর্মচারীর নিযোগের প্রতি চরম অনুমোদন (নিযোগের পর) দেয়া হয়েছে এবং

২) এই অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ইং পর্য্যন্ত কতজন শিক্ষক বকেয়া বেতন পাওনা আছেনএবং টাকার অংকে তাহার পরিমান কত ?

ANSWER

MINITER—IN—CHARGE :—Shri A. K. Kar.

১) ১৯৮৮ইং সনের এপ্রিল হতে ১৯৯০ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহে ১২৪ জন শিক্ষক কর্মচারীর নিয়োগের প্রতি চরম অনুমোদন (নিয়োগের পর) দেখা হয়েছে ।

২) এই অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ইং পর্য্যন্ত ১১জন শিক্ষক কর্মচারী বকেয়া বেতন পাওনা আছেন এবং ঐ খাতে টাকার পরিমান ১, ২০.০০০/ টাকা

ANNEXURE 'C'

Postpond Un-Starred Question No. 21

Name of M. L. A. :— Shri Bjdya Chandra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Departmeet to Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭—৮৮ইং অর্থবর্ষে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট কত সংখ্যক গাড়ী ভাড়া হয়েছিল এবং তাতে ব্যয়ের পরিমাণ কত,

২। ১৯৮৯—৯০ অর্থবর্ষে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর মোট কতগুলি গাড়ী ভাড়া করেছে এবং তাতে ব্যয়ের পরিমান কত ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী

১। ১৯৮৭—৮৮ ইং অর্থবর্ষে বিভিন্ন দপ্তর মোট ৯৭১টি গাড়ী ভাড়া করেছিল এবং তাতে ব্যয়ের পরিমান টা: ১, ২৭, ৭০, ০৯০'০৯ প: (এক কোটি, সাতাশ লক্ষ সত্তর হাজার নব্বই টাকা ও নয় পয়সা) ।

২। ১৯৮৯—৯০ অর্থবর্ষে বিভিন্ন দপ্তর মোট ২১৮০টি গাড়ী ভাড়া করেছে এবং তাতে ব্যয়ের পরিমান টা: ২,৪৫, ১৪,১৯৪, ৩৭ প:
(দুই কোটি, পঁয়তাল্লিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশ চুরানব্বই সাঁইত্রিশ পয়সা) সম্পর্কীয় তালিকায় দপ্তর ভিত্তিক হিসাব দেখা গেল ।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Qnestions & Answers)

LIST OF VEHICLES HIRED BY VARIOUS DEPARTMENTS DURING THE PERIOD FROM 1987-88 AND 1989-90 AND EXPENDITURE THEREOF

Sl	Name of Department	1987-88 No.ofvehicles vehicles.	Expenditure thereof	1989-90 No-of vehicle hired	Expen-diture there of	RemarKs
1	2	3	4	5	6	7
1.	Directorate of Planning	—	—	—	Rs.,1,500.00	
2.	Chief Minister,s Secretariate.	31	Rs.8,769.00	48	Rs.11,359.65	
3.	S.A. Department	—	—	2	Rs. 98,425.10	
4.	Deputy Trans-poart Commissioner;	—	—	5	Rs. 19,232.05	
5.	Office of the District Magi-strate (South)	—	—	1		No bill recei-ved by the D.M (S) for payment
6.	Office of the Diroctr General of Police	348	Rs,39.08.200.43	·504	RS,1.47.03.512.77	
7.	Housing Board.	1	Rs.48.000.00	1	Rs. 44.497.00	
8.	Lccal Self Govern-memt.	192	Rs.1.62.220.00	420	Rs.24.90.734.00	
9.	Directorate Of TRP&PGP.	1	Rs 39.183.20	—	—	
10.	Land Records & Set-tlemen.			1	Rs.64.991,70	
11.	Tpipura Handloom & Handi capped.	2	Rs.1.59.312.00	2	Rs.2.59 619.00	
	Total	575	Rs.43 25.684.63	985	Rs.1.54.93 871.27	

	2	3	4	5	6	7
BF		575	Rs 43,25.684,63	985	Rs .1.54.93.871.27	
12	Labour Commissioner	2	Rs. 18.482.75	—	—	
13.	Tripura Rehab. Plantation Corporation Ltd.	2.	Rs.53,112.75	5	Rs.2.70.802.75	
14.	Executive Engineer Division No.2		—	8	Rs,2.07.915.75	
15	Controller Of Snpplies Calcutta	65	Rs 14.144.06	137	Rs.36.964.20	
16.	projeet Director Distt. Rural Development Agency (South)	29	Rs.87.392.05	9	Rs.31.105.10	
17.	Director. 1 C.A.T.	2	Rs.7.883.70	—	—	
18.	Executive Eninee r. P.H.E Division No. 1V. Agartala.	10	Rs.2.57.911,05	10	Rs.2.87.460,00	
19.	Tripura Forest Development Plantation Corporation LTD.	3	Rs.22,071·50.	9	Rs.3.37.323.05	
20.	science & Tecnology.	2	Rs.95,120.50	—	—	
21.	Tripura Bhaven. Now Delhi.	162	Rs.82.536,60	876	Rs.2.14.273.55	
22.	Principal. Tripura Engineering College. Agartala.	1	Rs.2.500.00	1	Rs.1.200.00	
23.	Director. Animal Hisbandry	1	Rs.8.427.50	—	—	
	Total	854	Rs,49.75,267.09	2040	Rs.1,68,50,915,67	

PAPERS LA ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7
BF		854	Rs.49,75,267,09	2040	Rs.1,68,50,915.67	
24.	Executive Engineer, Div. No 1.	2	Rs,19,805,00	3	Rs.81,189 00	
25.	District Judge, South	—	—		Rs.31,500.00	
26.	Town & Country Planner	—	—	2	Rs 1,286.00	
27.	Executive Engineer, Rural Engn. Division, Kumarghat	1	Rs.40,656.60	1	Rs.56,344·40	
28.	District Judge, North	—	—	1	Rs.8,2 6.70	
29	Executive Engineer, Minor Irregation Division No-3 Kumarghat	2	Rs, 20.156 00	4	Rs. 1,81,701.00	
30	Director, Welfare for SC.	—	—	6	Rs.15,712.8	
31.	ExecutiveEngineer Khowai canel Division, Teliamura	—	—	1	Rs.1.625.00	
32.	Executive Engineer, Rural Engn. Division, Agartala.	3	Rs.36,677.00	1	Rs.5,890.00	
33.	Executive Engineer, Khowai HeadWorks Division, Chakmaghat,	1	Rs.83,600.00	1	Rs.63,660.00	
34.	Superintending Engineer. Monitoring Cell (IFC &PHE). Agartala	1	Rs.37.625.00	—		
35.	Executive Engineer P. H. Engineering. Division No. 2. Kumarghtt.	6	Rs.72.639,40	12	Rs,133,676,00	
	Total	870	Rs,52,86,426,09	2072	Rs,1.74.31 776.57	

	2	3	4	5	6	7
F·		870	Rs.52 86 426.09	2072	Rs.1,74.31.776.57	
26.	Chief Engineer Electrical Agartala, Tripura.	88	Rs.74 74 616 00	104	Rs.70.292.00	
27.	Social Education. Agartalr	13	Rs.9 048 00	2	Rs.2.811.00	
28.	Addl. Chief Ehgineer, Investigation & Planning	—	—	1	Rs.44.615 00	
29	Exerntive Engineer. Resource Division	—	—	1	Rs,5,700.00	
	Grant Total	971	Rs,1.27.70.090.09	2180	Rs.2.45.14.194.37.	

PRINTED BY

THE SECRETARY.

TRIPURA PRESS OWNERS' ASSOCIATION

AGARTALA